উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,০২৯.৯৮ (-২৯৭.০৭)
নিফটি : ২৫,১৪৫.৫০ (-৮১.৮৫)

সিবিআই চান নির্যাতিতার বাবা
দুর্গাপুর কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চান নির্যাতিতার বাবা। রাজ্যের তদন্তে সন্তুষ্ট হলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হস্তক্ষেপ করলে কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলেই মঙ্গলবার জানিয়েছেন তিনি। » ৫

ভারতে এআই হাব গড়বে গুগল
ভারতকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব হিসাবে গড়ে তুলতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দশে দশ ভারতের » ১১

২৮ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 15 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 145

ড্যামেজ কন্ট্রোলে অস্ত্র কটাক্ষ

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বিপর্যয়ের ১০ দিন পরে মিরিকে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে কার্সিয়াং থেকে সড়কপথে ঘুম-সুখিয়াপোখরি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মিরিকে পৌঁছান। মিরিক লেক সংলগ্ন একটি বাড়িতে ধসে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি মিরিক কমিউনিটি হলের ত্রাণশিবির ঘুরে দেখেন এবং সেখানে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। শিশুদের হাতে বিভিন্ন খেলনা, পড়াশোনার সামগ্রী, চকোলেট তুলে দেন।

গত ৫ অক্টোবরের ভারী বৃষ্টি ও নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় পাহাড় ও ডুয়ার্স। পাহাড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিরিক। ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে এসে মুখ্যমন্ত্রী নাগরাকাটায় যান। পরদিন তিনি দুধিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত সেতু দেখতে গেলেও পাহাড়ে ওঠেননি। অথচ ওইদিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট মিরিকে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান। পাহাড়ে তৃণমূলের শক্তঘাঁটি মিরিকে বিজেপি নেতাদের আগে পৌঁছে যাওয়া যে ভালো বার্তা দেয়নি, তা মুখ্যমন্ত্রী হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। এদিন তাঁর বক্তব্যে বিজেপি নেতাদের ঘুরিয়ে কটাক্ষ সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলেরই চেষ্টা বলে মনে করছে পাহাড়ে রাজনৈতিক মহল।

> ত্রাণ দিয়ে ছবি তুলে আমি চলে যাইনি।

খুদেকে আদর। মিরিকে মঙ্গলবার।

এদিন বিকেলে সুখিয়াপোখরিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি সহায়তা প্রদান কর্মসূচিতে অংশ নেন। এখানেই তিনি বিরোধীদের একহাত নেন। মমতা বলেন, 'একদিন ত্রাণ দিয়ে ছবি তুলে ফিরে গিয়ে কেউ কেউ শুধু রাজনীতি করছেন। বিজেপির টাকায় বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন। ত্রাণ দেব আমরা, আর রাজনীতি করবে বিজেপি। উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।'

মঙ্গলবার মিরিক পরিদর্শনে যাবেন এটা মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন। সেখানে সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু সোমবার রাতে প্রশাসনের তরফে জানানো হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী মিরিকের বদলে সুখিয়াপোখরি ব্লক অফিসে সরকারি কর্মসূচিতে আসবেন। সেইমতো মিরিক এবং সুখিয়াপোখরিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারগুলিকে সকালেই সুখিয়াপোখরি বিডিও অফিসে নিয়ে আসা হয়। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং থেকে বেরিয়ে ঘুম হয়ে সুখিয়াপোখরিতে পৌঁছায়।

এরপর দশের পাতায়

সেচ-কৃষিতে বড় ধাক্কা

ক্ষতিগ্রস্ত ১৮ হাজার হেক্টর জমির ফসল

পূর্ণেন্দু সরকার ও শুভাশিস বসাক

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৩ হাজার হেক্টর, আলিপুরদুয়ার জেলার ৩০০০ হেক্টর ও পাহাড় মিলিয়ে মোট ১৮ হাজার হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। কৃষি দপ্তরের মৃত্তিকা বিভাগের প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী, জলে ডুবে থাকা ওই জমিতে ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়েছে। জমি থেকে জল নেমে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে এই বিশাল পরিমাণ জমিতে পলি, কাদা, বালি ও ডলোমাইটের আস্তরণ পড়েছে।

জলঢাকা নদীর বুকে তৈরি হয়েছে বিশাল গর্ত। ময়নাগুড়ির আমগুড়িতে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও শিলিগুড়ির প্লাবন পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় চারজন সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে দায়িত্ব দিয়েছে সেচ দপ্তর। তিন জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমায় নদীখাত, নদীবাঁধ, ভূমিক্ষয়, স্পারবাঁধ, গাইড বাঁধের কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা সমীক্ষা করছেন তাঁরা। আপাতত অস্থায়ীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে স্থায়ী পরিকল্পনার ডিপিআর তৈরি করে তাঁরা সেচ দপ্তরে পাঠাবেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হওয়ায় এখানেই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরির কাজও ইতিমধ্যে প্রায় শেষ। বাকি এলাকায় শিবির করে শস্যবিমার আবেদন করানো হচ্ছে। সোমবার নাগরাকাটায় এসে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়ে যান কৃষিজমিতে জমে থাকা ডলোমাইটের আস্তরণ তুলে কৃষিজমিকে চাষের উপযোগী করে তুলতে।

এরপর দশের পাতায়

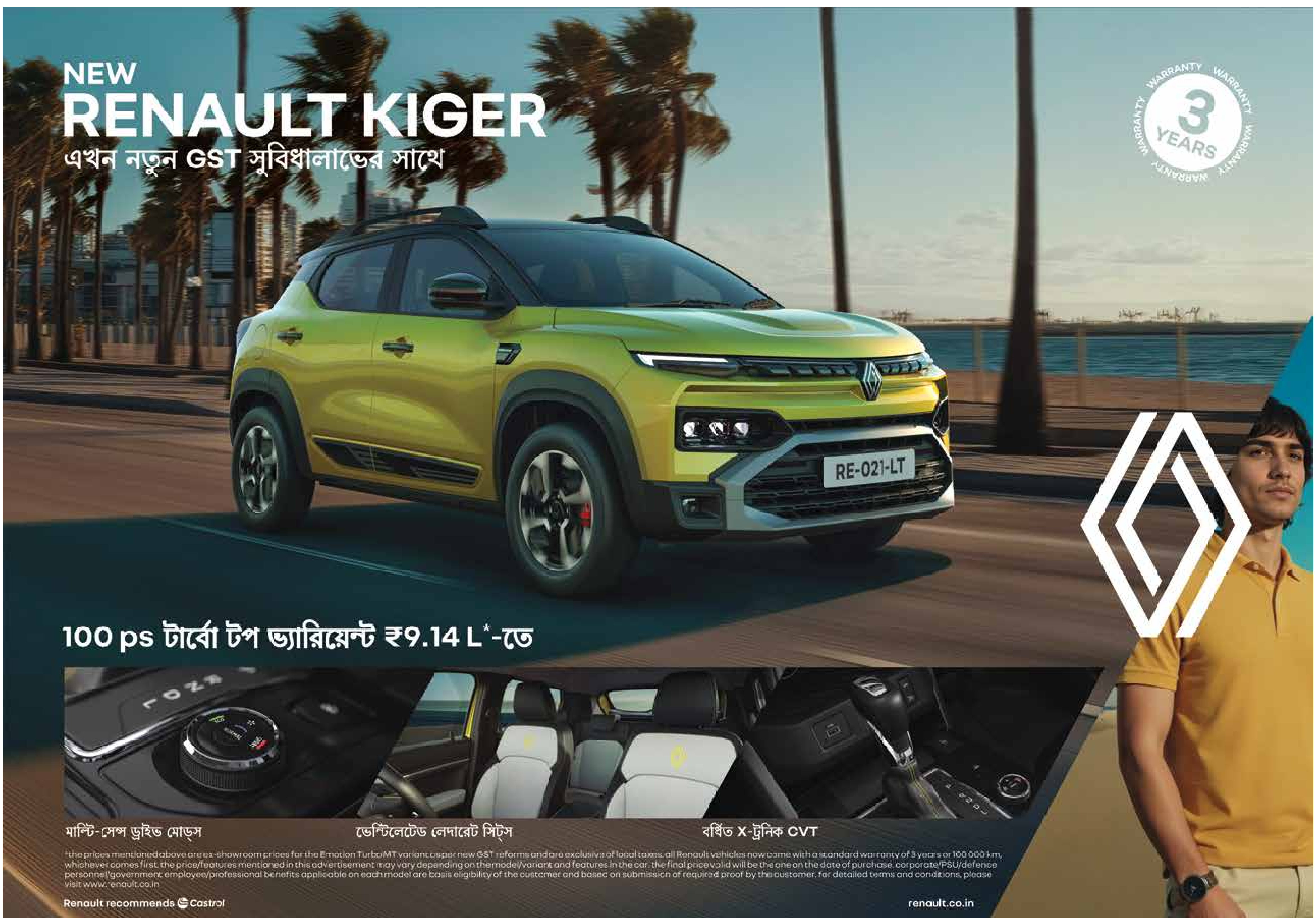

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

টয়ট্রেন ইঞ্জিনের রিপোর্ট তলব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : টয়ট্রেনের শতবর্ষ প্রাচীন স্টিম ইঞ্জিনগুলি এখনও পরিষেবা দিচ্ছে। তবে সেগুলির মধ্যে কয়েকটির বয়লার বদলের প্রয়োজন রয়েছে। এবিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পিসিএমই) অজয় নন্দন রিপোর্ট চাইলেন। সম্প্রতি তিনি শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন। রবিবার ডিএইচআর সেকশন ভিজিটে যান। এরপর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর সমস্ত স্টিম ইঞ্জিনের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে তিনি একটি রিপোর্ট তলব করেন। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সরকারি পরিদর্শন ছিল। তিনি আমাদের কাছে যা যা জানতে চেয়েছেন তাঁকে সবই জানানো হয়েছে।'

টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিনগুলি শতাব্দীপ্রাচীন। বয়স হয়ে যাওয়ায় নিয়মিতভাবে এই ইঞ্জিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কয়েকটি ইঞ্জিনের বয়লার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এখনও কিছু কিছু ইঞ্জিনের বয়লার বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে। তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে পিসিএমই এ বিষয়েই রিপোর্ট চেয়েছেন। রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনগুলির বয়লার পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি রেলের কাছে নির্দেশ পাঠাবেন। পাশাপাশি, ডিএইচআরের কতগুলি ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে, সেগুলি কোথায় কোথায় চলছে সে বিষয়ে তিনি খোঁজ নেন।

ডিএইচআরের ওয়ার্কশপে বর্তমানে কত কর্মী কাজ করছেন, কত কর্মীর আগামী বছর অবসর রয়েছে, অবসর নেওয়ার পর কর্মীসংখ্যা কত হবে সে বিষয়েও পিসিএমই খোঁজখবর নেন।

শিমলাডাঙ্গি হাটের দেবী চৌধুরানি মন্দির। -সংবাদচিত্র

হাতির ভয়ে মেলা পিছিয়ে নভেম্বরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : হাতির উপদ্রবের কারণে পরিবর্তিত হল গজলডোবার শিমলাডাঙি বৈকুণ্ঠনাথ দেবীচৌধুরানী ভবানী পাঠক মন্দিরের কালীপুজোর মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময়। মন্দির কমিটির তরফে নির্দিষ্ট সময়ের বদলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাতে বন দপ্তর ও পুলিশের সাহায্যে এই মেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির কমিটির সদস্য রতন রায় বলেন, 'এবার প্লাবন পরবর্তী পরিস্থিতিতে এলাকার সরস্বতীপুর ও বাতাসির জঙ্গল দিয়ে হাতির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। হাটের জমিতেই কালীপুজোর সময় মেলা হয়। জ্যোৎস্না রাতে হাতি এলে দেখা যাবে, তাই আলাদা করে মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

শিমলাডাঙ্গি হাটের দেবী চৌধুরানি মন্দিরকে ঘিরে মানুষের উদ্দীপনা কম নয়। হাটের চত্বরে তিনটি মন্দিরের মধ্যে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে। স্থানীয় তরুণ শীতল রায় বলেন, 'মন্দিরে মহাকালবাবা অর্থাৎ হাতির বিগ্রহ রয়েছে। আমরা হাতিরও পুজো করি।'

এই এলাকার গভীর জঙ্গলে অতীতে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের ডেরা ছিল। বন্যপ্রাণী উপদ্রুত হওয়ায় এলাকাবাসী পুলিশ, বনকর্মীদের রক্ষাকর্তা হিসেবে মাটির বিগ্রহ বানিয়ে পুজো করে আসছেন। তাছাড়া গরিবদের ত্রাতা হিসেবে পরিচিত দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠককেও দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয়। ভক্তরা মানত করে পুজোর বলিতে পাঁঠা ও পায়রা নিবেদন করেন। মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে দোকানিরা মেলায় বেচাকেনা করতে আসবেন।

Quotation Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation vide APAS Quotation no 02/(25-26) Memo No. 3195/JM Dated : 14/10/2025 for 4 nos different types of development works (APAS) under Jalpaiguri Municipality. APAS Quotation no 02/(25-26) Memo No. 3195/JM Dated : 14/10/2025. Last date of dropping:- 29/10/2025 at 3.00 PM. Details of which are available in the notice board of Jalpaiguri Municipality.

Sd/-
Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

Corrigendum Notice

With reference APAS Quotation No. 01/(25-26) Memo No. 3134/M dated 11/10/2025, this is to inform you that Sl. No. 80 and 82 are same, so the Sl. no. 82 cancelled and Sl. No 80 will remain same. So the total number to be counted as 106.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-32 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT-32 of 2025-26. Closing date extended upto 17/10/2025 at 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Tender Notice

E-NIT No. 23/e-Chl-I/B/2025-26, Dated-13.10.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in**. Details may be seen in the office during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District website, Malda in all working days & in website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

NIT No. DDP/N-32/2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-32/2025-26 regarding credential of the work stated in the NIT No.-DDP/N-32/2025-26 of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Details of corrigendum may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. 27/DEV/PHD/APAS/BDN-1GP/2025-26 Dt.-13.10.2025, 28/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Dt.-13.10.2025, 29/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26 Dt.-13.10.2025, 30/DEV/PHD/APAS/BDN1I GP/2025-26, Dt.-13.10.2025, 31/DEV/PHD/APAS/BDN-II/2025-26 Dt.-13.10.2025, 32/DEV/PHD/APAS/BDN-II/2025-26 Dt.-13.10.2025, 33/DEV/ZPHD/APAS/BDN1GP/2025-26 Dt.-14.10.2025, and 34/BDO/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26 Dt.-14/10/2025. Last date for Submission of Bids-24/10/2025 at 03.00 pm., 21/10/2025 at 06.00 pm, 24/10/2025 at 04.00 pm, 24/10/2025 at 3.00 pm, 24/10/2025 at 03.00 pm, 24/10/2025 at 03.00 pm, 24/10/2025 at 03.00 pm and 24/10/2025 at 04.00 pm. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Block Development Officer, Phansidewa Development Block

অ্যাফিডেভিট

D. L. No. WB73/DLR/0011094/2020-তে নাম ভুল থাকায় গত 14.10.2025 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ramen Tantra এবং Aben Tantra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিতি হইলাম। (C/118533)

●

আধার কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ০৯-১০-২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Raphit Mahammad, S/o. Sarifaddin ও Ratif MD এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118655)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গি বাজার ও ঝংকার মোড়ের জন্য গার্ড লাগবে। বেতন - ১০,০০০/-। M : 99331-19446. (C/118659)

●

কোম্পানির গোডাউনে প্যাকিং-এর কাজের জন্য অতি সত্বর ছেলে প্রয়োজন। Salary - 9,000/-। Contact - Sevoke Road, Siliguri. Number : 86700-09313. (C/118354)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 6616 7002 1689 এবং ভোটার ID কার্ড নং WB/01/004/321144 আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 08-10-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Upendra Barman এবং Upen Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Ratan Barman, মহিষবাথান, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/118144)

●

আমি Subheswar Singha পিতা Someswar Singha, গ্রাম- ওল্ড মালদা, তৈলমুণ্ডাই, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত ১৮/০৯/২৫ তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণীর J.M. দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (162943,17/09/25) Sarveshwari Singha থেকে Atrika Singha করা হল। যা উভয় নামই এক এবং অভিন্ন। (C/118653)

●

আধার কার্ডে আমার নাম নুর ইসলাম মিয়া থাকায় দিনহাটা নোটারি কোর্টে 20/09/25 তারিখে 02নং অ্যাফিডেভিট বলে জিয়া হক হলাম। সাং - বড় ফলিমারী, বালাকান্দি দিনহাটা। (S/M)

ভর্তি

RCI অনুমোদিত D.Ed (Spl. Edu)-এর কোর্সে ২৫-২৭ শিক্ষাবর্ষে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা- ১০+২ ৫০% তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং PH এর জন্য ন্যূনতম ৪৫% (M)- 9233424101, 9832501977, কাওয়াখালি, NBHRS, Siliguri. (C/118353)

ত্যাজ্যপুত্র

আমার ছেলে উৎপল বর্মন অসামাজিক ও অবাধ্য হওয়ায় দিনহাটা নোটারি কোর্টে 10.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে তাকে ত্যাজ্য করিলাম। পিতা- মৃণাল বর্মন, সাগরদিঘী, সিতাই। (S/M)

রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৮, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নংঃ সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৮। কাজের নাম ঃ নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি সেকশনের রাঙাপানী-নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে ৭/৯-৮/০ কিলোমিটারে লেভেল ক্রসিং নং এনসি-৫ (মেনড) এর পরিবর্তে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৬০,৪৯,৫৯,২৪৬.৫৭ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘটায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮৭-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ ১০.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮৭। কাজের নাম : ২ বছরের জন্য (২০২৫-২০২৭) এসএসই/ই/জি/বিজিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিবিধ বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ২৯,৪০,০২৯.৩৬ টাকা। বায়নামূল্য: ৫৮,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ২০.১০.২০২৫ থেকে ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি)/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-197/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DIRECTORATE GENERAL RESETTLEMENT
MINISTRY OF DEFENCE
JOB FAIR for EX-SERVICEMEN (ESM)
29 OCTONER 25 (7 AM Onwards)
VENUE : SURYODAYA AUDITORIUM, VIJAY DURG (FORT WILLIAM)
KOLKATA, WEST BENGAL - 700021
Documents Required : ESM I-Card and 5 copies of Resume/Biodata

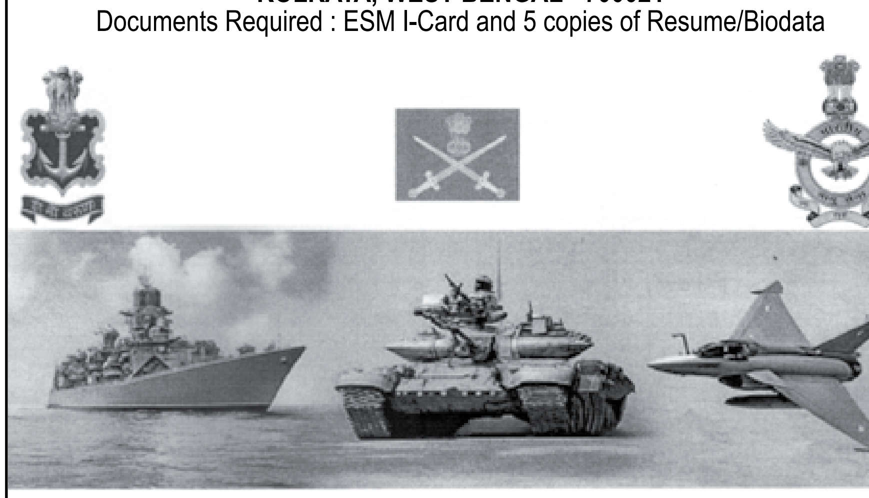

EX-SERVICEMEN : SKILLED, DISCIPLINED AND DEPENDABLE

Benefits for Industry Employers
- Free Online Registration
- Free Job Postings
- Free Allotment of Stalls
- Free Access to Resumes of ESM

What Employers Can Expect in Job Fair
Officers for Leadership roles & ESM for :-
- PSOs, Supervisors and Guards
- Drivers and Machinery Operators
- Chefs, Stewards and Hospitality roles
- Paramedical staff and Hospital Administration
- Fitters, Electricians and Technicians
- Artificers, Mechanics and Engine Operators
- Network and Telecom Engineers
- Surveyors and Draughtsmen
- Machinists, Welders and Artisans
- Automobile, Aviation & Weapon Technicians

For further details contact :
Jt Director, DRZ (E) - 033-29530195, 9401023594, 7995048977, drzekol@desw.gov.in
Jt Director(SE),DGR- 011-20863432, seopadgr@desw.gov.in

In collaboration with ESMHire
Registration Open Now : www.esmhire.com
CBC 10401/11/0029/2526

এন্ড ওয়াল, সাইড ওয়াল এবং ফ্লোরিং-এর সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ

টেন্ডার নং.ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬- ডিআরজি-১৭। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ ১০০ বিওএক্সএন ওয়াগনের এন্ড ওয়াল, সাইড ওয়াল এবং ফ্লোরিং-এর সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৬,০৯,৩৩,২৪৮/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৫৪,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিবিসি কাপলার আনকাপলিং ঘ্যারেঞ্জমেন্টের পরিবর্তন

টেন্ডার নোটিস নং. ডিএলএসএমএলডিটি এনএফআর০৪২০২৫-২০২৬ তারিখঃ ০৪-১০-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "মালদা টাউন স্থিত লোকো শেডে আরডিএসও সংশোধনী শীট নং. আরডিএসও/২০১৬/ইএল/এমএস/০৪৫৪ আরইভি '০' তারিখঃ ২৯-০৪-২০১৬ অনুসারে রেল ইঞ্জিনসমূহে নিম্নভাগের পরিচালন থেকে শীর্ষ ভাগের পরিচালন পদ্ধতি পর্যন্ত সিবিসি কাপলার আনকাপলিং ঘ্যারেঞ্জমেন্টের পরিবর্তন"এর ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদার থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এই কার্য এলওএ প্রাপ্ত করা থেকে ০৬ (ছয়) মাসের ভেতরে সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তৃত তথ্য টেন্ডার প্র-পত্রে প্রদান করা হয়েছে। কাজের অনুমানিক ব্যয়ঃ ৩,৫৫,৭১৫.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,১০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১০.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৭_ওটিআর১। কাজের নাম : বারহারওয়ায় ইন্টারলক্ড সাইডিং পয়েন্ট শনাক্তকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ১৪,৩৩,৩৮৬.১৩ টাকা। বায়নামূল্য: ২৮,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ২০.১০.২০২৫ থেকে ০৩.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়। (MLD-196/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-এমএলডিটি-১০-২৫। অকশন শুরু : ২৮.১০.২০২৫, সকাল ১১টা। সিকোয়েন্স নং., লট নং/শ্রেণী, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো: এএ/১, এমপিএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমপিএস-১৭-২৫-১, জামালপুর। এএ/২, এমপিএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমপিএস-২৯-২৫-১, বারহারওয়া। এএ/৩, এমপিএস-এমএলডিটি-এমজিআর-এমপিএস-৩৫-২৫-১, মুঙ্গের। এএ/৪, এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩২-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। এএ/৫, এমপিএস-এমএলডিটি-এনএফকে-এমপিএস-১৪-২৫-১, নিউ ফরাক্কা। এএ/৬, এমপিএস-এমএলডিটি-এসভিআরপি-এমপিএস-২৬-২৫-১, শিবনারায়ণপুর। এএ/৭, এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস-২৮-২৫-১, হাঁসডিহা। এএ/৮, এমপিএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমপিএস-৩০-২৫-১, নিমতিতা। এএ/৯, এমপিএস-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমপিএস-৩১-২৫-১, জঙ্গীপুর রোড। এএ/১০, এমপিএস-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমপিএস-৩৩-২৫-১, ধুলিয়ান গঙ্গা। এএ/১১, এমপিএস-এমএলডিটি-এসএক্সপি-এমপিএস-৩৪-২৫-১, সাঁকো পাড়া। এএ/১২, এমপিএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমপিএস-২২-২৫-১, বারিয়ারপুর। এএ/১৩, এমপিএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমপিএস-২৩-২৫-১, সাহেবগঞ্জ। এএ/১৪, এমপিএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমপিএস-২৫-২৫-১, পিরপৈঁতি। এএ/১৫, এমপিএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমপিএস-১৯-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-194/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

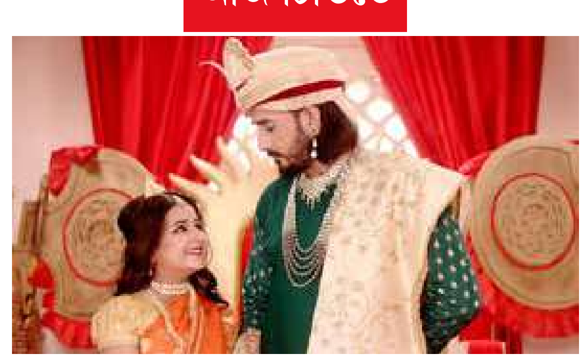

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সবার উপরে মা, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ প্রতিকার, রাত ১০.০০ প্রেমী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ রক্তবীজ, দুপুর ১.১৫ লাঠি, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৩০ কাঞ্চনা (বাংলা ভার্সন)

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ১২.০০ বউরানি, ২.৩০ চিতা, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ১১.০০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রিয়জন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৮ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, ২.৫৮ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৫.৪০ নবরত্ন, সন্ধে ৭.৫৮ দ্য রোড, রাত ১০.৫৮ খিলাড়ি

জি বলিউড : বেলা ১১.২৪ বুলন্দি, দুপুর ২.১৯ সিরফ তুম, বিকেল ৫.০৬ কিশন কনহাইয়া, রাত ৮.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, রাত ১০.২১ অপহরণ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ সত্যপ্রেম কি কথা, দুপুর ১.২০ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৩.৪৪ শিবা দ্য সুপার হিরো-থ্রি, ৫.৫৮ স্নেক, সন্ধে ৭.২৯ ভালিমাই, রাত ১০.৩০ ফুকরে রিটার্নস

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.০৭ লিটল উইমেন, ১.৫৯ লে দ্য ফেভারিট, বিকেল ৫.২৮ পেনেলোপ, সন্ধে ৬.৫৬ স্টেপমম, রাত ৯.০০ বিগ মমাজ হাউস-টু, ১০.৩৬ বুকস্মার্ট

টনিক রাত ১১.০০
জি বাংলা সোনার

প্রেমের পাতুরি পর্ব

তেলাপিয়ার লাল পাতুরি এবং **চিংড়ি লতির পাতুরি** রান্না শেখাবেন ঝর্ণা শাসমল। **রাঁধুনি**
দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

বিল্ট টু সারভাইভ রাত ৯.৩০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কাজে ক্ষতি হতে পারে। পড়ুয়ারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য পাবে। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : যানবাহন খুব সাবধানে চালাবেন। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল হতে পারে। মিথুন : অর্থ উপার্জন ভালোই হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সামান্য কারণে বাবা-মায়ের সঙ্গে অশান্তি। কর্কট : বিকল্প কাজের সন্ধানে সফল হবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। সিংহ : পারিশ্রমিক শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় সামান্য ভুলে বড় লোকসানের সম্ভাবনা। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে। বাড়ি, জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে দেখে নেবেন। তুলা : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির মিষ্টি কথায় ভুলে প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। সামাজিক দায়িত্ব বাড়বে। বৃশ্চিক : বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট করে পরে অনুশোচনা। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতার সুফল পাবেন। ধনু : সংসারে আর্থিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। ব্যবসায়ীরা এসময়ে বাড়তি ঝুঁকি না নিলেই ভালো। মকর : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বন্ধুর দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : বাড়ির কোনও কথা নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ আলোচনা করতে যাবেন না। অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে আনন্দ। মীন : উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশযাত্রায় বাড়িতে আনন্দ। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৮ আহিন, সংবৎ ৯ কার্ত্তিক বদি, ২২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৭, অঃ ৫।১০। বুধবার, নবমী দিবা ২।৪৪। পুষ্যানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৫০। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।৫৫। গরকরণ দিবা ২।৪৪ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।১৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, সন্ধ্যা ৪।৫০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ২।৪৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৪ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যানাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দশমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৮ গতে ৮।২ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।১৯ গতে ৩।১৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৩ গতে ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ৩।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাতির হানায় জেরবার জেলা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ অক্টোবর : কোথাও দিনভর আটকে রইল ভুটান ফেরত হাতির পাল। কোথাও হাতির কবল থেকে পালাতে গিয়ে জখম হলেন তরুণ। লাগাতার হাতির হানায় শস্যহানিতে ক্ষতিপূরণ না মেলার অভিযোগে রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলে। হামলা ঠেকাতে কার্যকরী পদক্ষেপ করার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

গাঠিয়া চা বাগানে হাতির পাল। মঙ্গলবার দুপুরে।

মঙ্গলবার হাতির হানায় নষ্ট ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখান বানারহাটের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চানাডিপা এলাকার কৃষকরা। বন দপ্তর জানিয়েছে, যাঁরা নিয়ম মেনে আবেদন করেছেন, প্রত্যেকে টাকা পেয়েছেন। গত দু'-তিন মাসের আবেদন বকেয়া। কৃষকদের বক্তব্য, আদতে তাঁরা টাকা পাননি। বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' তিনি জানান, খুট্টিমারি জঙ্গলে থাকা হাতির পাল খাবারের লোভে লোকালয়ে ঢুকছে। অন্যদিকে, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁকোয়াঝোরার নেপালিবস্তি এলাকায় কুশ কুমার নামে এক তরুণ রবিবার রাতে হাতির সামনে পড়েন, বাইক ফেলে পালাতে গিয়ে তিনি আঘাত পান।

মঙ্গলবার গাঠিয়া বাগানের ৫ নম্বর সেকশনে সারাদিন দাঁড়িয়ে রইল ১৩ হাতির একটি দল। লাগোয়া ভগতপুর চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকে ২টি হাতি। ডায়না রেঞ্জ ও ভগতপুরে খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীদের পাহারায় থাকতে হয়। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'গাঠিয়ার হাতিগুলি ভুটানের দিকে চলে যায়।' খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে জানান, জোড়া হাতিকে জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মখমলে সবুজ ধানের লোভে হাতিদের 'ডেস্টিনেশন' এখন ভুটান। ভগতপুর চা বাগানে যে দুটি হাতি দাঁড়িয়েছিল সেগুলি গাঠিয়ার পালের। মূল দল জঙ্গল থেকে একসঙ্গে বেরোলেও পরে ৩টি ভাগে ভাগ হয়ে ঘুরছে। ফলে ডায়না রেঞ্জের পক্ষে নজরদারির কাজ চালাতে হিমসিম দশা।

মাটিয়ালি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগানে শাবক সহ রাস্তা পার হচ্ছে একদল হাতি- ভিডিও ভাইরাল। সোমবার রাত ১টা নাগাদ বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা রাজু সরকার রাস্তার ওপরে দেখতে পান হাতির দলটিকে। মোবাইলে করা সেই ভিডিও ভাইরাল হয়।

মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌদ্ধ গুম্ফার আশপাশে দু'দিন ঘোরাফেরা করে একটি দলছুট দাঁতাল। মঙ্গলবার সেটিকে গরুবাথানের ভুট্টাবাড়ি জঙ্গলের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করেন মাল বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা। রবিবার একটি হাতি কুমলাই চা বাগানে ঢুকেছিল। মাল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী জানান, পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

হিমসিম বন দপ্তরের

- নষ্ট ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা
- হামলা ঠেকাতে কার্যকরী পদক্ষেপের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়
- বন দপ্তর জানিয়েছে, যাঁরা নিয়ম মেনে আবেদন করেছেন, প্রত্যেকে টাকা পেয়েছেন
- কুশ কুমার নামে এক তরুণ হাতির সামনে পড়েন, পালাতে গিয়ে আঘাত পান

অস্বাভাবিক মৃত্যু ৪ জনের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দুপুরে ভোরের আলো থানার আমবাড়ি সংলগ্ন গোকুলভিটা গ্রাম এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাসিন্দাদের ধারণা, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওই তরুণ মারা যান। ভোরের আলো থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অন্যদিকে, সোমবার গভীর রাতে নাগরাকাটা থানার পুলিশ সুলকাপাড়ার মংরুপাড়া থেকে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম রুস্তম আনসারি (৩৩)। মৃতের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের না করা হলেও পুলিশ এই ঘটনায় এক তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এদিকে, কোতোয়ালি থানার রায়পুর চা বাগান এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম জল্পেশ মুন্ডা (৫০)। পরিবারের সদস্যরা জানান, জল্পেশ অনেকদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গত বুধবার রাতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সোমবার তাঁকে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাট এলাকায় এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ভাইয়ের মোবাইলে পাঠানো সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে তদন্তকারীদের ধারণা, ওই বধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

কুকুরের কামড়ে আহত সাত

লাটাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : লাটাগুড়ি বাজারে পাগল কুকুরের আক্রমণে আহত সাতজন। সোমবার রাতে কুকুরের আক্রমণের ঘটনা ঘটে লাটাগুড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। হঠাৎ একটি কুকুর বাজারে ঢুকে পড়ে এবং একের পর এক পথচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়াতে শুরু করে। স্থানীয়রা কোনওভাবে আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান।

বিজেপির সভা

মেটেলি, ১৪ অক্টোবর : ১৬ অক্টোবর নাগরাকাটায় আসছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর ওই সফরকে ঘিরে সোমবার বিজেপির মেটেলি আপার মণ্ডল কমিটির তরফে মেটেলি বাজারের দলীয় কার্যালয়ে একটি প্রস্তুতি সভা করা হয়। সভায় শুভেন্দুর নাগরাকাটার সভায় যাওয়া সহ সাংগঠনিক আলোচনাও করা হয়।

কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ

(আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের একটি স্বশাসিত সংস্থা, ভারত সরকার)

জওহরলাল নেহরু ভারতীয় চিকিৎসা আয়ুষ হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান ভবন

৬১-৬৫, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, ডি-ব্লকের বিপরীতে, জনকপুরি, নিউ দিল্লি-১১০০৫৮

বিজ্ঞপ্তি নং :- ১৭৮/২০২৫-২৬ তারিখ :- ১৩.১০.২০২৫

কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ, নিউ দিল্লির অন্তর্গত বিভিন্ন সংস্থায় চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে নিম্নে উল্লেখিত পদগুলির জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে :-

ক্রমিক নং	পদ(গুলির) নাম	পদের সংখ্যা
১.	সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো (হোমিও)	০৩
২.	রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (রসায়নবিদ্যা)	০১
৩.	রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (পশুচিকিৎসক)	০১
৪.	প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট (রসায়নবিদ্যা)	০১
৫.	সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো (হোমিও)	০২
৬.	সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো (ডায়েটিশিয়ান)	০১
৭.	জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো (উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্যা)	০১
৮.	সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো (উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্যা)	০১
৯.	ক্ষেত্র সহায়ক	০১
১০.	সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো/ জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো (ফার্মাকোলজি)	০১
১১.	পরামর্শকারী (অ্যাকাউন্টস)	১৫
১২.	পরামর্শকারী (আইনি)	০১
১৩.	অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ডেন (পুরুষ এবং মহিলা)	০২

ইন্টারভিউয়ের তারিখ, বদলির স্থান, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পারিশ্রমিক ইত্যাদি পরিষদের ওয়েবসাইট :- www.ccrhindia.ayush.gov.in-এ উপলব্ধ।

সহকারী পরিচালক (এইচ)/এস-৪/অ্যাডমিন, আই/সি

মন্দিরের জমি দখলের অভিযোগ

রাজগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনশিরি গ্রামে কালী মন্দির এবং হরি মন্দিরের জমি জবরদখল করে বাড়ি তৈরি করছেন স্থানীয় এক শিক্ষক। গ্রামবাসীরা রাজগঞ্জ থানা, রাজগঞ্জের বিডিও এবং রাজগঞ্জ বিএলএলআরওকে এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বারবার বলার পরেও ওই শিক্ষক তাঁর বাড়ির নির্মাণকাজ থামাননি। এমনকি ওই জমির কোনও দলিলও দেখাতে পারেননি তিনি। এলাকার দুজন প্রভাবশালীর মদতেই তিনি বাড়ির পিলার তুলে, মেঝের কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে সোমবার ওই জমি মাপজোখ করতে গিয়েছিলেন রাজগঞ্জ বিএলএলআরও দপ্তরের কর্মীরা। তবে গ্রামবাসীদের দাবি, ওই জমি না মেপে, বাড়ির অংশটি মাপছিলেন আধিকারিকেরা। তাতেই সেখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে, সেদিন জমি না মেপেই ফিরে গিয়েছিলেন দপ্তরের কর্মীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্তকুমার রায় বলেন, 'দুটি মন্দিরের বেশিরভাগ জমি আমার বাবার নামে ছিল। গ্রামবাসীরা এখানে মন্দির গড়ায় আমাদের কোনও আপত্তি ছিল না। পরে জানা যায়, কিছুটা জমি স্থানীয় বাসিন্দা তপন সরকারের নামে ছিল। তিনিও মন্দির তৈরির জন্য জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় ৫০ বছর ধরে যে জমি সকলে কালী মন্দিরের জমি বলেই জানে, তাতে এভাবে গায়ের জোরে ঘর তোলা অন্যায়।' মঙ্গলবার আলোচনায় বসেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও, বিএলএলআরও এবং রাজগঞ্জ থানার আইসি। আলোচনা শেষে উভয়পক্ষকে কালীপুজোর পর জমির নথিপত্র নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে। এনিয়ে ওই শিক্ষক শিবচরণ রায় বলেন, 'মন্দির কমিটি যদি জমি পায়, তাহলে জমি ছেড়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

রাজগঞ্জের বিএলএলআরও গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'কালীপুজোর পর দুইপক্ষ জমির নথি নিয়ে এলে, একটা সমাধানের দিকে এগোনো যেতে পারে।'

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

প্রতিবাদ বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাতে মেয়েদের বাড়ির বাইরে না বের হওয়ার পরামর্শের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা যুব মোর্চা বিক্ষোভ কর্মসূচি করে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহর আগে জলপাইগুড়ি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষকে সেটিতে জুতো মারতে দেখা যায়। এর প্রতিবাদে সদর ব্লক-১ আইএনটিটিইউসির তরফে মঙ্গলবার থানা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সদর ব্লক-১ আইএনটিটিইউসির সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র বলেন, 'ধর্ষণ নিয়ে প্রতিবাদে নেমে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে জুতো মারা আমরা কখনোই মেনে নেব না। বিজেপি এমন একটা দল যারা মহিলাদের কোনও সম্মান করতে পারে না। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে আমাদের রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার প্রতিবাদেও এদিনের এই কর্মসূচি।'

এদিকে বিক্ষোভে শামিল বাসন্তী রায় বলেন, 'দিদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সাইকেল ও কন্যাশ্রী সব দিয়েছে। সেই দিদিকে জুতো মারা মেনে নেব না। যারা মেরেছে তাদের জুতো মারতে পিছপা হব না।'

এসপি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়ন্তর

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : জেলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন। মঙ্গলবার সাংসদ রাজগঞ্জের সাম্প্রতিক নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়েও আলোচনা করেন। নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা যাতে না ঘটে সেই আবেদন জয়ন্ত পুলিশ সুপারের কাছে রাখেন।

ক্ষতিপূরণ দাবি

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, জলঢাকার পাড়বাঁধ সংস্কার সহ ৫ দফা দাবিতে মঙ্গলবার ধূপগুড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি দেন এসইউসিআই-এর নেতা ও কর্মীরা। তাঁরা মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছে জয়েন্ট বিডিওর হাতে স্মারকলিপি দেন। ব্লক প্রশাসন তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করায় তাঁরা খুশি হয়েছেন বলে জানান এসইউসিআই-এর লোকাল কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন রায়।

শ্রমিক সমস্যা

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : অনিয়মিত মজুরি রামশাই এলাকার ত্রিশক্তি চা বাগানের অন্যতম বড় সমস্যা। এর প্রতিকারে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের সহ সভাপতি হারাধন দাস মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কালীপুজোর পর এই সমস্যার সমাধানে শ্রম দপ্তর ও ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। ওই বাগানে শ্রমিক সংখ্যা ১৭০। তাঁরা আরও অনেক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ। বৃষ্টিতে কাজ করতে হলেও নিয়মানুযায়ী তাঁদের ছাতা বা গামবুট কিছুই দেওয়া হয় না। মঙ্গলবার ওই শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউনিয়ন নেতারা।

সাহায্য

ক্রান্তি, ১৪ অক্টোবর : ১০ অক্টোবর থেকে ডুয়ার্সে ঐতিহ্যবাহী চেকেন্দা ভাণ্ডারীমেলা শুরু হয়েছে। মাল ব্লক কংগ্রেস কমিটির তরফে পানীয় জল ও ওষুধপত্র দিয়ে মেলায় আসা দর্শনার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। মাল ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যোগেন সরকারের কথায়, 'রাহুল গান্ধির আদর্শে আমরা ভালোবাসার দোকান দিয়েছি। সাম্প্রদায়িকতা এবং ঘৃণার বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে ভালোবাসা বিতরণ করছি।' মঙ্গলবার যোগেন সহ কংগ্রেস নেতা শরিফুল ইসলাম, ছাত্র নেতা অর্জুন সরকার প্রমুখ মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খুশির খোঁজে।। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চরচরাবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

দুর্যোগের পরে অন্ধকারে জখম দুজন

রাস্তা সারানোর উদ্যোগ নেই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে ময়নাগুড়িতে ফুলেফেঁপে উঠেছিল ঝাঝাঙ্গি নদী। পরের দিনই ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঝাঝাঙ্গির পাকা সেতু সংলগ্ন রাস্তা ভেঙে পড়ে। ওই পথে সন্ধের পর আলোও নেই। লক্ষ্মীপুজোর দিন এলাকার দুই মোটর সাইকেল আরোহী গর্তে পড়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন। তবে প্রায় দশদিন পেরিয়ে গেলেও রাস্তাটি সংস্কারে প্রশাসনের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। এদিকে, ফের দুর্ঘটনা এড়াতে ওই পথে চলাচল বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় তিন কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। যদিও এনিয়ে চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ রায় জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেছেন, 'দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আমরা এখনও ব্যস্ত। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ঝাঝাঙ্গি বাজার থেকে ডানহাতে বসতির মধ্যে দিয়ে বেহাল রাস্তাটি গিয়েছে। চড়াই উতরাই রাস্তা পেরিয়ে এক কিলোমিটার ভেতরে নদীর উপর ঝাঝাঙ্গি সেতু। সেতুর ওপারে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা। জল্পেশ, জটিলেশ্বর হয়ে ময়নাগুড়ি যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। এই ঝাঝাঙ্গি সেতু সংলগ্ন রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছে। এদিকে, বাড়ছে বিপদও। ওই পথে লক্ষ্মীপুজোর দিন রাতে রাজ মণ্ডল ও তাঁর প্রতিবেশী দশম শ্রেণির পড়ুয়া শুভদীপ ব্যাধ মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। রাজ ঝাঝাঙ্গির একটি গ্যারাজে কাজ করেন। রাস্তার ভাঙা অংশে তাঁরা পড়ে যান। দুজনের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সেতু লাগোয়া একটি বাড়ির বাসিন্দা প্রফুল্ল বিশ্বাস সকলকে ডেকে নিয়ে এসে মোটা দড়ি দিয়ে টেনে দুজনকে তুলতে সাহায্য করেন। শুভদীপ তেমন আঘাত না পেলেও রাজ গুরুতর জখম হন। রাতেই রাজকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বর্তমানে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হলেও এখনও তিনি শয্যাশায়ী। মুখের কাছে তিনটি সেলাই পড়েছে তাঁর।

রাজ বলেন, 'অল্পের জন্য সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' আরেক বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন রায়েরও দাবি, সন্ধের পর গোটা রাস্তা অন্ধকারে ছেয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আরও দুর্ঘটনা ঘটবে। অন্যদিকে, এনিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপির উত্তর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক গোপাল সরকার। তাঁর অভিযোগ, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির জরুরিভিত্তিতে সেতু মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেই। পায়ে হেঁটে যাতায়াতের জন্য আমরা তক্তা পেতে দিয়েছি। সন্ধের পর অন্ধকারে এলাকার দুই বাসিন্দা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।' তবে খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বাবলু রায় জানান, শীঘ্রই ওই রাস্তা ঠিক করার বন্দোবস্ত করা হবে।

সেতু সংলগ্ন রাস্তা ভেঙে পড়ল চূড়াভাণ্ডারের ঝাঝাঙ্গিতে। -সংবাদচিত্র

বাড়ছে দুর্ভোগ

- উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে ময়নাগুড়িতে ফুলেফেঁপে উঠেছিল ঝাঝাঙ্গি নদী
- পরের দিনই ঝাঝাঙ্গির পাকা সেতু সংলগ্ন রাস্তা ভেঙে পড়ে
- ওই পথে সন্ধের পর আলোও নেই
- লক্ষ্মীপুজোর দিন এলাকার দুই মোটর সাইকেল আরোহী গর্তে পড়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন

নদী পেরিয়ে ত্রাণ আসছে বাইরে থেকে

সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ অক্টোবর : বামনডাঙ্গা চা বাগানজুড়ে এখন শুধুই ৫ অক্টোবরের অভিশপ্ত ভোরে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা। এখনও পর্যন্ত জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া ১০ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ আরও এক শিশু। সেখানকার মডেল ভিলেজ কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। এমন নিকষ অন্ধকারের বুক চিরেও বামনডাঙ্গা এখন ত্রাণের আলোয় উজ্জ্বল। শাসক ও বিরোধী দল থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের তথাকথিত 'ভেদাভেদ' মানবতার কাছে যেন এক নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, 'সত্যিই অভিভূত হওয়ার মতো ঘটনা।'

দুর্যোগের দিন বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তার ওপর গাঠিয়া নদীর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙে যায়। কিছুটা দূরে আরও একটি কালভার্ট জলের তোড়ে ভেসে যায়। বর্তমানে অ্যাপ্রোচ রোড দিয়ে হেঁটে চলাচলের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু তা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত হয়নি। অগত্যা ত্রাণ নিয়ে ট্র্যাক্টরে করে নদী ডিঙোনো ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। কষ্ট হলেও মানুষ সেখানে পৌঁছাচ্ছে। এমন দৃশ্যও দেখা গিয়েছে, কেউ হয়তো নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কয়েক প্যাকেট মুড়ি এনেছেন দুর্গতদের দিতে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় হরেক কিসিমের সামগ্রী নিয়ে দলে দলে মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা তো আসছেনই। বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা টন্ডুবস্তির রাজুবালা ওরাওঁ সব হারিয়ে এখন নিঃস্ব। মঙ্গলবার সেখানকার সরকারি ত্রাণশিবিরে বসে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এমন স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁর কথায়, 'পৃথিবী যে এখনও ভালোমানুষের দখলে সেই বিশ্বাস হারিয়ে যেতে বসেছিল। এই দুর্যোগ আমার ভুল ভেঙে দিল।'

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর ৫ তারিখ সকাল থেকে বামনডাঙ্গায় মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন। কাঁধে গামছা ঝুলিয়ে ও হাওয়াই চটি পরে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে তিনি অক্লান্তভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জয় বলেন, 'মানুষকে আমার প্রণাম। এর বেশি কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

শুধু বামনডাঙ্গা নয়। দুর্যোগে পীড়িতদের ত্রাণ বিলি জেলার অন্য জায়গাতেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মঙ্গলবার ওই বাগানের পাশাপাশি বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ত্রাণ বিলি করেন। চাল, ডাল, তেল ও আলু সহ বিভিন্ন সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেন।

এদিন মহিলা সংগঠন বাতাবাড়ি সৃষ্টি শ্রীমতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে বিপর্যস্ত বামনডাঙ্গা ও টন্ডু এলাকায় খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সিপিএমের তরফে আমগুড়ির ঢেরারবাড়িতে এদিন থেকে 'আমাদের রান্নাঘর' নামে দুর্গতদের খাওয়ানোর সাতদিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সেবাদলের তত্ত্বাবধানে ময়নাগুড়ির চারেরবাড়িতে চিকিৎসা শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের তরফে দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করা হয়। জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীও ত্রাণকার্যে নেমেছে। এদিন সংস্থার সদস্যরা গধেয়ারকুঠি ও বগড়িবাড়ি অঞ্চলে ত্রাণ বিলি করেন। আগামীদিনেও তাঁরা এধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে চান বলে সম্পাদক মৌসুমি কুণ্ডু জানিয়েছেন।

ত্রাণ নিয়ে ফিরছেন টন্ডুবস্তির দুর্গতরা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

প্রতারণার শিকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : লোন নিতে গিয়ে প্রতারিত হলেন রানিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রসাদ সরকার। লোন পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রসাদের কাছে ২ ধাপে মোট ৫৭৫১ টাকা চাওয়া হয়। মঙ্গলবার তিনি জলপাইগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, '১২ অক্টোবর আমার কাছে লোন নেওয়ার জন্য ফোন আসে। লোভে পড়ে আমি রাজিও হয়ে যাই। লোনের জন্য আমার কাছে বিভিন্ন নথি চাওয়া হলে আমি সেই নথি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই। লোন পাওয়ার জন্য আমাকে প্রথমে ৪৫০০ টাকা এবং পরবর্তীতে ১২৫১ টাকা দিতে বলা হলে আমি সেটাও পাঠাই।' তিনি যোগ করেন, '২ বার টাকা দেওয়ার পরও আমি লোন পাইনি। বরং আমার কাছে ধাপে ধাপে টাকা চাওয়া হয়। আমি বুঝতে পারি লোভে পড়ে আমি প্রতারকের ফাঁদে পড়েছি। তাই এদিন সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানাই।'

স্মারকলিপি

মেটেলি, ১৪ অক্টোবর : ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে নাগেশ্বরী চা বাগানে শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় মহিলা শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা ও তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার নাগেশ্বরী চা বাগানের কয়েকজন মহিলা শ্রমিক মেটেলি থানায় গিয়ে আইসি-কে স্মারকলিপি জমা দেন।

সংগঠন থেকে সরলেন রাজেশ

ওদলাবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : রাজনীতির কথা উঠতেই সদ্য গঠিত ডুয়ার্স গোর্খা সংঘর্ষ মোর্চার কর্মসূচি থেকে তৃণমূলের বাগ্রাকোট অঞ্চল কমিটির সভাপতি রাজেশ ছেত্রী নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। রবিবার ওদলাবাড়ি ডিপোপাড়ার গোর্খা ভবনে ডুয়ার্স গোর্খা সংঘর্ষ মোর্চার একটি সভায় সংগঠনের ৭০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত হয়। কমিটির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাজেশ ছেত্রী মনোনীত হয়েছিলেন। রাজেশ বলেন, 'গোর্খা জনজাতির বিভিন্ন দাবি পূরণ সহ সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সংগঠনটির কাজকর্ম পরিচালিত হবে বলে আমাকে জানানো হয়েছিল। সেজন্য রবিবারের সভায় একজন গোর্খা সন্তান হিসেবে গিয়েছিলাম। পরে জানতে পারি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ডুয়ার্সের অন্তত দুটি সংরক্ষিত আসনে গোর্খা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবি আলোচনায় উঠে এসেছে।' তাঁর সংযোজন, 'একজন গোর্খা সন্তান হিসেবে আমাদের সম্প্রদায়ের যে কোনও ইতিবাচক কর্মসূচি বা দাবিতে সহমত পোষণ করলেও সংগঠনের একশ্রেণির কর্তাব্যক্তির রাজনৈতিক দাবিতে দ্বিমত পোষণ করছি।'

> সংগঠনের একশ্রেণির কর্তাব্যক্তির রাজনৈতিক দাবিতে দ্বিমত পোষণ করছি।
>
> **রাজেশ ছেত্রী**

রাজেশের মতে, সংগঠনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, প্রতিনিধিরা থাকলেও রাজনৈতিকভাবে প্রত্যেকের নিজ নিজ দলের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে তৃণমূলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে দাবিপত্র

ওদলাবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজ সেতুর ওপর যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র তুলে দিল ডুয়ার্স ট্রাক অ্যান্ড টিপার ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ওদলাবাড়ি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় গজলডোবার দিকে যাওয়ার সময় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাঁর হাতে দাবিপত্রটি তুলে দেন। প্রশাসনের তরফ থেকে এই সেতুর ভারবহন ক্ষমতা ২৫ টন নির্দিষ্ট করা হয়। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় কি না খতিয়ে দেখা হবে। কিন্তু তা করা হয়নি। ফলে ১০ এবং ১২ চাকার ডাম্পারগুলি সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারছে না।

ছোট্ট তারা

মন্দিরা রায় মাটিয়ালি ব্লকের খরিয়ার বন্দর নন্দেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আবৃত্তি ও আঁকায় পারদর্শী।

পাট্টা দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : 'পাট্টা চাই, পাট্টা না দিলে ভোট নাই'- এই দাবিতে মঙ্গলবার স্লোগান তুললেন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুকান্তনগর এলাকার ১৭/১৭২ নম্বর বুথের এলাকাবাসীর একাংশ। এছাড়াও তাঁরা এদিন এলাকায় স্থানীয় গীতা বর্মন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের কত মানুষকে পাট্টা প্রদান করেছেন, তাই আমাদের অনুরোধ, পাট্টা দিয়ে আমাদের জমি সুনিশ্চিত করা হোক।'

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ জানান, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে' পাট্টা নিয়েও কথা উঠেছিল। নদীর জায়গায় পাট্টা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্মশানঘাট বাঁচানোর দাবি

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৪ অক্টোবর : কয়েক বছর আগে মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে মূর্তি নদীর ধারে শ্মশানঘাট নির্মিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মূর্তি নদীর ভাঙনের জেরে ওই শ্মশানঘাট নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সে কারণে মাটিয়ালি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার বাসিন্দারা মূর্তির ভাঙন রোধে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান বলেন, 'এলাকাবাসীর সুবিধার্থে শ্মশানঘাটটি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে তৈরি করা হয়। ওই এলাকায় মূর্তি নদীর ভাঙন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেচ বিভাগকে বলা হয়েছে। সেচ বিভাগের কর্মীরা এসে এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। আশা করছি শীঘ্রই তাঁরা এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই মূর্তি নদীর জল বেড়ে যায়। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছর নদী সংলগ্ন এলাকায় ভাঙন দেখা দেয়। বর্তমানে মূর্তির ভাঙন শ্মশানঘাটের গা ঘেঁষে চলে এসেছে। ঘাট লাগোয়া নীচের অংশ ইতিমধ্যে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে প্রায় ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা খরচ করে ওই শ্মশানঘাট তৈরি হয়। তবে ঘাট সংলগ্ন এলাকায় নদীভাঙন রোধে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। এর জেরে মূর্তির ক্রমাগত ভাঙনে ওই শ্মশানঘাট নদীগর্ভে যাওয়ার পথে। শ্মশানঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাহকার্যে সমস্যায় পড়তে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা জগবন্ধু রায়ের কথায়, 'আমাদের দাবির ভিত্তিতে দক্ষিণ ধূপঝোরা ভগৎপাড়া সংলগ্ন মূর্তি নদীর ধারে ওই শ্মশানঘাট তৈরি হয়েছিল। দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পুরো শ্মশানঘাট নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'

মূর্তি নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্মশানঘাট। -সংবাদচিত্র

সম্প্রীতির পুজোয় উজ্জ্বল রাজগঞ্জ

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : যে বাড়িতে রীতিমতো পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া হয়, সেই বাড়িতেই আবার উচ্চারিত হয় কালীপুজোর মন্ত্র! কার্তিক মাসের অমাবস্যায়, দীপাবলির রাতে রাজগঞ্জের আমিন হোসেনদের বাড়ি হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জলজ্যান্ত উদাহরণ।

আমিনদের পারিবারিক এই কালীপুজো শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে। আমিনের ঠাকুরদা বিহারু মহম্মদ এই পুজো শুরু করেছিলেন। তিনি তো নিজের হাতেই পুজো করতেন। তবে আমিনরা অবশ্য এখন আর নিজেরা পুজো করেন না। মন্ত্রোচ্চারণ করেন পুরোহিত। আর পুজোর জোগাড়যন্ত্র করেন তাঁরাই। আর দিনকয়েক পরেই কালীপুজো। আপাতত তার জোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত আমিনের পরিবার। এই পুজোর শুরুয়াত নিয়ে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। জানালেন, তাঁদের মতো ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে কালীপুজোর প্রচলনের পিছনে নাকি দৈব কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে। কী সেই কাহিনী? আমিন তাঁর বাবার মুখ থেকে শুনেছেন সেই গল্প। বিহারু নাকি একসময় প্রায় ২০টি মামলায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। সেইসব মামলার কাজেই একদিন তিনি গোরুর গাড়িতে চেপে জলপাইগুড়িতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জটিয়াকালী মোড়ে দেখেন কালিকারূপী দুটি মূর্তি। এরপর ওই দুজন কোথায় গেলেন এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। তবে শেষপর্যন্ত যে মামলার কাজে যাচ্ছিলেন, সেই মামলায় জয় পান বিহারু। তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মে যায়, কালীর কৃপাতেই সেই জয়। রাতে আবার কালীপুজো করতে স্বপ্নাদেশও পান। তারপর থেকেই শুরু এই পুজো। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে বিহারু জোড়া কালী প্রতিমার পুজো করেন এবং জোড়া ছাগবলি দেন।

তারপরেও আমিনদের পরিবারের সদস্যরা নাকি বিভিন্ন মামলায় জয় পেয়েছেন এই কালীর কৃপাতেই। এমন বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেঁথে রয়েছে তাঁদের মনে। প্রাচীন রীতি মেনে আজও জোড়া কালী প্রতিমায় পুজো দেওয়া হয়। জোড়া ছাগবলি দেওয়া হয়।

আমিন বলছিলেন, 'বর্তমানে আমি পুজোর সমস্ত ব্যয় বহন করি। পুজোর দিন নিয়মরীতি মেনে, উপোস থেকে পুজোর আয়োজন করি।'

আমিনরা যেখানে থাকেন, সেই এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত। তা সত্ত্বেও আশপাশের সকলেই এই পুজোর আয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তাফা আহমেদ বলেন, 'বাংলায় আমরা সমস্ত সম্প্রদায় ভাই-ভাই। এই পুজো তার প্রমাণ দেয়।' পাগলারহাটের তরুণ সুব্রত রায়ের মুখেও শোনা গেল সেই সম্প্রীতির কথাই। বললেন, 'এমন ঘটনা গোটা রাজ্যে বিরল।'

এদিকে, লক্ষ্মীপুজোর পর স্থানীয় বিহারুরহাটে বড় মেলার আয়োজন করা হয়। ছোট-বড় মিলিয়ে শ-দুয়েক দোকান বসে। সেখানেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশ নেন।

বিহারুহাটের জোড়া কালীমূর্তি। -সংবাদচিত্র

'মহাকুম্ভ মহাতীর্থ' বৈরাতিগুড়িতে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বছরের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যাঁদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁদের জন্য এবারের দীপাবলিতে আরেকটা সুযোগ অপেক্ষা করে থাকবে ধূপগুড়ির বৈরাতিগুড়ি সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটির পুজো পরিসরে। বরাবর থিমনির্ভর পুজো করে পরিচিত এই পুজো কমিটির ৭১তম বর্ষে থিম মহাতীর্থ মহাকুম্ভ। রাতদিন এক করে আপাতত চলছে তারই তোড়জোড়।

সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে থিম এবং মডেলে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভমেলার রূপ। গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংগমস্থল ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে তাঁবু, সন্ন্যাসীদের আখড়া, নাগা সন্ন্যাসীদের ভিড়, বেইলি ব্রিজ, নৌকাবিহার, নাগবাসুকি মন্দির, আকবরের কেল্লা দিয়ে পরিসর যেমন সেজে উঠছে, তেমনই থিমকে জীবন্ত করতে গঙ্গা ও যমুনার ওপর হুবহু দুটি প্রকাণ্ড সেতু তৈরি হচ্ছে এই পুজোয়। অতীতের মতো এবারও থিম ভাবনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্য-সদস্যারাই। থিম পরিকল্পনা করেছেন সদস্য সুমন অধিকারী এবং দীপঙ্কর ঘোষ। দীর্ঘদিন এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত সুমন বলেন, 'আমরা মহাকুম্ভের আমেজকে জীবন্ত করতে চাইছি। যাঁরা কুম্ভমেলা দেখে এসেছেন তাঁদের স্মৃতিরোমন্থন হবে আমাদের পুজোমণ্ডপে।'

মূলত বাঁশ, কাঠ, প্লাইউড, চট, ফাইবার দিয়েই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। থিমনির্ভর এই পুজোর আরেক আকর্ষণ মাটির মডেল। সব মিলে প্রায় একশো ছোট-বড় মডেল দিয়ে সাজানো হবে মহাকুম্ভের থিম। মডেল গড়ছেন সিতাইয়ের মৃৎশিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মন। এছাড়া কুম্ভ থিমের ওপর মডেল গড়ছেন রাউতগঞ্জের শিল্পী ধনেশ্বর বর্মন। থিমের অঙ্গ হিসেবে উগ্রমূর্তি কালী মন্দির তৈরি হচ্ছে। থিম নির্মাণে দুটি ব্রিজ এবং বেইলি ব্রিজ তৈরিকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন আয়োজকরা। ১৯ অক্টোবর থেকে দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে 'মহাকুম্ভ মহাতীর্থ' থিম।

৭১তম বৈরাতিগুড়ি সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপ বক্সীর কথায়, 'পুজোর থিমে বৈরাতিগুড়ি প্রতিবারই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। দর্শনার্থীরা মহাকুম্ভের আমেজ এবং স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।'

বৈরাতিগুড়ি সর্বজনীন শ্যামাপুজোর থিম 'মহাতীর্থ মহাকুম্ভ'।

> পুজোর থিমে বৈরাতিগুড়ি প্রতিবারই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। দর্শনার্থীরা মহাকুম্ভের আমেজ এবং স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।
>
> **দীপ বক্সী** *যুগ্ম সম্পাদক, শ্যামাপুজো কমিটি*

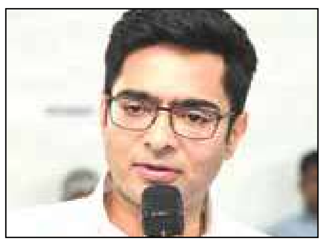

অর্থসাহায্য

উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত এলাকার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটিকে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ বৈঠক

দীপাবলিতে শব্দ দূষণ রোধ থেকে শুরু করে শহরের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে জোর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বুধবার সমস্ত ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিপি মনোজ ভার্মা।

বোমাবাজি

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে তৃণমূলের বৈঠকের মধ্যেই বোমাবাজি করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়েই পৌঁছোয় ভাঙড় থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ধর্ষণে ধৃত

দক্ষিণ কলকাতার গার্ডেনরিচে ধর্ষণের শিকার হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল এক নাবালিকা। এই ঘটনায় এক তরুণের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

গণধর্ষণে সিবিআই দাবি

গ্রেপ্তার সহপাঠীও, ঘটনার পুনর্নির্মাণ

দক্ষিণবঙ্গ ব্যুরো

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চান নির্যাতিতার বাবা। রাজ্যের তদন্তে সন্তুষ্ট হলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হস্তক্ষেপ করলে কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলেই মঙ্গলবার জানিয়েছেন তিনি। টানা ৩ দিন ধরে দফায় দফায় জেরার পর এদিন বিকালের পর গ্রেপ্তার করা হয় নির্যাতিতার সহপাঠীকে। সকালে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পুলিশের একটি দল ৫ জন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। ধৃত শেখ রিয়াজুদ্দিন ও শেখ নাসিরুদ্দিনকে তাদের গ্রাম বিজড়ায় নিয়ে গিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় ঘটনার দিন পরে থাকা অভিযুক্তদের পোশাকও। ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য সেগুলি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। এরই মধ্যে এই ঘটনার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চের নির্দেশ, ওই কলেজ চত্বরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। কলেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট।

এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন নির্যাতিতা। প্রকাশ্যে এসেছে চিকিৎসকের কাছে দেওয়া তাঁর গোপন জবানবন্দিও। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ঘটনার সময় ভয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত তিন অভিযুক্ত তাঁকে টেনে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। পিছন থেকে ফোন কেড়ে নেয়। হুমকি দেয়, চিৎকার করলে আরও লোক ডাকবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ৫ অভিযুক্তের মধ্যে একজন ওই কলেজের প্রাক্তন নিরাপত্তারক্ষী ও আর একজন ওই হাসপাতালেই কর্মরত। এদিন দুর্গাপুরে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন বালেশ্বরের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী সহ বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। দীর্ঘ টালবাহানার পর সাংসদ সহ ১০ জন প্রতিনিধিকে হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়। বালেশ্বরের জেলা বিজেপি মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর শ্রীনিবাস প্রধান বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বলেন, মেয়েদের রাতে বেরোনো অনুচিত? নির্লজ্জ, নির্মম না হলে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। ওঁর ভোটব্যাংক নষ্ট হয়ে যাবে বলেই নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।' এদিন আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত শেখ সফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিংয়ের সাহায্যে। দুর্গাপুর কাণ্ডে ধর্না চালিয়ে যেতে পুলিশি বাধার অভিযোগ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপিও। বিচারপতির নির্দেশ, তথ্য বিবেচনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে দুর্গাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ। এদিন উদ্ধার করা হয়েছে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন। প্রত্যেক অভিযুক্তের ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনায় বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'নারী নির্যাতনের কোনও সমাধান হয় নাকি! যুগ যুগ ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে।' সাংসদ সৌগত রায়ের পর চিরঞ্জিতের এই মন্তব্য নিয়ে ফের অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল শিবিরে। এদিন ধৃতদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, নির্যাতিতার বয়ানে যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে অনুমান, ধর্ষণ একজনই করেছে। বাকিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফরেন্সিক, মেডিকোলজিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট ও টেকনোলজিক্যাল এভিডেন্স পেলে তবেই জানা যাবে ধর্ষক কতজন। ওড়িশার যে কোনও মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর হওয়ার জন্য ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির কাছে ইতিমধ্যেই সাহায্য চেয়েছেন নির্যাতিতা। আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন বলেই জানিয়েছে ওড়িশা সরকার।

পালটা প্রচারে পথে তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবির রিপোর্টে গত চার বছর ধরে কলকাতাকে সবচেয়ে নিরাপদ শহর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের প্রায় ১৫ বছরের শাসনকালে পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি, হাঁসখালি থেকে আরজি কর এবং সবশেষে দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলকে যথেষ্ট চাপে ফেলেছে। এনসিআরবির রিপোর্ট যাই বলুক না কেন, এই রাজ্য যে মহিলাদের জন্য একেবারেই সুরক্ষিত নয়, তা বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের ঢাল করছে বিজেপি। এরই মধ্যে রাতে মেয়েদের হস্টেল থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিজেপি পালটা প্রচার শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের নামার নির্দেশ দিয়েছে দলের শীর্ষনেতৃত্ব।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও কঠোর হওয়ার দরকার আছে। আমরাও চাই দোষীদের শাস্তি হোক। কিন্তু হাথরাস বা উন্নাওয়ের ঘটনা যে অস্বীকার করা যায় না, তা কি বিজেপি নেতারা বলতে পারবেন?' যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডের পরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে পদে রেখে দিয়েছিলেন। তাই প্রমাণ লোপাটের সুযোগ ছিল। এক্ষেত্রেও নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং মেয়েরা কেন রাতে বেরোবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাহলেই বোঝা যায়, রাজ্যের মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাজ্য সরকার।'

বিজেপি যখন এই ইস্যুতে পথে নামছে, তখন পালটা প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। আরজি কর কাণ্ডে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও সিবিআই যে পুলিশের তদন্তকেই মান্যতা দিয়েছে, তা প্রমাণ হয়েছে। এই প্রচারের পাশাপাশি দুর্গাপুরের ঘটনাতেও মূল ৫ অভিযুক্তকেই ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করে দিয়েছে, এই রাজ্যে অপরাধ করে কেউ ছাড় পাবে না।

অথচ হাথরাসে অভিযুক্তের ওপরই নির্যাতন চালানো হয়েছিল। সেখানে বিজেপিশাসিত সরকার মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে আড়াল করে রেখেছিল। ফলে এই রাজ্যে যে আইনের শাসন রয়েছে, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই ইস্যুতেই ব্লকে ব্লকে পালটা প্রচার শুরু করে বিজেপিকে কোণঠাসা করার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল।

কালী নামে দাও রে বেড়া... মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

খগেন কাণ্ডে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের সময় জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যাবিধ্বস্ত স্থান পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এই ঘটনায় মঙ্গলবার রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের অবকাশকালীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এই ঘটনায় রাজ্যকে কেস ডায়ারি ও রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ২৭ অক্টোবর জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে নির্ধারিত মামলাটির শুনানি হবে। সাংসদকে আক্রমণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়। এদিন বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই ঘটনায় দুটি মামলা একত্রিত করে প্রধান বিচারপতির কাছে বেঞ্চ নির্ধারণের জন্য পাঠানো হবে।

বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের একক বেঞ্চে আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী অভিযোগ করেন, দুই জনপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করা হয়েছে। ৬ অক্টোবর এই ঘটনা ঘটেছে। ওই এলাকায় তারা গেলে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে। অথচ এত বড় ঘটনায় লঘু ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করা হয়নি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, 'রাজ্য তদন্ত করছে। রাজ্য প্রয়োজন মনে করলে এআইএ-কে যুক্ত করবে কি না, তা আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হবে।' তারপরই একক বেঞ্চ এই ঘটনায় বিস্তারিত রিপোর্ট ও কেস ডায়ারি জমা দিতে বলে।

পাশাপাশি জনস্বার্থ মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের আইনজীবী রবিশংকর চট্টোপাধ্যায় জানান, ত্রাণ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী অনুমতি দিক আদালত। সাংসদ এখনও গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। যদিও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এজি। তারপর প্রধান বিচারপতির কাছে মামলা দুটি একত্রিত করে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

স্বজনহারাদের পাশে সুজিত, ইউসুফ

৭ পরিযায়ীর দেহ ফিরল বাড়িতে

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৪ অক্টোবর : মঙ্গলবার কফিনবন্দি সাত পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরল বাড়িতে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকতে মুর্শিদাবাদে যান রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। সঙ্গে ছিলেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ ইউসুফ পাঠানও। স্বজনহারাদের কান্নায় এদিন বহরমপুরের খিদিরপুর সহ নাগরাজল এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

গত মঙ্গলবার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জখম হন ওই সাত পরিযায়ী। দেহের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পুড়ে যায় সকলের। তাদের সকলকে বেঙ্গালুরুর ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই একে একে মৃত্যু হয় সকলের। মৃতদের নাম জাহিদ আলি (৩৫), সাফিজুল শেখ (৩৬), মিনারুল শেখ (৩৬), জিয়াবুর শেখ (৩৫), তাজিবুর শেখ (৩০) হাসান মল্লিক (৪৪) ও নুরজামাল শেখ (২২)। যে ঠিকাদার সংস্থার অধীনে ওই শ্রমিকরা কাজ করছিলেন, তারা পরিবার পিছু ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। সেইসঙ্গে মরদেহ এবং সঙ্গীদের ফেরার টিকিটের ব্যবস্থাও করেছে।

এদিন বাড়িতে আসার পর ছেলের কফিনবন্দি দেহের আবরণ খুলে কান্নায় ভেঙে পড়ে সাফিজুলের মা কোহিনুর বিবি। ছেলে হারিয়ে কার্যত একইভাবে বিলাপ করতে দেখা যায় জিয়াবুরের মা রাহেলা বিবিকেও।

এরই মাঝে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বহরমপুরের সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছোন। তারপর সেখান থেকে সরাসরি চলে যান ওই মৃত শ্রমিকদের পরিবারের কাছে। মন্ত্রীর সঙ্গে হাজির ছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানও। মন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'এই চরম বেদনাদায়ক ঘটনা জানার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিহত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে। পরিবারগুলোর পাশে আমরা আছি।' এই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এটা বিপর্যয় নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ লুকিয়ে? এফআইআর হয়েছে, তদন্ত হোক। তারপরেই বলা যাবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মানবিক মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের প্রথম দিনের পরেই তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারও সেখানে গিয়েছেন। মিরিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের খোঁজ নিয়েছেন। পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

কংগ্রেস কমিটিতে নেই সংখ্যালঘু মুখ

দলে ক্ষোভ, প্রশ্নে প্রদেশ সভাপতি

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : রাজ্যে কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি যে অংশে রয়েছে সেটি মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ। এই তিনটি জেলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হিসেবে পরিচিত। অথচ কংগ্রেসের সদ্য গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ক্ষোভ বেড়েছে দলের সংখ্যালঘু নেতাদের একাংশের মধ্যে। দলের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি, প্রদেশ নির্বাচন কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি কম রয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে যদি সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো যেত, তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল কিছুটা হলেও আশার আলো দেখতে পেত। দলের অন্দরে এভাবে ক্ষোভ তৈরি হওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে।

বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল রাজ্য স্তরে একাধিক কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি, প্রদেশ নির্বাচন কমিটি, কার্যনির্বাহী কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছিল। সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সম্পাদক, জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম থাকায় দলের অন্দরে চর্চা, এই তিনটি কমিটিতে শুভঙ্কর ও প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ঘনিষ্ঠরা রয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে অধীরের আমলে যাঁরা কোণঠাসা ছিলেন তাঁদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। অথচ তার পরেও সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য। তাঁদের একাংশের মত, রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটিতে মাত্র ১২.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৮ জনের মধ্যে ৬ জন, প্রদেশ নির্বাচন কমিটিতে ৬৭ জনের মধ্যে ৬ জন, কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৭২ জনের মধ্যে ৬ জন সংখ্যালঘুকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ২ জন, সহ-সভাপতি পদে ৫ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৮ জন, সম্পাদক হিসেবে ১৫ জন অর্থাৎ ১২ শতাংশ, জেলা সভাপতি ৪ জনকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক সংখ্যালঘু নেতার কথায়, 'সংখ্যালঘুরা এলাকায় কংগ্রেসের কিছুটা হলেও পায়ের তলায় মাটি রয়েছে। কিন্তু সেখানে সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন কমিটিতে ব্রাত্য রয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা দলের পক্ষে খারাপ হবে।'

২২ সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে কমিশন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইডি, বিএসএফ, শুল্ক, আয়কর দপ্তর সহ ২২টি সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। প্রতি বছরই নির্বাচনের আগে এই সংস্থাগুলির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক হয়। মূলত নির্বাচনের সময় মাদক, অর্থ পাচার ও বেআইনি লেনদেন বন্ধ করতেই এই সংস্থাগুলিকে সংক্রিয় করা হয়। ওই বৈঠকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স বা এসটিএফ-কেও ডাকা হয়েছে। আগামী বছর এপ্রিলেই বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। কারণ, ২০২১ সালের ২ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে তৃতীয়বার শপথ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে ওই সময়ের মধ্যে নতুন সরকার গঠন করতে হবে।

ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলার

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই থাকা জাল চিঠি দিয়ে প্রচার ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠল ঘাটাল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলার বিভাসচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সমাজমাধ্যমে ওই চিঠি প্রকাশ করে ভুয়ো বার্তা দিচ্ছিলেন বিভাস। একাধিক ব্যক্তির কাছে এই চিঠি দেখিয়ে টাকা চেয়েছেন বলেও অভিযোগ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। তারপরই গ্রেপ্তার হন বিভাস। বুধবার তাঁকে ঘাটাল আদালতে হাজির করানো হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা আতিয়ার রহমান - কে 26.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40D 60123 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে আমি শিখেছি যে অলৌকিক ঘটনা বারবার ঘটে না কিন্তু ডিয়ার লটারি আমাকে একটি উপহারের মাধ্যমে এর সম্মুখীন করেছে। এক কোটি টাকার এই জয় কেবল আনন্দ নয় আমার পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা এনে দিয়েছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই, সবার জীবনে যা ভালো কিছু ঘটে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৪

অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান

সিনেমা সংক্রান্ত চলচ্চিত্র এবং লেখা জমা দিন

যোগ্যতা

✤ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র
সিবিএফসি কর্তৃক প্রত্যয়িত ইংরেজি উপশীর্ষক সহ জমা দিতে হবে

✤ সিনেমা সংক্রান্ত প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ/ পর্যালোচনা

০১.০১.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৪ পর্যন্ত
(উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)

জিজ্ঞাসার জন্য ফোন করুন - ০১১-২৬৪৯৯৩৭০/৮৬ -তে
(সকাল ০৯:৩০ টা - বিকেল ০৫:০০ টা)

নিয়মাবলি এবং অনলাইনে ৩১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত
(বিকেল ০৫:০০ টার মধ্যে) জমা দেওয়ার জন্য
www.mbi.gov.in -এ পরিদর্শন করুন।

সমস্ত নথি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান :

ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস সেল
তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক
ভারত সরকার
সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স
অগাস্ট ক্রান্তি মার্গ
নিউ দিল্লি-১১০০৪৯

ইমেল : nfa.mib.gov.in | 72nfa2024@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.mib.gov.in

CBC 22201/11/0016/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৫ সংখ্যা, বুধবার, ২৮ আশ্বিন ১৪৩২

শ্মশানের শান্তি

মধ্যপ্রাচ্যে নাকি নতুন ভোর। শান্তি ফিরেছে গাজায়। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতে ইতি। এর কৃতিত্বের দাবিদার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কত হইচই। পারলে এখনই তাঁকে নোবেল দেওয়ার উমেদারি বিভিন্ন স্তাবক দেশের। এই শোরগোলের মধ্যে পিছনে পড়ে যায় মূল প্রশ্নটি- কীসের শান্তি? সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই যুদ্ধে ৬৮১৭২ জনের লাশ পড়েছে গাজায়। এই হিসেব শুধু হাসপাতালে বা নথিভুক্ত মৃত্যুর। এর বাইরে অগুনতি প্রাণ পড়ে আছে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে।

নিহতের তালিকায় প্রতি ১০০ জনে শিশুর সংখ্যা ৩০। কম করে ২০ হাজার শিশুর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ। মহিলা মৃত্যুর হার অন্তত প্রতি ১০০-তে ১৬। আড়াই হাজারের বেশি শিশু হারিয়েছে বাবা-মা, পরিবারের অভিভাবকদের। লাশের সেই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কোন শান্তির গান গাওয়া হচ্ছে? নিঃসন্দেহে, যুদ্ধ বন্ধ হওয়া এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো খবর। অন্তত নরমেধ যজ্ঞ থেমেছে।

প্রায় দু'হাজারের মতো প্যালেস্তিনীয় পণবন্দিকে ইজরায়েল মুক্ত করেছে। গাজার আকাশে-বাতাসে স্বজন হারানোর হাহাকারের পরিপ্রেক্ষিতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে এই মুক্তির খবর। নারকীয় এই পরিস্থিতির জন্য হামাসের অপরাধ অন্যতম কারণ। নীতিহীন উগ্রপন্থার যে পথ হামাস আঁকড়ে রয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। একইভাবে ইজরায়েলের উগ্র জাত্যাভিমানের সমালোচনায় কোনও শব্দই যেন যথেষ্ট নয়। দুই শক্তির লড়াইয়ের অকল্পনীয় খেসারত দেওয়ার পর শান্তি শব্দটাই পানসে লাগে।

শুধু কী মৃত্যু? গাজা তো এখন মৃত্যুপুরী। শ্মশানের নিস্তব্ধতা। লাগাতার বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণে গুঁড়িয়ে গিয়েছে প্যালেস্তিনীয়দের দেশটা। কোথাও বসতি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন, কোথাও বাড়িঘরের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। কোনওটিই আর বসবাসের উপযুক্ত নয়। ইজরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে নিলেও প্যালেস্তিনীয়রা থাকবেন কোথায়? আকাশের নীচে এই আশ্রয় নেওয়াকে কি শান্তি বলা যায়? গাজার ঘুরে দাঁড়ানোর পথে হিমালয়ান সমান বাধা। সেই প্রতিবন্ধকতা সমূলে সরানো কার্যত অসম্ভব।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই দেশটায়। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিজের দেশে কোণঠাসা হয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে সুযোগ পেয়েছিলেন হামাসের অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপে। প্রায় দুই বছর টানা আক্রমণে গাজার প্রায় সব হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপে ঠাঁই পেয়েছে। যে সামান্য কয়েকটা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চিকিৎসকের অভাব, পর্যাপ্ত ওষুধ, চিকিৎসা উপকরণ নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা থাকলে কোন শান্তি আশা করা যায় গাজায়?

বাস্তবিক অর্থে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রা হয়ে গিয়েছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ইজরায়েলি জেদের বলি হয়েছেন। পরিস্থিতি যা, তাতে নবীন প্রজন্মের পড়াশোনার ভবিষ্যৎ এখন সেখানে পুরোপুরি অন্ধকারে। দেশের অর্থনীতির ভিতটা একেবারে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। জীবিকা নেই। খাদ্যের আকাল। খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়ানো শিশুদের মুখগুলি দেখলে অন্তরাত্মা কেঁপে যায়।

জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। অপর্যাপ্ত ত্রাণের ওপর দাঁড়িয়ে যে দেশটা ধুঁকছে, যুদ্ধ বন্ধ করলেই কি সেখানে ভোরের আলো ফুটবে? যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করতে পারেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা তাঁর জয়গানে মুখর হতে পারেন। কিন্তু প্যালেস্তিনীয়দের জীবনে সূর্যোদয় এখনও অনেক দূর। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যুদ্ধ বন্ধের খবরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ মানবতার প্রতি চরমতম অপরাধ।

বাস্তব সত্য হল, প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছে ইজরায়েল। নিজের দেশবাসীকে রক্ষার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা হামাসের ছিল না। নিজের স্বার্থে হামাস প্যালেস্তিনীয় জনগণকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, রাষ্ট্রসংঘ বিরোধিতা করলেও গাজায় ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণে এতদিন মদত দিয়েছে আমেরিকা। শান্তির কৃতিত্ব দাবি তাই নেহাতই নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা।

অমৃতধারা

জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কায়মনোবাক্যে বীর্য ধারণ করিবে। বীর্য জীবন, বীর্যই প্রাণ,বীর্যই মানুষে যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আলোচিত

ভারতীয় দল বা নির্বাচকরা আমার ফিটনেসের কথা জানতে চাননি। আমি তো আর যেচে ফিটনেস নিয়ে বলতে যাব না। যদি আমি চারদিনের রনজি'র ম্যাচ খেলতে পারি, তাহলে ৫০ ওভারের ম্যাচ পারব না কেন? আমি কতটা ফিট, সেটা রনজিতেই সবাই দেখতে পাবেন।

-মহম্মদ সামি

ভাইরাল

স্কুটারে ৫ জনের ভ্রমণ করার ভিডিও ভাইরাল। ছত্তিশগড়ের বীজাপুরে ওই স্কুটারে পাঁচজনকে দেখা গিয়েছে। একজন সামনে বসে, পিছনে তিনজন। বসে থাকা ওই চারজনের কাঁধের ওপর শুয়ে আরেকজন। অভিযুক্তদের খোঁজ করছে পুলিশ।

আজ

১৯৩১

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৬

অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

অবতার হল বাহাদুরি কাঠ। নিজে ভাসে, তার ওপর চড়ে দশজন ভাসতে ভাসতে সাগর পেরোতে পারে। শক্তির সঙ্গে ভক্তিকে এমনভাবে কেউ মেলাতে পারেননি। ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির মিলন। নিরাকার-সাকার দ্বন্দ্বের চির অবসান।

ডাকাত কালী থেকে মা কালী হয়ে ওঠা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দৈব যদি মানতে হয়, তাহলে বলতে হয় রামকুমার এবং রানি রাসমণির যোগাযোগ। রাসমণি নৌবহর নিয়ে যাবেন কাশী। প্রত্যাদেশ হল, 'রানি। কাশী নয় কালী'। সেই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ঝামাপুকুর টোলের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ রামকুমার হলেন পূজারি।

এই যোগাযোগ না হলে কী হত! ঝামাপুকুর টোল তিন-চার বছরেও তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। যে আশায় রামকুমার কলকাতায় এসেছিলেন সে আশা পূর্ণ হল না। পরিশ্রমই সার হল, আয়ের মুখ দেখলেন না, তারপর হঠাৎ এই পরিবর্তন। জানবাজারে রামকুমারের প্রতিষ্ঠা। রামকুমারের সমাধান না এলে মাকে প্যাকিং বাক্স থেকে বের করা যেত কি? বহুমূল্য মন্দির, ষাট বিঘা জমির উপর উদ্যান, পোস্তা, রুপোর সিংহাসন, দ্বাদশ শিব মন্দির, চাঁদনি, পঞ্চবটী, সবই হয়ে যেত ব্যর্থ প্রয়াস। ব্রাহ্মণদের বিচিত্র বিধান। মা কালীকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার মাহিষ্যের নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ তোমার মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করবে না। মা কালীরও জাত আছে। মাহিষ্যরা কিন্তু ক্ষত্রিয়।

এই যোগাযোগ না হলে কালী কোনও কালেই আমাদের মা হতেন না। শ্মশান কালী, ডাকাত কালীই হয়ে থাকতেন। চারপাশে মনুষ্যরূপী ভূত-প্রেতের নৃত্য। শ্যামা কালী, দক্ষিণা কালী হয়ে আমাদের ঘরে ঘরে করুণা বিতরণ করতেন না। রহস্যময়ীর রহস্য উন্মোচন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া সকলেই ছিলেন মহাসাধক। মা কালীকে মাতৃজ্ঞানে উপাসনা করেছেন। সিদ্ধিলাভ করেছেন, বিভোর হয়েছেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলার কারণ? তাঁর নিজের সংজ্ঞা! এমনটি কারও ক্ষমতা ছিল কি? অবতার হল বাহাদুরি কাঠ। নিজে ভাসে, তার ওপর চড়ে দশজন ভাসতে ভাসতে সাগর পেরোতে পারে। শক্তির সঙ্গে ভক্তিকে এমনভাবে কেউ মেলাতে পারেননি। ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির মিলন। নিরাকার-সাকার দ্বন্দ্বের চির অবসান। সেই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বারবার শুনতে চাইতেন মা কালীর ব্যাখ্যা। টয়েনবি, ঐতিহাসিক। তিনি বললেন, ইতিপূর্বে কেউ কখনও কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা অতিক্রম করতে পারেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা থেকে প্রকাশিত হল, নবযুগ ধর্ম।

কেমন ছিল কলকাতার ঘরোয়া কালীপুজো, সে-কালের কলকাতায়? কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়িতে যাওয়া যাক। ঠিকানা সুবাবাজার বা শোভাবাজার। কালীপুজো হয়, পুজোর রাতে। ঘোর তান্ত্রিক। ভীষণ তান্ত্রিক। এঁদের আহ্নিক মানেই আকণ্ঠ সুরাপান।

শ্যামাপুজোর রাতে গুরু, পুরোহিত, কর্তা, অন্দরের গৃহিণী, সমস্ত মহিলা এমনকি দাসদাসিদেরও সুরাপান করতে হত। কড়া নিয়ম। সকাল থেকেই মদ্যপান। কালীপুজো যে।

ঢুলিরা সকাল থেকেই ঢাক পিটে পাড়া অস্থির করে তুলছে। দুপুরবেলা অন্দরমহলে গিয়ে গৃহিণীকে বলছে, 'মা, হাতে হাতে একটু তেল দিন আমরা নাইতে যাব, আর জলপান।' গৃহিণী মদে চুর। রেগে গিয়ে বলছেন, 'কি! তোরা আমার বাড়িতে তেল, জলপান চাচ্ছিস? মেঠাই খা, মোমবাতি মাখ।'

পুজোর দালানে সাত হাত লম্বা প্রতিমা। পর্বতপ্রমাণ মিষ্টান্নের স্তূপ। একের পর এক বলি হয়েই চলেছে। কান ফাটানো ঢাকের আওয়াজ। পশুদের আর্তচিৎকার। অসুরের মতো কয়েকটা লোক খাঁড়া হাতে নাচছে। পশুর রক্তে বাড়ির প্রাঙ্গণ ডুবে যেত। থইথই করত চারপাশ। নর্দমায় রক্তের স্রোত বইত। একবার কালীপুজোর রাতে কর্তার খেয়াল হল, আমি এত পশুকে বলিদান দিয়ে স্বর্গে পাঠাচ্ছি, আমার কত পুণ্য হচ্ছে, আচ্ছা স্বয়ং গুরুদেবকে যদি বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠাই, তা হলে তো আরও পুণ্য হবে। গুরুদেব মদে চুর হয়ে আছেন। তাঁকে বলামাত্রই নেচে উঠলেন, 'চলো, চলো, আর দেরি নয়। রাত থাকতে থাকতেই স্বর্গে চলে যাই। মা, আসছি গো!'

গুরুদেবকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হল। কর্তা বললেন, 'গুরুদেব গলা লাগান। জয় মা, বলে হয়ে যাক।' যাঁরা বলিদান করছিলেন, তাঁরা সবাই কর্মকার। কর্তার আদেশে সকলকেই মদ্যপান করতে হয়েছে, তবে মাত্রা কম। এত বলি দিতে হবে যে মাতাল হলেই সর্বনাশ। তাঁরা ভাব দেখাচ্ছেন, কতই না খেয়েছি? তা না হলে কর্তা আবার জোর করে গিলিয়ে দেবেন। বলিদানের দলপতির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন, 'কর্তামশাই! এখানে যত খাঁড়া আছে, সব খাঁড়া চিরকাল পশুবলি দিয়ে আসছে, এতে কি গুরুদেবকে বলি দেওয়া যায়? গুরুদেবের জন্যে চাই নতুন খাঁড়া। আপনি ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন। বাড়িতে নতুন খাঁড়া তৈরি আছে। নিয়ে আসছি। এই যাব আর আসব।'

দলপতি দলের সকলকে সতর্ক থাকতে বলে চলে গেলেন থানায়। পুলিশ এসে গুরুদেবের স্বর্গযাত্রা বন্ধ করল। তন্ত্রে বলিদানের নির্দেশ আছে। কালিকাপুরাণ বলছে, 'চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।' সাধক মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করবে। শাস্ত্রে আট রকমের 'বলি'র কথা বলা হয়েছে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মৎস্য, স্বগাত্র-রুধির, ঘোড়া, হস্তী। এর পরে আছে মহাবলি। মহাবলি হল শবভ। বিশেষ এক ধরনের বৃহৎ মৃগ, উটও হতে পারে। আর অতি বলি হল, মানুষ।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহাশয়, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, বলিদান করা কি ভালো? এতে তো জীবহিংসা করা হয়।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, ''বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। 'বিধিবাদীয়' বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।'' এরপরে নিজের অবস্থার কথা বলছেন, 'আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। ১২০ প্রসাদী মাংস এ-অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি, পাছে মা রাগ করেন।'

সংশয়ের উত্তর পুরাণও দিয়েছে, 'ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলছেন, 'বিধিবাদীয়'। একটি ভয়ের কথা বলছেন, প্রসাদী মাংস খেতে পারেন না, তাই আঙুলে করে ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটেন, পাছে মা রাগ করেন। পাথরের মা রাগ করতে পারেন?

অতীত ঘুরে আসি। মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হল মায়ের মন্দির। রামকুমার হলেন প্রথম পূজারি। কয়েক মাসের মধ্যেই মথুরবাবু ধরে ফেললেন তরুণ গদাধরকে। সদাই ভাবে বিভোর। কারও ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসতে চায় না। শুধু দেখে, বাগান, ফুল, গঙ্গা, মন্দির। মথুরবাবু বললেন, তুমি হবে মায়ের বেশকার। তুমি শিল্পী, কবি ভাবুক। এইটুকুই চেনা গেছে, ধরা গেছে। রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়ের মন্দিরের পূজারি। আর রামকুমার নিলেন রাধাগোবিন্দের অপেক্ষাকৃত সহজ পুজোর ভার। গদাধর দাদার কাছে কালীপুজো শিখেছিলেন। 'রামকুমার তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রী কালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন।'

শাক্তী দীক্ষা না নিলে দেবীপুজোর অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শক্তিমন্ত্রে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। সাধক ভট্টাচার্য মহাশয় কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। মথুরবাবু ও রামকুমারের পরিচিত। কালীবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। সম্মানিত ব্যক্তি। কানে বীজমন্ত্র পড়া মাত্রই গদাধর সমাহিত। গুরু সেই দিনই এই বুঝে গেলেন, তাঁর শিষ্য সাধারণ মানুষ নয়।

গদাধর মায়ের পূজারি হলেন। বিধিসম্মত পুজোর আড়াল থেকে প্রকাশিত হতে থাকল অলৌকিক পুজো। চাল-কলা-বাঁধা পুরোহিতরা সে-পুজোর মর্ম বুঝবেন না।

সে পুজো বিধি মানে না। ভাবের পথে চলে। পাষাণ প্রতিমা জীবন্ত হয়। বেদি থেকে নেমে এসে সাধকের সঙ্গে খেলা করেন। কথা বলেন। আবদার করেন।

জনমন

জনমত

কালীপুজোয় পশুবলি প্রথা বন্ধ করা হোক

কালীপুজোর রাতে বিভিন্ন কালী মন্দিরে বিশেষ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা কালী মন্দিরে অসংখ্য পাঁঠা, মহিষ, পায়রা ইত্যাদি প্রাণীকে টেনেহিঁচড়ে এনে ধর্মের অজুহাতে বলি দেওয়া হয়। অথচ কালীকে আমরা মাতৃরূপে আরাধনা করি। তিনিই তো সকল জীবের স্রষ্টা। মা কি কখনও তাঁর সন্তানের রক্ত পান করতে চান? কক্ষনো না। এটা ঘোর কুসংস্কার। যেমন কয়েকশো বছর আগে সতীদাহ প্রথা ছিল, গঙ্গাসাগরে প্রথম সন্তানটিকে ডুবিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল, পশুবলিও ঠিক তেমনি একটি রীতি।

অথচ বিখ্যাত কালীসাধক রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা করিও।' আরও বিবেচ্য, দেবীর প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে বহু ধর্মপ্রাণ ভক্তকে পশুবলির নারকীয় দৃশ্য দেখে আহত মনে ঘরে ফিরে আসতে হয়। আবার

পশুবলির মাধ্যমে পবিত্র দেবালয় এবং বাজারের কসাইখানাকে একাকার করে ফেলা হচ্ছে! তাই বোল্লা কালী মন্দিরে এবং অন্যান্য সব মন্দিরে এহেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশুবলি প্রথা বন্ধ করা হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

রেল আন্ডারপাসে নরকযন্ত্রণা

তুফানগঞ্জ মহকুমার দেওচড়াই মোড় থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে দেওচড়াইগামী রাস্তায় রেললাইনের নীচে তৈরি আন্ডারপাসটি যেন এলাকাবাসীর কাছে দুর্বিষহ নরকযন্ত্রণা। রেলমন্ত্রকের অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকবার এই পরিকল্পনা পরিবর্তন করেও অবস্থার উন্নতি করতে পারেনি, বরং যাত্রীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যা তাঁদের অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে।

প্রথমে এখানে সিগন্যালযুক্ত রেলগেটের ব্যবস্থা থাকলেও পরে অবৈজ্ঞানিকভাবে একটি রেল কালভার্ট বসিয়ে আন্ডারপাসের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই আন্ডারপাস প্রায় পুরো বর্ষাকাল জলের তলায় ডুবে থাকে। জল শুকিয়ে গেলেও ধুলোয় ভরে ওঠে। বৃষ্টির জল আটকাতে টিনের ছাউনি দেওয়া হলেও দিনেরবেলাতেও পথটি অন্ধকার ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এখানে রেলমন্ত্রকের পরিবর্তিত পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকেও হার মানায়। রেলপথের সুরক্ষা ও সুবিধার কথা ভেবে সড়কযাত্রীদের অন্ধকার গুহার সলিলসমাধির পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ পথচারী, ছাত্রছাত্রী, রোগী- সকলেরই যাতায়াত কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে, আহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী এই পথে দুর্ঘটনার কবলে প্রাণ হারিয়েছেন। ওই আন্ডারপাস অতিক্রম করা যেন পথচারীর কাছে আতঙ্কস্বরূপ। তার ওপর সমাজবিরোধী ও ছিনতাইবাজদের কাছে এটি এখন একপ্রকার নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

এই রাস্তাটি দিনহাটা মহকুমা ও তুফানগঞ্জের পাশাপাশি অসমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পথ। তা সত্ত্বেও রেলমন্ত্রকের এই ধরনের মনোভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কিছুদিন আগে কালভার্টের একাংশ উঁচু করতে কংক্রিটের ঢালাই দেওয়া হলেও তাতে বড় ও ভারী যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। ভয়ভীতি নিয়ে যাতায়াত করলেও প্রশস্ততার অভাবে বিপরীতমুখী দুটি যানের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। যে কোনও মুহূর্তে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অতএব, রেলমন্ত্রক যেন অতিদ্রুত পদক্ষেপ করে দেওচড়াই রেল আন্ডারপাসটি বৈজ্ঞানিকভাবে পুনর্গঠন করে, অথবা সেখানে যেন উড়ালপুল নির্মাণের ব্যবস্থা করে।

ডঃ রঞ্জিত বর্মন
দেওচড়াই মোড়, ঘোগারকুঠি, কোচবিহার।

ধর্ষকদের শুটআউটের নিদান দেওয়া হোক

সম্প্রতি দুর্গাপুর ধর্ষণ কাণ্ড প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নিজে একজন মুখ্যমন্ত্রী এবং মহিলা হয়ে এ ধরনের নিদান দিতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে আরজি কর ঘটনা প্রসঙ্গেও এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। এই ধরনের মন্তব্য করে শুধু যে মেয়েদেরই পেছনে ঠেলে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি বা তাঁর পুলিশ প্রশাসন যে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সেটাও স্পষ্ট করে তুলছেন।

এই যে মুখ্যমন্ত্রী বারবার মেয়েদের রাতে না বেরোনোর পরামর্শ দেন, তাহলে মেয়েরা করবেটা কী? আপনার রাজ্যে সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধই। সেক্ষেত্রে ভরসা বেসরকারি সংস্থা। বেশিরভাগ বেসরকারি সংস্থায় ডিউটি করে বা নিজেরা যদি ব্যবসাও করে সেখান থেকে মেয়েরা রাতে ফেরে। আর সেটা যদি জরুরি পরিষেবা হয় তাহলে তো নাইট ডিউটি থাকবেই। আর কোনও মেয়ে যদি আপনার নিদান মেনে নাইট ডিউটি করতে অস্বীকার করে তাহলে তো কর্তৃপক্ষ মেয়েদের নিয়োগই করবে না। তাহলে তারা যাবে কোথায়? লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় তো আর সংসার চলবে না বা নিজেদের ইচ্ছে পূরণও হবে না। তাহলে?

এ ধরনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই 'অদ্ভুত' মন্তব্য করে বসেন, যা নিয়ে তাঁর কোনও আফসোস থাকে না। এবার তো তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বক্তব্যকে নাকি বিকৃত করা হয়েছে। যাই হোক, ৮ মার্চে নারীদের সম্মান জানাবেন, ভালো ভালো কথা বলবেন, আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেই রাতে না বেরোনোর নিদান দেবেন- এমনটা চলতে পারে না। এরপর থেকে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে দয়া করে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

তাছাড়া আপনার পুলিশ প্রশাসন তো খুব দক্ষ, দেশের সেরা, তাহলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ কেন? এখনও তো আরজি কর কাণ্ডের অভিযুক্তদের শাস্তির খবর পেলাম না। কে বলতে পারে, কলকাতার ঐতিহাসিক কার্নিভালে হাজারো লোকের ভিড়ে তারা ছিল না?

রাতে মেয়েদের না বেরোনোর নিদান দিয়ে ধর্ষকদের শুটআউটের নিদান দিন, তাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর আগে অভিযুক্তরা একবার হলেও ভাববে।

তনিমা চৌধুরী, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। চারটি তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তম্বুরা ৫। গানে বিশেষত কবিগানে মহড়ার পর উচ্চকণ্ঠে গীত অংশ ৬। বন্দুকধারী সিপাই ৮। কিনারা, বিশেষভাবে সক্ষম ৯। মানুষ, পুরুষ মানুষ ১১। শাঁখের বালা, শাঁখা ১৩। গতানুগতিক সাদামাঠা ১৪। হিমালয়ের পাদদেশস্থিত হিন্দু তীর্থবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে বাতিক ২। সংগীতের রাগবিস্তার, সুর ৩। হিন্দুতীর্থ আজমেরে অবস্থিত হ্রদ ৪। নিজেদের শাসনতন্ত্র ৬। মনের মিল হওয়া ৭। উগ্র, চরমপন্থী ৮। শিকে বিদ্ধ করে বিশেষ পদ্ধতিতে সেঁকা মাংস ৯। ৯ সংখ্যা ১০। ভাগ্যের লিখন ১১। একশত, বহু ১২। তরঙ্গ, ঢেউ ১৩। প্রহার।

সমাধান ■ ৪২৬৫

পাশাপাশি : ১। ভগ্নদূত ৩। হঞ্জিকা ৫। স্বখাতসলিল ৬। নমাজ ৭। বাদাম ৯। হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান ১২। তাফাল ১৩। কবুতর।

উপর-নীচ : ১। ভদ্রাসন ২। তনখা ৩। হংস ৪। কাবিল ৫। স্বজ ৭। বান ৮। মধুকর ৯। হ্রস্বতা ১০। দীঘল ১১। জ্ঞাপক।

বিন্দুবিসর্গ

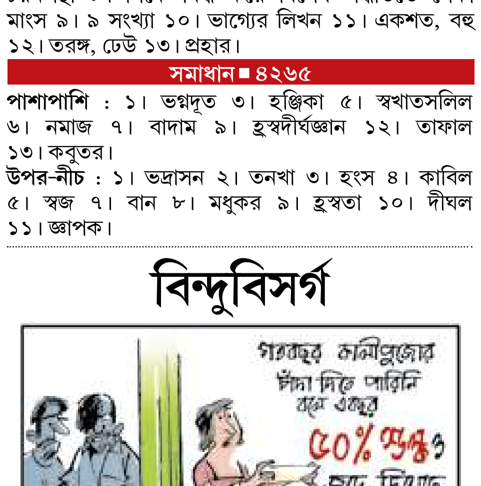

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভারতে এআই হাব গুগলের

১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : ভারতকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হাব হিসাবে গড়ে তুলতে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে গুগল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে সুন্দর পিচাইয়ের সংস্থা। আদানি গোষ্ঠী ও গুগলের যৌথ উদ্যোগে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে গড়ে উঠবে এই এআই হাব। এজন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে গুগল।

সূত্রের খবর, এদিন দিল্লিতে দু'পক্ষের মধ্যে মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও অন্ধ্রপ্রদেশে গুগলের বিনিয়োগ নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন পিচাই। পরে নাইডুর সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। গুগল জানিয়েছে, বিশাখাপত্তনমে আন্তর্জাতিক মানের একটি এআই হাব তৈরি করবে তারা। যা হবে আমেরিকার বাইরে সংস্থার সবচেয়ে বড় এআই হাব। এটি পূর্ব ভারতের ডিজিটাল যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করবে।

এক্স পোস্টে পিচাই লিখেছেন, 'এর মাধ্যমে আমরা ভারতীয় শিল্প এবং ব্যবহারকারীদের কাছে আমাদের উন্নততর প্রযুক্তি পৌঁছে দেব। উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে এআই। দেশের উন্নতিতে গতি আনবে।' পিচাইয়ের পোস্টের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'এই বহুমুখী বিনিয়োগের মধ্যে গিগাওয়াট-স্কেল ডেটা সেন্টারও রয়েছে। এটি আমাদের ভিশন বিকশিত ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সবার কাছে এআইকে

এর মাধ্যমে আমরা ভারতীয় শিল্প এবং ব্যবহারকারীদের কাছে আমাদের উন্নততর প্রযুক্তি পৌঁছে দেব। উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে এআই

সুন্দর পিচাই
সিইও, গুগল

এটি আমাদের ভিশন বিকশিত ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সবার কাছে এআইকে পৌঁছে দেবে। নাগরিকদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করবে

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী, ভারত

পৌঁছে দেবে। আমাদের নাগরিকদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করবে, আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতিকে মজবুত করবে এবং বিশ্বের প্রযুক্তি হাব হিসাবে ভারতের অবস্থানকে সুরক্ষিত করবে।'

দু'দশক ধরে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বড় অংশ গিয়েছে দক্ষিণ ভারতে। যার সুবাদে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহরগুলিতে বহু দেশি-বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার দপ্তর, ডেটা প্রসেসিং সেন্টার, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে উঠেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বিশাখাপত্তনম। একসময় অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী ছিল হায়দরাবাদ। সেই সূত্রে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছিল অন্ধ্র। কিন্তু রাজ্য ভাগের পর হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানার রাজধানী হয়। এবার বিশাখাপত্তমে গুগলের নজিরবিহীন বিনিয়োগের মাধ্যমে ফের তথ্যপ্রযুক্তি হাবের তকমা ফিরে পেতে চলেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী তথা চন্দ্রবাবুর ছেলে নারা লোকেশের মতে, 'আজকের যুগে তথ্যপ্রযুক্তি হল খনিজ তেলের মতো দামি। এই বিনিয়োগ রাজ্যকে কৌশলগতভাবে এগিয়ে দেবে।'

দূষিত কাশির সিরাপে সতর্কতা হু'র

জেনেভা, ১৪ অক্টোবর : ভারতে তৈরি দূষিত তিনটি কাশির ওষুধ নিয়ে সতর্ক করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। চিহ্নিত ওই তিন কাশির সিরাপ হল— কোল্ডরিফ, রেসপিফ্রেশ টিআর এবং রিলাইফ। এই ওরাল কাফ সিরাপকে 'নিম্নমানের' বা 'সাব-স্ট্যান্ডার্ড' বলে চিহ্নিত করে হু সতর্কতা জারি করেছে। সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে কেবল ভারত নয়, বিভিন্ন দেশের জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকেও। হু বলেছে, 'যদি কোনও দেশে ওই 'দূষিত' সিরাপগুলি ব্যবহারের খোঁজ মেলে, তবে তা নিয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে।'

হু-র জারি করা সতর্কবার্তায় দেশের অনিয়ন্ত্রিত বাজারগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই কাশির সিরাপগুলির নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচে দূষিত পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সেই সব ব্যাচের ওষুধগুলির ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি।

দূষিত ওই সিরাপগুলিতে উচ্চমাত্রায় ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল নামে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি মিলেছে। এই বিষাক্ত উপাদানের কারণেই সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ২২ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সোনমের শুনানি স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টে বুধবার হতে পারে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে ধৃত জলবায়ু আন্দোলনকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমোর দায়ের করা ওই মামলাটির শুনানি মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি বুধবার পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ। বর্তমানে যোধপুর জেলেই বন্দি আছেন সোনম।

দৌড়ে টাটা, আদানি

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান (অ্যামকা) তৈরির জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা বাছাইয়ের কাজ শুরু করল প্রতিরক্ষামন্ত্রক। সেই বরাত পাওয়ার দৌড়ে আছে টাটা-আদানি সহ সাত সংস্থা। ডিআরডিও-র অধীনস্থ সংস্থা 'এরোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এডিএ)'কে ইতিমধ্যেই দেশীয় প্রযুক্তিতে স্টেলথ যুদ্ধবিমান তৈরির মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হ্যাল'কে দেওয়া হয়েছে ওই বিমানের কাঠামো তৈরির দায়িত্ব। ইঞ্জিন তৈরি করবে ডিআরডিও এবং বিদেশি এক প্রতিরক্ষা সংস্থা। অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য সহযোগী সংস্থা বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রাথমিক তালিকায় স্থান পেয়েছে হ্যাল ও দুই ছোট সংস্থার জেট, টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড, আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেস, এল অ্যান্ড টি এবং বিইএলের জোট।

ডর কে আগে... কসরত দেখাচ্ছেন এনএসজি কমান্ডো। মঙ্গলবার গুরুগ্রামে।

জেপিসি বয়কট 'ইন্ডিয়া'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : দাগি নেতা সংক্রান্ত তিনটি বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি গঠনের সিদ্ধান্তকে বয়কট করল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট।

সূত্রের খবর, কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে জানিয়ে দিয়েছে। সোমবার রিজিজুকে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে যে, তারা এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই কমিটিতে যোগ দেবে না। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে

দাগি বিল

সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই কমিটিতে কোনও প্রতিনিধি মনোনীত করা হবে না। এর আগে তৃণমূল, শিবসেনা (ইউবিটি) এবং আপ জানিয়েছিল, তারা ওই কমিটির অংশ হবে না।

সপাও জানিয়েছিল, বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সিদ্ধান্তে অটল থাকুক। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকার ঘুরপথে শরিক ছোট দলগুলির থেকে সমর্থন নিয়ে এই বিল জেপিসিতে পাশ করানো যায় কি না সেই সম্ভাবনার কথাও খতিয়ে দেখছে।

বিহারে পদ্মের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা

পাটনা, ১৪ অক্টোবর : শরিকি অসন্তোষের মধ্যে এনডিএ-র আসনরফা চূড়ান্ত হতেই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিল বিজেপি। মঙ্গলবার মোট ৭১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তারা। ওই তালিকায় রাজ্যের দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী এবং বিজয়কুমার সিনহার নাম রয়েছে। তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবও। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় বিদায়ি বিধানসভার স্পিকার নন্দকিশোর যাদবের নাম নেই। বিজেপির পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হাম(এস) ৬টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। এদিকে বিরোধী মহাজোট আসনবণ্টন নিয়ে এখনও কোনও রফায় পৌঁছোতে না পারলেও সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন একতরফাভাবে ১৮টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে মঙ্গলবার। তার মধ্যে গতবারের জেতা আসনগুলিও রয়েছে।

সম্রাট চৌধরীকে তারাপুরে এবং বিজয়কুমার সিনহাকে লখিসরাইয়ে প্রার্থী করা হয়েছে। রামকৃপাল যাদব দানাপুরে প্রার্থী হয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদকে কাটিহারে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডেকে সিওয়ানে এবং সড়ক নির্মাণ মন্ত্রী নীতিন নবীনকে বাঁকিপুরে প্রার্থী করা হয়েছে। জামুই আসনে টিকিট দেওয়া হয়েছে কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী শুটার শ্রেয়সী সিংকে। তারাপুর আসনটি ২০১০ সাল থেকে জেডিইউয়ের দখলে ছিল। ওই আসনটি এবার বিজেপিকে ছেড়েছে জেডিইউ। তার বদলে কাহালগাঁও আসনটি নিজেদের দখলে নিয়েছে তারা।

তবে পদ্মশিবির যতটা ঘর গোছানোয় মন দিয়েছে, ততটাই ছন্নছাড়া অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দলের। টিকিট বণ্টনের আগে তাঁর সঙ্গে কেন আলোচনা করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলে এদিন পদত্যাগ করেছেন ভাগলপুরের দলীয় সাংসদ অজয়কুমার মণ্ডল। টিকিট বণ্টন নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ। সূত্রের খবর, ৯০টি আসনের প্রার্থীকে দলীয় প্রতীক দিয়েছেন নীতীশ। বিজেপি এবং জেডিইউ দুই দলই এবার ১০১টি করে আসনে লড়ছে। চিরাগের দল ২৯টি, মাঝি ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার দল ৬টি আসনে লড়ছে। সূত্রের খবর, মাঝি ও কুশওয়াহার দলকে আরও একটি করে আসন ছাড়তে পারে বিজেপি।

এদিকে বিরোধী মহাজোট আসনবণ্টন নিয়ে এখনও কোনও রফায় পৌঁছোতে না পারলেও নাটক চরমে তুলেছে সিপিআই(এম-এল) লিবারেশন। তারা এদিন প্রথমে একতরফাভাবে ১৮টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা ঘোষণা করলেও মহাজোটের চাপে শেষমেশ তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জোট নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানিয়েছে লিবারেশন।

বিজেপিতে যোগ মৈথিলীর

পাটনা, ১৪ অক্টোবর : জল্পনায় অবশেষে সিলমোহর পড়ল। বিহার বিধানসভা ভোটের আগে মঙ্গলবার বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। তাঁকে দলে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল। তাঁকে দ্বারভাঙার আলিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হতে

পারে বলে সূত্রের খবর। ওই আসনের বিদায়ি বিধায়ক মিশ্রীলাল যাদবকে এবার প্রার্থী করার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে মিথিলা অঞ্চলে এবং সমাজমাধ্যমে জনপ্রিয়তা দেখে মৈথিলীকে প্রার্থী করার ছক করছে বিজেপি। মঙ্গলবারই প্রথম দফায় ৭১ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে গেরুয়া শিবির। গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এবং বিজেপির ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মৈথিলী।

কাজে ব্যস্ত.. মঙ্গলবার হায়দরাবাদ হাউসে মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

হরিয়ানায় ফের পুলিশের আত্মহত্যা

আত্মঘাতী আইপিএসের বাড়িতে রাহুল গান্ধি

চণ্ডীগড়, ১৪ অক্টোবর : হরিয়ানার আইপিএস আত্মহত্যার ঘটনায় নয়া মোড়। আত্মঘাতী এডিজিপি ওয়াই পূরণ কুমারের বিরুদ্ধে যে পুলিশ আধিকারিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন, সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর সন্দীপ কুমার মঙ্গলবার আত্মহত্যা করেন। তিনি রোহতক পুলিশের সাইবার সেলে কর্মরত ছিলেন। পূরণ কুমারের বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতির মামলার তদন্ত করছিলেন তিনি।

সুইসাইড নোটে সন্দীপ জানিয়েছেন, সত্যের জন্য তিনি নিজের প্রাণ বলি দিচ্ছেন। মৃত্যুর আগে পূরণ কুমারকে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ আধিকারিক বলেও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন সন্দীপ। তাঁর দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে চলে আসবে এই ভয়েই তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছেন সন্দীপ কুমার। জাতিবৈষম্যের ইস্যুতে শান দিয়ে গোটা সিস্টেমকে প্রয়াত আইপিএস হাইজ্যাক করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ওই এএসআই। ঘটনাচক্রে এই অভিযোগগুলি যখন সামনে এসেছে, তখন প্রয়াত ওয়াই পূরণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ে নিহত পুলিশকর্তার বাড়িতে যান তিনি। তামাশা বন্ধ করে অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনিকে বার্তাও দেন তিনি। কংগ্রেস নেতা বলেন, 'দলিতদের উদ্দেশে ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে। দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যত সফলই হোন না কেন, আপনি যদি দলিত হন তাহলে আপনাকে পিষে ফেলা হবে। এই ঘটনা শুধুমাত্র একজন আইপিএস আধিকারিকের পরিবারের সম্মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত দলিতদের বিষয় সম্পর্কিত। মুখ্যমন্ত্রী এই পরিবারকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেননি।' রাহুলের সাফ কথা, 'বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনিকে আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, আইপিএস পূরণ কুমারের মেয়েদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা পূরণ করা হোক। ওঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করা হোক।'

পূরণ কুমারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরোধী দলনেতার।

এই ঘটনা শুধুমাত্র একজন আইপিএস আধিকারিকের পরিবারের সম্মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত দলিতদের বিষয় সম্পর্কিত।

রাহুল গান্ধি

৭ অক্টোবর আত্মহত্যা করেছিলেন ওয়াই পূরণ কুমার। ৮ পাতার সুইসাইড নোটে হরিয়ানার ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুর, রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজারনিয়া সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে জাতপাত নিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। ঘটনা হল, মৃত্যুর আগে বিজারনিয়ার প্রশংসাই করে গিয়েছেন সন্দীপ কুমার। অপরদিকে হরিয়ানার ডিজিপিকে সোমবারই ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিজিপি হয়েছেন ওপি সিং। সন্দীপ নিজের সুইসাইড নোটে জানিয়েছেন, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর পূরণ কুমারকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর গানম্যানকে এক মদ ব্যবসায়ীর থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরেছিলেন সন্দীপ।

মাদাগাসকারে সেনার হাতে ক্ষমতা

আন্তানানারিভো, ১৪ অক্টোবর : জেন জি বিক্ষোভের চাপে দেশ ছেড়েছেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে রাজোয়েলিনা। মঙ্গলবার সেখানে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। সেনার কর্নেল মাইকেল রান্দ্রিয়ানিদিয়া অভ্যুত্থানের কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট আন্দ্রের পদত্যাগের দাবিতে গত ৩ সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল মাদাগাস্কারের তরুণ সম্প্রদায়। পার্লামেন্টেও আন্দ্রের ইমপিচমেন্টের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়। তবে পদ ছাড়তে রাজি হননি আন্দ্রে। তিনি যুক্তি দেন, পার্লামেন্ট আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারপর আইনসভার সদস্যদের প্রস্তাব পাশ সাংবিধানিকভাবে বৈধ নয়। কিন্তু রাজপথে জনতার বিক্ষোভ চরমে ওঠার পর প্রেসিডেন্ট ফরাসি সেনার বিমানে গোপনে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন বলে সেদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এই

পরিস্থিতিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে সেনা।

কর্নেল মাইকেল জানিয়েছেন, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বজায় রাখা হয়েছে। এখানেই প্রেসিডেন্ট আন্দ্রের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। আপাতত সেনাকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল দেশ পরিচালনা করবে। দিনকয়েকের মধ্যে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করবে সেই কাউন্সিল।

নয়া কমান্ডো ঘাঁটি অযোধ্যায়

লখনউ, ১৪ অক্টোবর : দ্রুত সন্ত্রাসবাদী হামলার মোকাবিলার জন্য দেশে আরও একটি এনএসজি ঘাঁটি তৈরি হতে চলেছে। এটি হবে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায়। সন্ত্রাস দমনের এলিট বাহিনী ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি)-র গড়ে উঠতে চলা ঘাঁটিটি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মঙ্গলবার হরিয়ানার মানেসরে এনএসজি-র ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিষয়টি ঘোষণা করে অমিত শা জানিয়েছেন, অযোধ্যার নতুন ঘাঁটিটি হবে এনএসজি-র সপ্তম অপারেশনাল হাব। অন্য কেন্দ্রগুলি মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ ও জম্মুতে রয়েছে। অযোধ্যার নয়া হাবটিতে সারা বছর, ২৪ ঘণ্টা এনএসজি কমান্ডোরা মোতায়েন থাকবেন। সন্ত্রাস দমনে সিদ্ধহস্ত এনএসজি 'ব্ল্যাক ক্যাট' কমান্ডো নামেও পরিচিত। শা জানিয়েছেন, ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো বাহিনীর কাজের ধরনেও বড় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

'সুন্দরী বলায় রাগ করেননি তো'

মেলোনির সঙ্গে খুনশুটি ট্রাম্প, এর্দোগানের

শার্ম এল শেখ, ১৪ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাষ্ট্রপ্রধানদের গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকেও যে এমন মজার ঘটনা ঘটতে পারে, তা কে জানত! কিন্তু সেই মজার পরিস্থিতিতেও যেন কিছুটা বেকায়দায় পড়তে হল ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে।

মেলোনির রূপ এবং গুণে মুগ্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রথমে তিনিই অস্বস্তিতে ফেলেন সম্মেলনের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধিকে। সোমবার মিশরে গাজা বিষয়ে শান্তি সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন ট্রাম্প। পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা।

হঠাৎই মেলোনির দিকে ঘুরে ট্রাম্প বলেন, 'আপনি তো বেশ সুন্দরী! তবে মার্কিন মুলুকে একথা বললে আমার রাজনৈতিক জীবন খতম হয়ে যেত! আশা করি, আপনি কিছু মনে করবেন না!' ট্রাম্পের প্রশংসায় হেসে ফেলেন মেলোনি। বলেন, 'না না ঠিক আছে।'

কানে কানে... জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মেলোনিকে দ্বিতীয়বার অস্বস্তিতে ফেলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তাইয়েপ এর্দোগান। তিনি অবশ্য প্রশংসার ধার ধারেননি। উলটে সটান মেলোনিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ধূমপান করেন নাকি?' মেলোনি 'হ্যাঁ' বলতেই এর্দোগান গম্ভীর মুখে পরামর্শ দেন, 'ধূমপান করবেন না, এতে শরীর খারাপ হয়।' মেলোনি বলেন, 'জানি তো! চেষ্টা করব ছাড়ার।'

বিচ্ছিন্ন জাপোরিঝিয়া

কিভ, ১৪ অক্টোবর : জাপোরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ইউক্রেনের পাওয়ার গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে রাশিয়া। সোমবার একথা জানিয়েছে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রে সিবিহা জানান, পাওয়ার গ্রিডের সঙ্গে পরমাণুকেন্দ্রের বিদ্যুৎ সংযোগ লাইনটি বিচ্ছিন্ন করেছে রাশিয়া। পরমাণুকেন্দ্রের বিদ্যুৎ সম্ভবত রাশিয়ায় পাঠানোর চেষ্টা চলছে। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকসপ্তাহের মধ্যে জাপোরিঝিয়ার আশপাশের এলাকাগুলির দখল নিয়েছিল রুশ সেনা। কেন্দ্রের ভিতরেও ইউক্রেন ও রাশিয়ার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে এতদিন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনারগোয়াটমের কর্মীরা।

ইউক্রেনে বিদ্যুতের চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ পূরণ করে জাপোরিঝিয়া। সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন জেলেনস্কি সরকার। এদিকে রাশিয়া সেনা অভিযান বন্ধ না করলে ইউক্রেনকে টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। ট্রাম্প বলেন, 'রাশিয়া কি চাইছে যে ওদের দিকে টমাহক ধেয়ে আসুক? আমার সেটা মনে হয় না।'

সঙ্গী সহ ধরা দিলেন কিষেনজির ভাই

গড়চিরৌলি, ১৪ অক্টোবর : ৬০ জন সশস্ত্র সঙ্গী সহ আত্মসমর্পণ করলেন সিপিআই(মাওবাদী)'এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা মল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে সোনু। তিনি দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটির প্রধান এবং সিপিআই (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

বেণুগোপাল ওরফে ভূপতি প্রয়াত মাওবাদী নেতা মল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও (কিষেনজি)-এর ভাই। সম্প্রতি 'অস্ত্রবিহীন সংগ্রাম' গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর এই পদক্ষেপ মাওবাদী আন্দোলনের মধ্যে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ভূপতির আত্মসমর্পণকে মাওবাদীদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, আদর্শগত বিভাজন এবং অস্ত্রবিহীন সংগ্রামের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে দেখা হচ্ছে।

গড়চিরৌলির পুলিশ সুপার নীলোৎপল জানান, সরকারের পুনর্বাসন নীতিতে আস্থা রেখে এবং মাওবাদী সংগঠনের উদ্দেশ্যহীনতায় হতাশ হয়েই এই আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে মহিলা ক্যাডারও রয়েছেন।

রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন। সরকারের এই উদ্যোগ অন্যান্য মাওবাদী সদস্যদেরও আত্মসমর্পণ করতে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভূপতির মা মধুরাম্মা ২০২২ সালে পেড্ডাপল্লির বাড়িতে মারা যান। গত বছরের ডিসেম্বরে তাঁর স্ত্রী বিমলা সিদাম ওরফে 'তারা' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করেন।

মল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও

অহান, অনীতের প্রেম?

সাইয়ারা ছবির বক্স অফিসের জৌলুস নিয়ে এখনও কথা হয়। তাতে জল-হাওয়া দিচ্ছেন ছবির নায়ক-নায়িকা অহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডা। অনীতের জন্মদিনে তা আর একবার প্রকাশ পেল। ১৩ অক্টোবর ছিল অনীতের ২৩তম জন্মদিন। সে সময় তিনি আবার প্যারিসে ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের ফিনালেতে পা রাখছেন—একেবারে চমকদার জন্মদিনের সেলিব্রেশন, বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে চমক আরও ছিল। এরপর আসে সহ অভিনেতা ও বন্ধু অহানের শুভেচ্ছাবার্তা। এর সঙ্গে অহান পোস্ট করেন দুজনের কিছু অজানা ছবি—কোল্ড প্লে কনসার্টে দুজনের একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত মুহূর্তের ছবি তার মধ্যে অন্যতন। নেটমহল ইতিমধ্যে তাঁদের অহনীত বলে ডাকেন। তাঁদের কথায়, জন্মদিনে এর থেকে ভালো বার্থ-ডে রিটার্ন গিফট আর কিছু হয় না। এরপর আছে অনীতের জন্মদিনের ভিডিও। তাতে তিনি কালো পোশাকে উজ্জ্বল, পাশে অহান। সামনে রাখা কেক, তিনি কেক কেটে খাওয়াচ্ছেন অনীতকে। ওদের দুজনের চোখে চোখ, যেন মুহূর্ত থেমে গিয়েছে। এই ছবি ঝড় তুলেছে নেটমহলে। কেউ বলছেন, ওরা নিশ্চয় ডেট করছে, এতটা অভিনয় করা যায় না। আর একজনের কথায়, কেক খাওয়ানোর পরের দৃশ্যটা একেবারে সিনেমার মতো। আর একজনের কথা, ওরা ঠিক চুমু খেত। পর্দায় এই দুজনের রসায়ন দেখে দর্শক এমনিতেই মুগ্ধ, এখন আবার এইসব ছবি নেটে ঘুরছে। ফলে চর্চা অন্যদিকেই যাচ্ছে। এদিকে অনীত ম্যাডক ফিল্মসের ছবি শালিনীতে কিয়ারা আডবানির জায়গায় এসেছেন, অহান করছেন যশ রাজ ফিল্মসের ছবি, সঙ্গে শর্বরী ওয়াঘ।

অভিষেকের সেরা হবার পর অ্যাশের প্রথম পোস্ট

৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডের সেরা অভিনেতার পুরস্কার গিয়েছে অভিষেক বচ্চনের হাতে, ছবির নাম আই ওয়ান্ট টু টক। পুরস্কার নিতে গিয়ে আবেগতাড়িত অভিষেক চোখে জল নিয়ে সেরা হওয়ার সব কৃতিত্ব বাবা, মাকে দেওয়ার সঙ্গে স্ত্রী ঐশ্বর্য ও মেয়ে আরাধ্যাকে দেন। তাঁর সেদিনের কথায়, ধন্যবাদ আরাধ্যা ও ঐশ্বর্যকে, কারণ তাঁরা আমার স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। এই সন্ধ্যায় ঐশ্বর্য বা আরাধ্যা কেউই অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন না। অ্যাশ তখন প্যারিস ফ্যাশন উইকে লরিয়েল-এর প্রতিনিধি হয়ে মঞ্চ মাতাচ্ছিলেন। সে সন্ধ্যায় মণীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা কালো শেরওয়ানি যার গলায়-হাতে ঝকমকে এমব্রয়ডারি, হিরের বোতাম, মানানসই প্যান্ট পরেছিলেন তিনি। খোলা চুলে লাল লিপস্টিকে চিরচেনা সেই অভিজাত অ্যাশ হাজির হন। শুধু সেই ছবিটাই পোস্ট করেছেন আর তাতেই তাঁর অনুরাগীরা অভিভূত। ভূমি পেডনেকর তো লিখেইছেন কুইন। তবে অভিষেকের এই সেরা হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। অভিষেক অবশ্য সে সন্ধ্যায় চোখে জল নিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরা, নাচা, মায়ের কপালে চুম্বন করা সবই করেছেন। মায়ের চোখেও জল ছিল। বাস্তবিকই বচ্চন পরিবারের জন্য এদিন বিশেষ একটা দিন ছিল।

একনজরে সেরা ৫

যিশু, সৌরভের ছবি

যিশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রযোজনা সংস্থা হোয়াই সো সিরিয়াস-এর প্রথম বাংলা ছবি ক্ষ্যাপা ভাস্কর। এই থ্রিলার ধাঁচের ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ সৌমিক দে। শুটিং শুরু হয়েছে। অভিনয়ে বিবৃতি, কিঞ্জল নন্দ, দর্শণা বণিক, মৌমিতা পণ্ডিত। পরিচালনায় অংশুমান প্রত্যুষ। তিনি ওয়ার্ল্ড লংগেস্ট ওয়ান শট ছবিটি করেছেন।

দত্তকের দিনে

সুস্মিতা সেন বলেছেন, আমার ২১ বছর বয়স হবার আগেই রেনেকে নিয়ে আসি, ও আমাকে মা বলত। ভয় ছিল কোর্ট যদি দত্তক নেবার অনুমতি না দেয়। বাবাকে বলেছিলাম, ওকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। কোর্ট বাবাকে বলেছিল, এরপর আপনার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না। বাবা বলেছিল, ওকে কারও স্ত্রী হয়ে বাঁচার জন্য বড় করিনি। আমার দত্তক নেওয়া হয়েছে আমার বাবার জন্য।

মেয়ের জন্য

মেয়ে নিতারাকে টাকার মূল্য বোঝাতে কী বলেছেন? উত্তরে অক্ষয় বলেছেন, টাকার মূল্য এখন সবাই বোঝে, আমার বোঝানোর দরকার নেই। আমি টাকার থেকে মনের শান্তিকে বেশি গুরুত্ব দিই। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছিলেন, নিতারা অনলাইনে কীভাবে তার নগ্ন ছবি পাঠানোর প্রস্তাব পেয়েছিল এবং তাঁর মতে, অনলাইন সেফটির ব্যাপারে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

এআই পাওয়ার্ড ছবি

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক রাজেশ মাপুরকর দেশের প্রথম এআই পাওয়ার্ড ছবি চিরঞ্জীবী হনুমান— গ্যালারি ৫-এর ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ার, কালেক্টিভ আর্টিস্ট নেটওয়ার্কের টেকনিসিয়ান এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরা এই উদ্যোগে আছেন। ২০২৬ সালের হনুমান জয়ন্তীতে ছবির মুক্তি।

বন্ধ এম টিভি

১৯৮১। এম টিভির যাত্রা শুরু হয়েছিল। ৩১ অক্টোবর এম টিভি হিটস, এম টিভি ৮০ সহ এই সংস্থার সব মিউজিক চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে নতুন বছর নতুন মোড়কে আবার হাজির হবে। উল্লেখ্য, স্পটিফাই, ইউটিউবের ধাক্কায় এম টিভি বেশ পিছিয়ে পড়েছে। এম টিভি এইচ ডি চলবে অবশ্য।

থাম্মায় মাথা ঘুরিয়ে দিলেন মালাইকা

নাইট ক্লাবের ডান্সার মালাইকা অরোরা, থাম্মা ছবিতে তাঁর গান পয়জন বেবি, সঙ্গে নাচ—বাস্তবিকই শরীরী বিভঙ্গে বিষাক্ত করে দিয়েছেন চারপাশ। পুরুষের রক্তে দোলা দিয়েছেন এই ৫২ বছর বয়সে, পাশে ৩০-এর কোঠার রশ্মিকা প্রায় আবছা তাঁর নেশায়। নেটমহল বলছে মালাইকা যেন অবাস্তব, দুপুরে একজন বিজনেস উওম্যান পরে এই! অনেকে বলছেন, রশ্মিকার থেকে মালাইকা বেশি ভালো। মালাইকাও ধন্যবাদ দিয়ে পোস্ট করেছেন, সঙ্গে তিনটি লাল হৃৎপিণ্ডের ছবি।

দীনেশ ভিজানের হরর কমেডি কাঠামোর আর একটি ছবি এই থাম্মা, মুক্তি পাচ্ছে দিওয়ালিতে। ছবির নায়ক আয়ুষ্মান খুরানা, ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাওয়া নায়িকা রশ্মিকা মানডানা, আয়ুষ্মান তাঁরই প্রেমে পড়বেন। ছবির এই মেজাজকে আরও চমকদার করেছেন মালাইকা। আপাতত ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট-শোটিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। পরে একটি ফ্যাশন এন্টারটেনমেন্ট নির্ভর রিয়েলিটি শো-তে তিনি থাকবেন, সঙ্গে করণ জোহার, অক্ষয়কুমার, মণীশ মালহোত্রা। এছাড়া তিনি নিজে বিজনেস করেন, মুম্বাইয়ে স্কারলেট হাউজ রেস্তোরাঁর মালকিন তিনিই।

তেলুগু রিমেকে নেই অক্ষয়

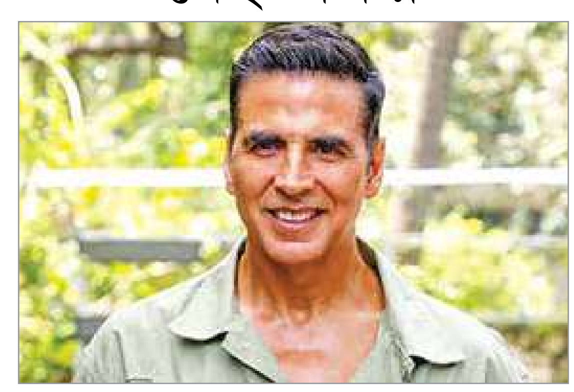

না, অক্ষয়কুমার আপাতত কোনও তেলুগু ছবির রিমেক করছেন না। যে খবর রটেছে, তা একেবারেই ভুল। তেলুগু ছবি 'সংক্রান্থিকি ভাস্তুনাম' নিয়ে তুমুল হইচই শুরু হয়েছে। ছবিটা এমনিতেই সুপারহিট। কিন্তু না, হইচইটা তা নিয়ে নয়। ভেঙ্কটেশ দাগগুবতি অভিনীত এই ছবির নাকি হিন্দি রিমেক হবে। সে রিমেক করবেন অনিস বাজমি। আর মুখ্য চরিত্রে অক্ষয়কুমার। প্রযোজনায় দিল রাজু। এ কথা বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে এই আলোচনা আরও জোরদার হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি অকষ্য় জানিয়েছেন, এমন কোনও ছবি তিনি করছেন না। অক্ষয়ের হাতে এখন অনেকগুলি ছবি। হাঁইয়া, ভাগম ভাগ ২, ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, হেরাফেরি ৩। আরও কয়েকটি ছবির জন্যে কথাবার্তা চলছে। তবে হ্যাঁ, অনিস বাজমির সঙ্গে অক্ষয় কুমার দেখা করেছেন, কিন্তু এই ছবির জন্যে নয়। তাঁরা দুজনে অন্য কাজ করবেন বলে সূত্রের খবর।

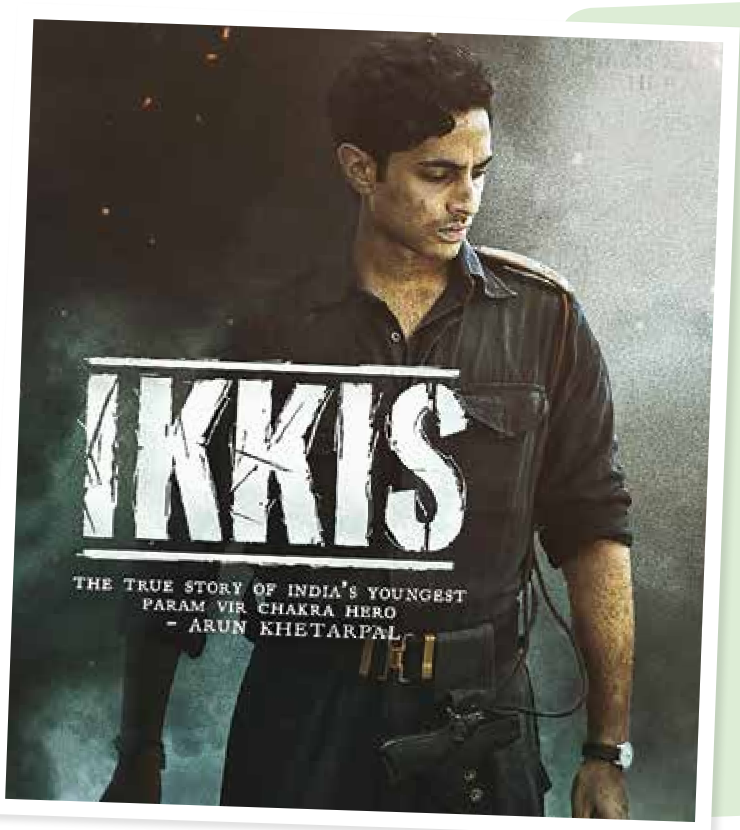

ডিসেম্বরে ইক্কিস

পিছনে আগুন, ধোঁয়া, তার সামনে মিলিটারি পোশাকে অগস্থ্য নন্দা। পাশে ট্যাগলাইন, উয়োহ এক্কিস কা থা, এক্কিস কা হি রহেগা (ওর বয়স একুশ ছিল, একুশই থাকবে), আর বড় করে লেখা ছবির নাম ইক্কিস —এটা ছিল ইক্কিস ছবির প্রথম পোস্টার। এবার এল ছবির দু-নম্বর পোস্টার। চারদিকে আগ্নেয়াস্ত্র, এর মাঝে মেশিনগান চালাচ্ছেন অগস্থ্য, তাঁর চোখে আগুন, লক্ষ্যে স্থির, শরীরী ভাষায় সাহস আর বলিদানের প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট। ইক্কিস ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সর্বকনিষ্ঠ যোদ্ধা অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবন নিয়ে তৈরি। এ যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান, তিনিই ভারতীয় সৈন্যদলের সর্বকনিষ্ঠ পরমবীর চক্র বিজয়ী। ছবিটি আগে ১ অক্টোবর মুক্তি পাবার কথা ছিল। ওই সময়ে কান্তারা চ্যাপ্টার ১ মুক্তি পায়। এই সংঘাত এড়াতে ইক্কিস পিছিয়ে ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে, তবে তারিখ এখনও অজানা। অগস্থ্যর এটি বড়পর্দায় প্রথম ছবি। ইনি অমিতাভ বচ্চনের নাতি। আগে নেটফ্লিক্সে জোয়া আখতার পরিচালিত দ্য আর্চিজ-এ তিনি মুখ দেখিয়েছিলেন। ছবিতে তাঁর এবং অন্য স্টারকিডদের কাজ সমালোচনার মুখে পড়েছিল। শ্রীরাম রাঘবনের ইক্কিস-এ অগস্ত্য আরও একটি সুযোগ পেয়েছেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণের।

সেই ছবি সামনে আনলেন আমিশা

বন্ধুত্ব এমনও হয়। বন্ধুত্ব এমনও হত। আমিশা পটেল সম্প্রতি একটা পুরনো ছবি সামনে এনেছেন। সেই ছবিতে একই ফ্রেমে তিনজন। হৃত্বিক রোশন, হৃত্বিকের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান আর আমিশা নিজে। আমিশার বাড়িতে একটা ডিনারে এই ছবি তোলা।

ছবিটা বহু পুরনো। হৃত্বিক আর আমিশার একটা ছবির শুটিং শেষে নিজের বাড়িতে ডিনারে সস্ত্রীক হৃত্বিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমিশা। সেই ছবি এতকাল পরে সামনে এল।

আমিশা ক্যাপশনে লিখেছেন, এই তিনজনের বন্ধুত্বকে কখনোই আলাদা করা যেত না। শুধু তাই নয়, সে সময় ছবির কাজ মানে শুটিং সেটে শুরু, আবার সেখানেই শেষ–এমন নয়। ছবির পরেও শিল্পীদের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হত। তাদের আসা-যাওয়া, পারস্পরিক আদানপ্রদান থেকে যেত– লিখেছেন আমিশা।

লাবুবু ক্রেজে মশগুল অমিতাভ

মিষ্টি লাবুবু পুতুলের প্রতি ঝুঁকে আছেন অনেকেই, শিল্পা শেট্টি থেকে উর্বশী রওটেলা। ভাইরাল হওয়া এই ক্রেজে আটকে গেলেন অমিতাভ বচ্চনও। নিজের গাড়ির একটি ছোট্ট ভিডিও শেয়ার করেছেন, দেখা যাচ্ছে গাড়ির সামনে স্টিয়ারিংয়ের পাশে লাবুবু ঝুলছে, তিনি ক্যাপশন করেছেন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়, দেখুন লাবুবু, এবার আমার গাড়িতে, সঙ্গে অনেক হ্যাশট্যাগ লাবুবুটয়, লাবুবুওয়ার্ল্ড, ইত্যাদি। অনুরাগীরা বেশ অবাক লাবুবুর জগতে তাঁর এই আগমন দেখে। একজন তো লিখেইছেন, স্যার আপনারও লাবুবু পছন্দের? কেউ লিখেছেন, আপনি এতে বিশ্বাস করেন? অমিতাভ শেষবার পর্দায় এসেছেন ভেট্টাইয়ান ছবিতে, রজনীকান্তের সঙ্গে। এখন কেবিসির ১৭তম সিজন সঞ্চালনা করছেন।

কান্তারার ক্লাইম্যাক্সে ফোলা পা নিয়ে শুটিং ঋষভের

কান্তারা ঝড় তুলেছিল বক্স অফিসে। তার প্রিক্যুয়েল কান্তারা চ্যাপ্টার ১-এরও বক্স অফিস তুঙ্গে। তার মধ্যে খবর, ছবির ক্লাইম্যাক্সে নায়ক ঋষভ শেট্টি রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েন, পা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। শুটিংয়ের কিছু বিহাইন্ড দ্য সিনস ছবি নেটে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ঋষভের পায়ের অবস্থা। তার ওপর তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির স্পষ্ট চাপ। তবু দাঁত দাঁত চেপে কাজ করছেন। ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'ক্লাইম্যাক্সের শুটিংয়ের সময়ই আমার পা ফুলে যায়, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবু শুটিং বন্ধ করিনি। ওই দৃশ্যটাই ছিল সবথেকে পুরো সিনেমার প্রাণ। শরীরের প্রতিটি অংশে ব্যাথা ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও দর্শকদের ভালোবাসাই আমাকে শক্তি দিয়েছিল। আজ যখন দেখি মানুষ সেই দৃশ্য দেখে অভিভূত, তখন মনে হয় সব কষ্ট সার্থক।

নেটমহল তাঁর এই স্বীকারোক্তিতে মুগ্ধ। কেউ বলেছেন, ক্লাইম্যাক্সে অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন। ছবিতে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনাও করেছেন। কান্তারা ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ভাগ ২০২২ সালে ৪৭০ কোটি টাকা আয় করেছিল।

দুই দশকেও চালু হয়নি কমপ্লেক্স

ফাঁকা বাজারের স্টল, ব্যবসায়ীরা বসছেন রাস্তার দু'পাশে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বছরের পর বছর, মাসের পর মাস কেটে গেলেও আজও চালু হল না ইন্দিরা কলোনি মার্কেট কমপ্লেক্স। কথার পর কথা দেওয়া হয়েছে, মিটিংয়ের পর মিটিংও হয়েছে। তারপরেও পুর কর্তৃপক্ষ কেন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি, এনিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে।

বন্ধ মার্কেট কমপ্লেক্সের গেট।

প্রায় ২০ বছর আগে জলপাইগুড়ি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা কলোনিতে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছিল ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা ভেবে। কিন্তু ২০২৫ সালের শেষের দিকে এসেও সেই মার্কেট কমপ্লেক্সে না বসে ব্যবসায়ীরা বসছেন রাস্তার দু'পাশে পসরা সাজিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে তাই ফাঁকা পড়ে রয়েছে বাজারের স্টলগুলো। পুরসভার তরফে এক থেকে দেড় বছর আগেও উদ্যোগ নেওয়া হলে, কার্যত কাজ এগোয়নি। মার্কেট কমপ্লেক্সটি এসজেডিএ তৈরি করলেও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জলপাইগুড়ি পুরসভার ওপরেই।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলছেন, 'কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের একটা বৈঠক রয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র ইন্দিরা কলোনি কমপ্লেক্সই নয় বৌবাজার, বয়েলখানা সব মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে আলোচনা হবে। রাস্তার পাশে পসরা সাজিয়ে বসাতে যাতায়াতকারীদের সমস্যা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। আশা করছি দ্রুত এনিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

ইন্দিরা কলোনির মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকার ব্যবসায়ীদের স্টল নেওয়ার কথা বলা হলেও সবজি, মাছ-মাংস, ফলের দোকানিরা টাকার বিনিময়ে সেই স্টল নেননি। আবার অনেকে স্টল নিয়েও সেই রাস্তায় পসরা সাজিয়ে বসছেন। ওই এলাকার ব্যস্ততম সড়কের দুই ধারেই প্রায় শতাধিক দোকান নিয়ে প্রতিদিন অস্থায়ী বাজার বসছে।

এই মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতর ৫১টি স্টল রয়েছে। পাশাপাশি সামনের দিকে আরও ১৩টি শাটার দেওয়া স্টল তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে মাছের বাজার, সবজির বাজার বসছে মার্কেট কমপ্লেক্সের পার্কিং জোন হিসেবে যেটা ভাবা হয়েছিল সেখানে। কিন্তু কিছুই রূপায়িত হয়নি। তাই মানুষের আনাগোনা কম থাকায় কমপ্লেক্সের ভেতর ধুলোয় ঢেকেছে। কমপ্লেক্সটিতে কেন তাঁরা বসছেন না প্রশ্ন করতেই সবজি বিক্রেতা রবি মাহাতোর জবাব, 'যদি স্টলগুলো বণ্টন করে দেওয়া হত, তাহলে নিশ্চয়ই নিতাম। প্রায় ৯-১০ বছর ধরে এখানেই দোকান দিচ্ছি।' আরেক ব্যবসায়ী পরিমল মণ্ডল বলছেন, 'এখানেই ভালো রয়েছি। স্টলে গেলে কতটা বিক্রি হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

ইন্দিরা কলোনির বাজারের রাস্তা ধরে গোশালা মোড়ে যাওয়া যায়। ঠিক তেমনি উলটো দিক থেকে এলে রাজবাড়ি, বিডিও অফিসেও যাওয়া যায়। পাশাপাশি রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকানগুলিতে মাছ, মাংস, সবজি সহ বিভিন্ন জিনিস কিনতে ক্রেতাদের ভিড় জমে। পার্কিং জোন না থাকায় রাস্তায় বাইক, গাড়ি, সাইকেল, টোটো সবই দাঁড়িয়ে থাকে। ইন্দিরা কলোনি বাজারে নিয়মিত বাজার করতে আসা সুবোধ গুহরায়ের কথায়, 'পুরসভার কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এরপর বানানো কমপ্লেক্সটা ব্যবহার না করায় বিভিন্ন জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে। আবার বলা হবে পুনরায় সংস্কারের জন্য টেন্ডার করা হবে।'

বাড়ছে ক্ষোভ

প্রায় ২০ বছর আগে ইন্দিরা কলোনিতে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছিল

২০২৫ সালের শেষের দিকে এসেও সেই মার্কেট কমপ্লেক্সে বসতে পারেন না ব্যবসায়ীরা

মার্কেট কমপ্লেক্সটি এসজেডিএ তৈরি করলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জলপাইগুড়ি পুরসভার ওপরেই

পুরসভা এক থেকে দেড় বছর আগে উদ্যোগ নিলেও কার্যত কাজ এগোয়নি

রকমারি আলো। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির একটি দোকানে। ছবি : মানসী দেব সরকার

মালে সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : মাল শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাসস্ট্যান্ড, বাজার রোড, সাপ্তাহিক হাট এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ফের সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি জোরালো হচ্ছে। গত কয়েক মাসে শহরে ঘটে চলা একাধিক চুরি, ছিনতাই ও দুর্ঘটনার পর সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে।

২০২০ সালে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে মাল থানার তত্ত্বাবধানে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বর্তমানে প্রায় সমস্ত ক্যামেরাই অকেজো হয়ে পড়েছে। পুরসভা ও প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শহরের অভিভাবক মঞ্চের অন্যতম সদস্য কৌশিক পাল বলেন, 'কোনও ঘটনা ঘটলে সেটি যদি সিসিটিভির আওতায় থাকে, তাহলে অপরাধের উৎস ও অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। প্রত্যেকে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে উঠে এসেছে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথা। সম্প্রতি রবিবারের হাটে পরপর কয়েকটি সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শহরের কলোনির মাঠ সংলগ্ন এলাকা ও রামকৃষ্ণ মিশনের পাশে থাকা রেললাইনের ধারে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। এর সঙ্গে কয়েকটি চুরির ঘটনাও ঘটেছে, যা সিসি ক্যামেরা না থাকার সমস্যাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সমাজসেবী আশিস মিত্র জানান, 'জাতীয় সড়কের কিছু জায়গায় আগে ক্যামেরা বসানো হলেও সেগুলো দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে দুর্ঘটনার উৎস ও দোষীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কর্তৃপক্ষের উচিত, অবিলম্বে এই ক্যামেরাগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করা।' সাপ্তাহিক হাটে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে বলে জানান হাটের ব্যবসায়িক সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত। তাঁর মতে, 'প্রশাসনের উচিত বাজার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া।'

নাগরিকদের এই দাবি নিয়ে শহরে আলোচনা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। তবে এবার পুরসভার পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে, খুব শিগগিরই কাজ শুরু হবে।' নাগরিক, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীদের মিলিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভার আশ্বাসে আশার আলো দেখছেন মাল শহরবাসী। সিসি ক্যামেরার পরিষেবা দ্রুত চালু হলে শহরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই শক্তিশালী হবে বলে মনে করছেন সবাই।

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

বালি-বজরিতে দুর্ভোগ

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : রাস্তার শোচনীয় অবস্থা। অবিরাম বৃষ্টিতে চলাফেরা করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। বারবার কাউন্সিলারকে জানানোর পরও কোনও সুরাহা হয়নি। সমাধান হিসেবে ভেঙেচুরে যাওয়া রাস্তার উপর কিছুটা বালি-বজরি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। এমনই অভিযোগ পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড গোবিন্দনগরের বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা রতন মণ্ডল বলেন, 'বহু বছর ধরে রাস্তার হাল একেবারে খারাপ। উপরের নুড়ি ও পিচের প্রলেপ পুরোপুরি উঠে গিয়েছে। কোথাও কোথাও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।' পেশায় টোটোচালক বিপুল দাসের কথায়, 'এভাবে অস্থায়ী সংস্কারের ফলে সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। রাস্তা পুরো প্যাচপেচে কাদায় ভর্তি।' স্থানীয় বাসিন্দা গৃহবধূ পূর্ণিমা সেন বলেন, 'পানীয় জল নিয়ে ও বাজার সেরে টোটোতে বাড়ি ফিরতে সমস্যা হয়। এই রাস্তায় কোনও টোটোচালক আসতে চান না।' কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস জানান, এই পরিস্থিতির কথা পুরসভায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

ধূপগুড়ি

আবর্জনায় লাল পতাকা

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : গত অগাস্ট মাসের শেষে সারাভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমাবেশ আয়োজিত হয় স্থানীয় ডাকবাংলো ময়দানে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের জনসভার জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা চত্বর। তারপর প্রায় ১ মাসেরও বেশি সময় কেটে গেলেও, ডাকবাংলো চত্বরেই আবর্জনার স্তূপের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর লাল পতাকা। রাজনৈতিক দলের পতাকা বলে, কেউ তাতে হাত দেননি। আবার দলীয় নেতা-কর্মীরাও ওই পতাকাগুলো অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কোনও উদ্যোগ নেননি। স্থানীয় এক দোকানি রবি সাহা বলেন, 'আবর্জনার স্তূপে এভাবে রাজনৈতিক পতাকা পড়ে থাকা মোটেই শোভনীয় নয়।'

দলীয় নেতারা অবশ্য লাল পতাকার অপমানের কথা মানতে নারাজ। সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'দলের নয়, সেদিন কৃষকসভার কর্মসূচি ছিল। একথা জানার পর খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সমাবেশের সময় কিছু পতাকা নষ্ট হয়েছিল। সেগুলোই সম্ভবত একসঙ্গে জড়ো করে রাখা ছিল। তবে সেগুলোও দপ্তরে ফেরত নিয়ে আসাই উচিত ছিল।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং সপ্তর্ষি সরকার

নিত্যনতুন ডিজাইনে মুগ্ধ জলপাইগুড়ি

মাটির প্রদীপের অচ্ছে দিন ফিরছে

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : কয়েক বছর আগেও দীপাবলি মানেই ছিল চাইনিজ আলো। রংবেরংয়ের বিদেশি আলো দিয়েই বাড়িঘর সাজাতে বেশি পছন্দ করতেন সকলে। কিন্তু গতবছর থেকে সেই ট্রেন্ডে বদল এসেছে। মাটির প্রদীপের অচ্ছে দিন ফিরছে ধীরে ধীরে। মাটির তৈরি প্রদীপের নিত্যনতুন ডিজাইনে মুগ্ধ জলপাইগুড়ি শহরবাসী। রংবেরংয়ের অভিনব মাটির প্রদীপ বিক্রির টাকায় এবারের দীপাবলিতে ব্যবসায়ী এবং মৃৎশিল্পীদের নিজেদের বাড়িও আলোকিত হয়ে উঠবে, এমনটাই আশা করছেন তাঁরা।

একটা সময়ে দীপান্বিতা অমাবস্যায় বাঙালির ঘর আলোকিত করত মাটির প্রদীপ। মাটির প্রদীপে ভরে উঠত বাড়ির উঠোন। গতবছর থেকে অনেকটা সেই ট্র্যাডিশনই ফিরছে তিস্তাপারের শহরে। ফেসবুকে ট্রেন্ডিং থাকতে অনেকে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ছবি তুলে সেসব পোস্ট করছেন। সেই দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বাকিরাও ভিড় জমাচ্ছেন মাটির প্রদীপ কিনতে। সেই কারণেও মাটির প্রদীপের বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। তাছাড়া মাটিগাড়া থেকে আসা অভিনব ডিজাইনের প্রদীপ ছুঁয়েছে মানুষের মন। রয়েছে কুলো, চক্র, নারকেল বা ডাব, ঘট, হাতি, হ্যারিকেন প্রদীপ। বিভিন্ন মূর্তি প্রদীপও রয়েছে। আলপনার ডিজাইনের মধ্যে প্রদীপ বসানো রয়েছে, এমনও মিলছে বাজারে। সেইসঙ্গে চিরাচরিত স্ট্যান্ড প্রদীপ, গাছ প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ তো রয়েইছে। এত ধরনের প্রদীপ দেখে মুগ্ধ বৃষ্টি ঘোষ। তরুণীর কথায়, 'এখন প্রদীপ জ্বালানোর চল অনেকটাই কমেছে। কিন্তু এবার এই প্রদীপগুলো দেখে না কিনে পারলাম না। বিশেষ করে গাছ প্রদীপ এবং পাখির বাসার আকারের প্রদীপগুলো বেশি ভালো লেগেছে। সেইসঙ্গে ছোট ডিজাইনার প্রদীপও নিয়েছি। এগুলো দিয়ে উঠোন সাজালে খুব ভালো লাগবে।'

হরেকরকম প্রদীপের পসরা। জলপাইগুড়িতে। -শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ির বাজারে মাটির নানা ডিজাইনের প্রদীপের চাহিদার কথা মাথায় রেখে মাটিগাড়ার কুমোরপাড়ায় এখন ব্যস্ততার হিড়িক। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে কুমোরপাড়ার শিল্পীরা নানা ডিজাইনের প্রদীপ তৈরি করছেন। বিক্রেতা মহাদেব পাল বলেন, 'কয়েকবছর আগে চাইনিজ আলোর জন্য আমাদের ব্যবসা তলানিতে নেমে গিয়েছিল। এখন সেই পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভালো। অনেকেই প্রদীপ কিনতে আসছেন। নানা ডিজাইনের প্রদীপের অর্ডার দিয়ে যান। শহরের দোকানিরা আলপনা প্রদীপ, স্ট্যান্ড প্রদীপ, পঞ্চ, সপ্ত প্রদীপের অর্ডার দিচ্ছেন। রঙিন প্রদীপেরও চাহিদা রয়েছে।' হাসি হাসি মুখে বললেন, 'যে পরিমাণ প্রদীপ নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলোর অনেকটাই শেষ। আবারও আনতে হবে।'

আরেক শিল্পী দুলাল পালও একই কথা বললেন। তিনিও মাটিগাড়া থেকে অর্ডার দিয়ে প্রদীপ আনিয়েছেন। পাঁচ টাকা থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত প্রদীপ রয়েছে। তুলনামূলক বেশি দাম দিয়ে মাটি কিনতে হওয়ায় কিছুটা সমস্যায় শিল্পীরা। ৫ টাকা থেকে শুরু করে ৬০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে প্রদীপের দাম। কিন্তু প্রদীপের নতুনত্ব মানুষের মন জয় করবে বলে আশা বাবলু পালের মতো শিল্পীদের।

টুকরো খবর

ছটপুজোর অনুষ্ঠানসূচি

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : এবছরের ছটপুজোর অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশ করল কামারপাড়া ছটপুজো কমিটি। মঙ্গলবার প্রকাশিত অনুষ্ঠানসূচিতে কমিটির তরফে জানানো হয়, ২৫ অক্টোবর সকাল আটটায় কামারপাড়া থেকে শুরু হবে কলসযাত্রা। ২৬ তারিখ খর্নার আয়োজন করা হয়েছে। ২৭ তারিখ জুবিলি পার্কের তিস্তার ঘাটে সন্ধ্যাঘাট, অর্ঘ্য হবে। এরপর ২৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে পারণ।

ছটপুজো কমিটির সভাপতি প্রদীপ দাস বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবছরও আমাদের কমিটি তিস্তার ঘাটে ছটপুজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আশা করছি প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারব।'

যানজট

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : কর্মব্যস্ত ধূপগুড়িতে দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালীপুজোতেও থাকে অনেক জাঁকজমক। আর সেই জাঁকজমকের প্রস্তুতির ভিড়ে এবং যানজটে আটকে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস ও লরি। ফলে শহরের ভিতরে ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে। মূলত সন্ধ্যার পর থেকেই যানজটে আটকে যাচ্ছে বাস ও লরি। ট্রাফিক গার্ড, বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করলেও যানজটে পড়ছেন শহরবাসী। তবে আরও বাহিনী ও ট্রাফিক গার্ডের গুরুত্ব বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের জেলার আধিকারিকরা।

পুনরায় প্রস্তুতি

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : মাল শহরের বেশ কয়েকজন তরুণের উদ্যোগে ২০১৪ সালে এসডিও অফিসের বাইরে উই অল ক্লাব নাম দিয়ে শ্যামাপুজো শুরু হয়। পরের বছর থেকে ওই পুজোটি বড় আকারে হত। পুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হত। তবে গত বছর ক্লাবের সদস্য কমে যাওয়ায় পুজো বন্ধ ছিল। তবে এবছর ফের ছোট করে পুজো হচ্ছে।

বাসের দাবি

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : কলকাতার পথে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) ভলভো বাস দাবি করছে মাল পুরসভা। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সম্প্রতি মালবাজারে এলে তাঁর কাছে ওই দাবি জানান পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ছাড়া মালবাজার থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার আর কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ওই দাবি তোলা হচ্ছে। মালবাজারের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের যোগাযোগ মসৃণ করতে দার্জিলিং, কার্সিয়াংগামী বাসের দাবিও উঠেছে। যদিও দার্জিলিং থেকে একটি সরকারি বাস চলছে মালবাজার হয়ে। তবে সন্ধ্যা ৭টার পর শিলিগুড়ি থেকে মালবাজারের বাস পাওয়া যায় না। ওই সময় অন্তত একটি বাস দেওয়ার জন্যও আবেদন করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান। এনবিসিটিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, 'আবেদনগুলি নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।'

বাজি বাজার

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার থেকে ময়নাগুড়ি শহরে নন্দনকানন মাঠে আতশবাজির বাজার বসবে। এখানে আতশবাজির সাতটি দোকান বসবে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষরা বললেন, পুরসভা অফিসের পাশে নন্দনকানন মাঠে আতশবাজির বাজার বসবে। ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'প্রশাসনের তরফে শব্দবাজি বিক্রি এবং ফাটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে শুধু সবুজ আতশবাজির পসরা সাজিয়ে বসবেন ব্যবসায়ীরা।

ডিজে নিষিদ্ধ

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : কালীপুজো করার জন্য অনলাইনে অনুমতি নিতে হবে বুধবারের মধ্যে। ২৩ অক্টোবরের মধ্যে বিসর্জনও সেরে ফেলতে হবে ময়নাগুড়িতে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ডাকা এক সভায় এই নির্দেশাবলি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ময়নাগুড়িতে প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। সে কারণে দুর্গাপুজোর মতোই ড্রপ গেট ও নো এন্ট্রি জোনের ব্যবস্থা থাকছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি মাড়োয়ারি গেস্টহাউসে মঙ্গলবারের ওই বৈঠকে পুলিশ জানিয়েছে, ডিজে বাজানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

পথসভা

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : দুর্গাপুরের মেডিকেল কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি অভয়া মঞ্চের তরফে পথসভা হল কদমতলা মোড় সংলগ্ন একটি ব্যাংকের সামনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি গৌতম গুহ রায়। এদিনের পথসভা শুরু হয় অভয়া মঞ্চের সদস্যা মৌদীপা নন্দীর সংগীতের মধ্য দিয়ে। আরজি করের পর এধরনের ঘটনার প্রতিবাদে ফের স্লোগান ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বা 'লক্ষ কণ্ঠে একটিই সুর, জাস্টিস ফর দুর্গাপুর'।

বাঘা যতীনের থিম মায়াজাল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৪ অক্টোবর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে মালবাজার। ছোট-বড় সব ক্লাবেই এখন চরম ব্যস্ততা। পিছিয়ে নেই শহরের রাজাপাড়ার বাঘা যতীন স্পোর্টিং ক্লাব। তাদের এবারের থিম মায়াজাল। এই থিম তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন নবদ্বীপের মণ্ডপশিল্পী সুশান্ত দেবনাথ। স্থানীয় বাসিন্দা সংহিতা দত্তর কথায়, রাজাপাড়ার কালীপুজো বরাবরই থিমের পুজোর মধ্যে অন্যতম সেরা।

কমিটির সভাপতি মলয়কান্তি ঘোষ জানান, জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম বড় পুজোগুলোর মধ্যে বাঘা যতীন স্পোর্টিং ক্লাব একটি। ৬৪তম বর্ষে এই ক্লাবের পুজোর মোট বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী খগেন পাল। প্রতিমা তৈরি করছেন প্রতিমাশিল্পী স্বপন ভাদুড়ি।

শ্যামাপুজোর সন্ধ্যায় কিছু দুঃস্থ-অসহায়কে কম্বল বিতরণ করবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পুজোর পরের দু'দিন সন্ধ্যায় একদিন হবে খিচুড়ি, আরেকদিন থাকবে লুচি ও হালুয়া।

কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় দাস জানান, পুজো উপলক্ষ্যে একসময় রাস্তার পাশেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে তিনদিন ধরে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জায়গার অভাবে এখন সেই অনুষ্ঠানের প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। মাল শহরের প্রবীণ নাগরিক দীপক বণিক বলেন, 'একসময় আরও ভালো পুজো হত বাঘা যতীনে, তবুও তারা চেষ্টা করছে নিজেদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে।' তবে শহরের বাসিন্দা ছাড়াও দূরদূরান্তের দর্শনার্থীরা এই ক্লাবে ভিড় জমান বলে বাসিন্দা সৌরভ পাল জানান।

চার দশক পার সম্প্রীতির পুজোর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : চার দশক সম্প্রীতির মিলনমন্ত্রে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে আয়োজন করে আসছে কালীপুজোর। ময়নাগুড়ির বিডিও অফিস মোড় যুব সংঘের পুজোয় শুধুমাত্র কমিটির সদস্যরা নন, আয়োজনে সমান উদ্যমে হাত লাগান সব ধর্মের মানুষ।

যুব সংঘের পুজোর প্রস্তুতি। ময়নাগুড়িতে।

যুব সংঘের কালীপুজো এবার ৪১তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। পুজো কমিটির শীর্ষপদে সীমা রায়, সন্তোষ রায়দের পাশাপাশি রয়েছেন মালেক রহমান, তাইজুল কবির, আমিনুল ইসলাম, সইদুল ইসলামরা। আটের দশকে এলাকার প্রবীণ কয়েকজন হিন্দু ও মুসলিম মানুষ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পুজো শুরু করেন। এরপর প্রবীণদের দেখানো পথ ধরে আজও হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কালীপুজোর আয়োজন করেন। পুজোর চাঁদা তোলা, প্রতিমা আনা ছাড়াও পুজোর আয়োজন থেকে শুরু করে ভোগ বিতরণ- সব কাজ চলে সম্মিলিত প্রয়াসে। এলাকার প্রবীণ হিন্দুদের পাশাপাশি স্থানীয় মসজিদের ইমাম ইয়াকত আলি উৎসবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। পুজোর দিন সীমা রায়দের সঙ্গে দিনভর উপোস থেকে পুজোর জোগাড় করেন লিপি বেগম, আফুজা বিলকিস, হালিমা বেগম, মৌসোনা বেগমরা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় ধর্মের মানুষের বাড়ি থেকে আসে পুজোর যাবতীয় উপকরণ।

ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার চার লেনের মহাসড়কের ঠিক পাশে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস চত্বর লাগোয়া এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে যুব সংঘের পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ। এবার পুজোর থিম, দিঘার জগন্নাথ মন্দির। শিল্পী দীপক রায় তৈরি করছেন মণ্ডপ। প্যান্ডেলে প্রবেশের আগে রাস্তাজুড়ে থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে আছেন স্থানীয় শিল্পী বুলেট রায়। পুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে।

পুজো কমিটির কর্তা সন্তোষ রায়, সীমা রায় বলেন, 'আগের প্রজন্মের দেখানো পথ ধরে হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে পুজোর আয়োজন করি। তাইজুল, মালেকদের কথায়, শুধু পুজোর আনন্দ নয়। সারাবছর এলাকার মানুষ সুখে-দুঃখেও পাশে থাকে। হিন্দু বাড়ির কেউ মারা গেলে আমরা কাঁধ দিয়ে শ্মশান যাই। আবার মুসলিম পরিবারের কারও মৃত্যু হলে হিন্দুরাও কবরস্থানে যান একসঙ্গে। ইফতার-ইদ, লক্ষ্মীপুজো-কালীপুজো আমাদের গ্রাম একসঙ্গে পালন করে।'

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুর কথায়, 'যেভাবে উদ্যোক্তারা পুজোর আয়োজন করে থাকেন সেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। সেই পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন রেখে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসছে চার দশক পার করা এই শক্তি আরাধনা।'

> যেভাবে উদ্যোক্তারা পুজোর আয়োজন করে থাকেন সেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। সেই পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন রেখে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসছে চার দশক পার করা এই শক্তি আরাধনা।
>
> **প্রসেনজিৎ কুণ্ডু** *বিডিও*

পৃথিবীর পাঠশালা

আলো থামতে বলে

জাপানের ফুটপাথের লণ্ঠনগুলি এখন শুধু আলো দেখায় না, কথাও বলে! আপনি যেই হাঁটতে শুরু করবেন, এই স্মার্ট লণ্ঠনগুলি আপনার হাঁটার গতি বুঝে আলোর রং আর উজ্জ্বল্য বদলে দেয়। দ্রুত হাঁটছেন? আলো থাকবে সাধারণ সাদা। কিন্তু যেই একটু আস্তে পা ফেললেন বা থমকে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে আলোটা ধীরে ধীরে উষ্ণ সোনালি রংয়ে ঝলমল করে উঠবে। এটা কেবল আলো-আঁধারি খেলা নয়, এ যেন আপনাকে বলছে, 'দাঁড়াও, একটু দম নাও!' দ্রুতগামী জীবনের মাঝে এটি এক মুহূর্তের জন্য হলেও মনকে শান্ত হওয়ার মৃদু আহ্বান। কিয়োটো বা কানাজাওয়ার মতো শহরে মন্দির বা নদীর ধারে এই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। উদ্দেশ্য শুধু শক্তি সাশ্রয় নয়, মানুষের মানসিক শান্তিও। লণ্ঠন যেন পথ নয়, আপনার মনকেও আলোকিত করে তোলে।

সাঁতার মানেই বুদ্ধি

সাঁতার শুধু শরীরচর্চা নয় মশাই, এ হল আমাদের মস্তিষ্কের বুস্টার ড্রিংক! গবেষণা বলছে, যাঁরা নিয়মিত সাঁতার কাটেন, তাঁদের স্মৃতিশক্তি হয় ধারালো, ঘুম হয় দারুণ গভীর আর মানসিক চাপ থাকে কম। কেন এমন হয়? সাঁতারে ছন্দময়ে শ্বাস নেওয়া, দেহের দুই পাশে সমানভাবে কাজ করা এবং চারপাশের পরিবেশ নিয়ে সচেতন থাকা- এইসব কাজ একসঙ্গে হওয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক অংশ সচল হয়। এতে স্নায়ুর সংযোগ আরও মজবুত হয়। ফলস্বরূপ বাড়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা আর মনোযোগ। সাঁতার কাটলে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশে রক্তপ্রবাহ বাড়ে (যা স্মৃতি ও শেখার জন্য দায়ী)। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল কমে আর মন ভালো রাখা সেরোটোনিন বাড়ে। তাই মন ও মেজাজ চাঙ্গা রাখতে সাঁতারের জুড়ি মেলা ভার!

ফিনল্যান্ডের চমক

ট্রান্সপোর্টেশন দুনিয়ায় ফিনল্যান্ডের এক দারুণ চমক! এক কার্গো সিস্টেমের সফল পরীক্ষা হয়েছে যা ঘণ্টায় ৬০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে! ভাবুন তো! এর মধ্যে নেই কোনও পুরোনো দিনের ইঞ্জিন, চাকা বা সেই চেনা ঘড়ঘড় শব্দ। তাহলে চলছে কী করে? পুরোটাই হচ্ছে চুম্বকীয় উত্তোলন আর ভ্যাকুয়াম টিউবের জাদুতে। কার্গোর পডগুলি ঘর্ষণ ছাড়াই যেন বাতাসে ভেসে চলে। সবচেয়ে বড় সুবিধা? এতে এক ফোঁটা জ্বালানি পোড়ে না, তাই এটি পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব! আর খরচও বাঁচে অনেকটা। টাটকা সবজি বা জীবনদায়ী ওষুধ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে যাবে মাত্র এক ঘণ্টার কমে! সাপ্লাই চেন আর বাণিজ্যে বিপ্লব আনার জন্য ফিনল্যান্ড দেখিয়ে দিল যে হাইপারলুপ আর কেবল কল্পনাবিলাস নয়, এবার তা বাস্তব।

রেডিও টাওয়ারে বিপদ

ইতালীয় গবেষকদের একটি সমীক্ষা কিছু এক গুরুতর বিপদের দিকে আঙুল তুলেছে। তাঁরা বলছেন, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও টাওয়ারের কাছাকাছি থাকা শিশুদের লিউকেমিয়া (রক্ত ক্যানসার)-এর ঝুঁকি নাকি প্রায় ২২০ শতাংশ বেশি। কথাটা শুনলে বুক কেঁপে ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষত সম্প্রচার এবং টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। যা কোষের কার্যক্রমে বাধা দিতে পারে এবং জিনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হু একে 'সম্ভাব্য ক্যানসার সৃষ্টিকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ৫জি-র প্রসারের সময় এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া জরুরি।

কাল শুভেন্দুর নাগরাকাটা থানা অভিযান

চা বাগানে নজর পদ্মের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ অক্টোবর : মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলা এবং তার তদন্তে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে আগামী বৃহস্পতিবার নাগরাকাটা থানা অভিযান করবে বিজেপি। তার নেতৃত্ব দেবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান থেকে জমায়েতকেই পাখির চোখ করেছে বিজেপি। শুভেন্দুর নেতৃত্বে নাগরাকাটায় মিছিল ও থানায় অবস্থান বিক্ষোভ হবে বলে গেরুয়া শিবির জানিয়েছে।

পুলিশ অবশ্য ইতিমধ্যেই ওই হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও বিজেপির দাবি, মূল অভিযুক্তদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানিয়েছেন, বিধায়ক ও সাংসদের ওপর হামলা নিয়ে বিজেপি নেতাদের হাইকোর্টে করা জোড়া মামলার প্রথম শুনানিতে পুলিশের তদন্তে আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। পুলিশের থেকে আরও একটি রিপোর্ট আদালত চেয়েছে। এর আগে জাতীয় এসটি-এসসি কমিশন ও সংসদের প্রিভিলেজ কমিটি পুলিশের কাছে হামলার বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিল। তা দিনকয়েক আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' পুলিশ সুপার বলেন, 'যে গাড়িতে সাংসদ-বিধায়করা ছিলেন সেটির ফরেন্সিক পরীক্ষা, ঘটনাস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বয়ান রেকর্ড সহ অন্যান্য যা করার সমস্তকিছুই করা হয়েছে। আইপিএস পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন।'

> অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রকৃত হামলাকারীদের পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি। এর প্রতিবাদেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আসছেন। এর পরেও যদি পুলিশ ব্যবস্থা না নেয় তবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে।
>
> **মনোজ টিগ্গা,** বিজেপি সাংসদ

এদিকে, শুভেন্দুর কর্মসূচিকে ঘিরে যথারীতি রাজনৈতিক তর্জা তুঙ্গে উঠেছে শাসক-বিরোধী শিবিরে। এদিন দলীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নাগরাকাটায় আসেন বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তিনি বলেন, 'অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রকৃত হামলাকারীদের পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি। এর প্রতিবাদেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আসছেন। এর পরেও যদি পুলিশ ব্যবস্থা না নেয় তবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে। গত ৬ অক্টোবর বামনডাঙ্গা চা বাগানের দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যেভাবে তৃণমূলের বাহিনী হামলা চালায় তার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। প্রকৃত তদন্ত হলে সমস্ত কিছু উঠে আসবে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'এখন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি। বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মূল কাজ। এটা রাজনীতির সময় নয়। যে কারণে দলীয় সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। বিজেপি সস্তার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ওঁদের সাংসদ-বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে কাউকেই দেখা যায় না। দুর্যোগ মোকাবিলার সময় যখন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কথা তখনও ওঁরা রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এর জবাব বিজেপি আগামী নির্বাচনে পেয়ে যাবেন। এসব করে যদি কোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি হয় তার জন্যও দায়ী থাকবেন ওঁরাই। জলপাইগুড়ি জেলায় আমরা অশান্ত পরিবেশ চাই না।'

বিজেপি জানিয়েছে শুভেন্দুর কর্মসূচিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় ছাড়াও ডুয়ার্স থেকে দলীয় বিধায়করা থাকবেন। নাগরাকাটা ছাড়াও লাগোয়া বানারহাট, মেটেলি, মালবাজার ও মাদারিহাট ব্লকের চা বাগান থেকেও লোক আনার টার্গেট রয়েছে। নাগরাকাটা স্টেশন মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নাগরাকাটা থানার সামনে শেষ হবে। জমায়েতে শুভেন্দু বক্তব্য রাখবেন।

রোদে প্রদীপ শুকোচ্ছেন শিল্পীরা। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মারে মৃত্যু প্রৌঢ়ার

শীতলকুচি, ১৪ অক্টোবর : তাঁর ছাগল প্রতিবেশীর সুপারি গাছের চারা নষ্ট করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এ নিয়ে সেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রথমে বচসা পরে মারধরের ঘটনায় এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম নিরোন বর্মন (৫৫)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট শালবাড়ি চর এলাকার ঘটনা। অভিযুক্তরা পলাতক। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'মৃতের পরিবারের তরফে এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।'

এদিন নিরোনের ছাগল প্রতিবেশী পরিবারের সুপারি গাছের চারা নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। এনিয়ে প্রতিবেশী পরিবারটি আপত্তি জানায়। এরপর দু'পক্ষে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা বড় গণ্ডগোলের চেহারা নেয়। প্রতিবেশী পরিবারটি নিরোন ও তাঁর নাতনিকে মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধরে গুরুতর জখম ওই প্রৌঢ়া জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের পথে রওনা হন। তবে ওই হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে পথেই প্রৌঢ়া মারা যান। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠান। অন্যদিকে, যেখানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল, শীতলকুচি থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তদন্ত শুরু করে।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। নিহত প্রৌঢ়ার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত পরিবারের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। নিরোনের স্বামী উপেন বর্মনের অভিযোগ, 'জমি নিয়ে ওই পরিবারটির সঙ্গে আগে থেকেই সমস্যা ছিল। এদিন সুপারির চারা নষ্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর ওপর হামলা চালানো হল।' উপেনের দাবি, 'স্ত্রী বাড়িতে একা ছিলেন। তাই রীতিমতো পরিকল্পনা করেই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়।' সবকিছু জানিয়ে তিনি দ্রুত পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবেন বলে প্রৌঢ়ার স্বামী জানিয়েছেন।

মারধরের ঘটনার সময় প্রতিবেশী বাসন্তী বর্মন বাড়িতে ছিলেন। ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময়ও তিনি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন, 'চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ওই প্রৌঢ়া রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন। চিৎকার করে প্রতিবেশী ও প্রৌঢ়ার স্বামীকে ডাকি। সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন যা ঘটল তা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানাই।' ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উত্তমকুমার বর্মন, প্রধানের স্বামী আলতাফ হোসেন প্রমুখও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। আলতাফ বলেন, 'ঠিক কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা পুলিশকে খুঁজে বের করতে হবে।' দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিতে তিনিও সরব হয়েছেন।

পর্যটনকেন্দ্রের ভাবনা মমতার

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : পশুপতি এবং সুখিয়াপোখরির মাঝে লামাহাটার মতো পর্যটনকেন্দ্রের ভাবনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। মঙ্গলবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, পশুপতি এবং সুখিয়াপোখরির মাঝে লামাহাটার মতো পর্যটনকেন্দ্র হতে পারে।

অস্ত্র কটাক্ষ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেখান কনভয় না থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মিরিকের দিকে রওনা দেন। সুখিয়াপোখরিতে তখন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন এবং প্রচুর মানুষের ভিড়। কনভয় এগিয়ে যেতেই জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক সহ অন্যরাও গাড়ি নিয়ে সেই কনভয়ে যোগ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় পশুপতিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে গাড়ি থেকেই জেলা শাসককে ডেকে কিছু কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার কনভয় মিরিক রওনা হয়ে যায়।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মিরিকের দিকে চলে যাওয়ায় সুখিয়াপোখরিতে সকাল থেকে অপেক্ষারত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। আর কতক্ষণ তাঁরা অপেক্ষা করবেন সেই প্রশ্ন তোলেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাঁদের বুঝিয়ে চুপ করান।

মিরিক থেকে ফিরে বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী সুখিয়াপোখরি ব্লকের কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে ১০ জন মৃতের পরিবারের একজন করে সদস্যের হাতে হোমগার্ডে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চারজন মৃতের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি অন্যদের মতো একবার ত্রাণ দিয়ে ছবি তুলে ফিরে যাইনি। নিয়মিত দুর্গত এলাকায় মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করছি। আমার পুরো প্রশাসন মানুষের পাশে সবসময় রয়েছে। আমরা কেউ দয়া করছি না, এটা আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য। কিন্তু কেউ কেউ শুধু রাজনীতি করে যাচ্ছেন। এটা রাজনীতির সময় নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।'

মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যায় দার্জিলিংয়ের সরকারি অতিথিনিবাস রিচমন্ড হিলে পৌঁছেছেন। বুধবার দুপুরে জিটিএ'র সদর কার্যালয় লালকুঠিতে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন।

আহা কী আনন্দ... জম্মু-শ্রীনগর রোডের আইথেম ভিউপয়েন্টে চলছে প্যারাগ্লাইডিং। -পিটিআই

বড় ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘুরেছেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মিনা। তাঁর কথায়, 'প্রথমদিকে যে জমিগুলি দেখে ক্ষতিগ্রস্ত মনে হচ্ছিল, তার অনেকটা এলাকায় ফসল বাঁচানো গিয়েছে। কিন্তু কিছু জায়গায় ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিকরা তার রিপোর্টও পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে কাদের জমিতে ফসল ক্ষতির মুখে পড়েছে, সেটাও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিমার আওতায় সকলকে আনার চেষ্টায় প্রচার, ক্যাম্প করা হচ্ছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে কীটনাশক, অনুখাদ্যও বিলি করা হচ্ছে। চাষযোগ্য জমির জন্য দপ্তর থেকে সর্ষে এবং বিভিন্ন ডালের বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ও মাদারিহাটে তোর্ষা ও শিসামারা নদীর বাঁধ, গাইড বাঁধ, ভূমিক্ষয়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির আমগুড়ি এলাকায় জলঢাকা নদীর ডানদিকের বাঁধে পাঁচটি জায়গায় বড়রকমের ক্ষতি হয়েছে। নদীর বুকে বিশাল বিশাল গর্ত হয়ে গিয়েছে। সেগুলি ভরাট করে নদীর প্রবাহকে স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙ্গার গিলাইডাঙ্গা বাঁধের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ডায়না, গাঠিয়া, কুজি ডায়নার বাঁধ, সেতু ও সংলগ্ন রাস্তারও ব্যাপক ক্ষতি করেছে।

সেচ দপ্তরের থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন মালদা (নর্থ) ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। তিনি জানান, আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক করে দেওয়া হবে। এখন কিছু ডাইভারশন করে চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শন কৃষি দপ্তরের কর্তাদের। মঙ্গলবার।

আরও একটি গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ১৪ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবর দুর্যোগে তোর্ষার জলে ভেসে যাওয়া আরও একটি গন্ডার উদ্ধার হল মঙ্গলবার। ঘটনাস্থল কোচবিহারের পুঁটিমারির কাছে পাতলাখাওয়ার জঙ্গল। তবে ভেসে আসা আরও গন্ডার ওই জঙ্গলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বনকর্মীরা জানান। এই নিয়ে ভেসে আসা মোট ৯টি গন্ডারকে উদ্ধার করল বন দপ্তর।

দখলের ঘরে ভাড়াটে

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : সরকারি জায়গা দখল করে সেখানে দোকান বানিয়ে সেগুলি মোটা টাকায় ভাড়া দেওয়ার রমরমা কারবার চলছে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে। শহরের বিবেকানন্দ রোড, এসএফ রোড, বর্ধমান রোড, সেবক রোড, নৌকাঘাট মোড়, ঝংকার মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার পাশে সরকারি জায়গা দখল করে দীর্ঘদিন ধরে দোকানপাট গজিয়েছে। কিন্তু এলাকার বেশকিছু 'দাদা' দখল করা জায়গায় দোকান বানিয়ে সেগুলি ভাড়া দিয়ে বাড়িতে বসে টাকা কামাচ্ছেন। অনেক সরকারি জমির ওপর তৈরি করা দোকান আবার কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন। পুরনিগমের তরফে এসব বন্ধ করতে মাঝেমধ্যে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হলেও বাস্তবে এখনও তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে সরকারি জায়গা দখল করে ব্যবসা-বিক্রির কারবার চলছে অবাধেই।

শিলিগুড়ি শহরে রাস্তার ওপর সরকারি জায়গা দখল করে ১০ হাজারের বেশি দোকান রয়েছে। জলপাই মোড়ের কাছে এক দোকানদার নিজে না দোকান করে, সেটি ১০ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। সেখানে বিরিয়ানির দোকান চলছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা মহম্মদ রেজ্জাক সেটি ভাড়া নিয়ে দোকান করেছেন। রেজ্জাকের কথায়, 'সমস্ত দোকানের ভাড়াই এমন। যার দোকান সে দশ হাজার টাকা ভাড়া নিচ্ছে। প্রতি বছর ভাড়া বাড়বে বলেও জানিয়ে দিয়েছে।' দোকান মালিক বিরাজ রায়ের একটি বড় দোকান ছিল। অভিযোগ, ওই বড় দোকানকে ভাগ করে তিনটি দোকান বানানো হয়েছে। বিরাজের দাবি, 'অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে দোকান করতে পারছিলাম না। সেই কারণে দোকানভাড়া দিয়েছি।'

চিলাখানা-২ পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে

বিজেপির দুই কার্যালয়ে ভাঙচুর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের এখনও মাসকয়েক বাকি, তার আগেই রাজনীতির পারদ চড়ছে তুফানগঞ্জে। দুর্গাপুর কাণ্ডে বিজেপির ডেপুটেশন ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের পর, গত সোমবার মধ্যরাতে ফের নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি ও দেওচড়াই মোড় এলাকা। সেদিন রাতে পরপর দুটি বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় তৃণমূলের বাইকবাহিনী। বিজেপির অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাদের দলীয় অফিসে ঢুকে টিভি, টেবিল-চেয়ার, পতাকা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, তাণ্ডব চালিয়েছে। উত্তেজনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করছে তৃণমূল শিবির।

শনিবার নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্দরান ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকায় তুফানগঞ্জ-১ (ক) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনিতে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বিজেপির উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'যত বড় মস্তানই হোক, নাটাবাড়িতে বিজেপিকে গর্তে ঢুকিয়ে কবর দেওয়া হবে।' তারপরই দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির তুফানগঞ্জ থানা ঘেরাও অভিযানকে ঘিরে সোমবার তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল তুফানগঞ্জ শহরে। হামলা, পালটা হামলার মধ্যে আহত হয়েছিলেন একজন পুলিশকর্মীও। সোমবার মধ্যরাতে চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়েই তৃণমূলের বাইকবাহিনী তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘোগারকুঠিতে বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর।

> দিনের বেলায় সংঘর্ষের পর রাতে সবটা পরিকল্পনা করেই তারা আমাদের দুটো পার্টি অফিসে হামলা চালিয়েছে। দরজা, জানলা, টেবিল, চেয়ার, টিভি সবকিছুই ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ সবটা জেনেশুনেও চুপ করে আছে।
>
> **চিরঞ্জিত দাস**
> ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি
> নাটাবাড়ি বিধানসভা

এনিয়ে বিজেপির নাটাবাড়ি বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'দিনের বেলায় সংঘর্ষের পর রাতে সবটা পরিকল্পনা করেই তারা আমাদের দুটো পার্টি অফিসে হামলা চালিয়েছে। দরজা, জানলা, টেবিল, চেয়ার, টিভি সবকিছুই ভাঙচুর করা হয়েছে। পুলিশ সবটা জেনেশুনেও চুপ করে আছে। অন্যদিকে, বিজেপির তোলা ভাঙচুরের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ-১ (ক) ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মণ্ডল বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ভাঙচুর হয়েছে।' ঘটনার পর থেকে ঘোগারকুঠি ও দেওচড়াই মোড়ে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হলেও স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত।

দায় ঠেলাঠেলি

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বেহাল রাস্তা নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি। রাস্তা সাড়াইয়ে এগিয়ে আসেনি কোনওপক্ষই। বরং, একে-অপরের ঘাড়ে 'ঝামেলা' ঠেলে দিতে পারলেই যেন এ যাত্রায় রক্ষে! আশিঘর মোড় থেকে ঘোগোমালিমুখী বেহাল রাস্তার একাংশ নিয়ে চলছে এমনই টানাপোড়েন।

রাস্তাটি তাদের অধীন নয় দাবি করে গ্রাম পঞ্চায়েত এসজেডিএ-র ঘাড়ে সংস্কারের দায়িত্ব ঠেলে দিচ্ছে। আবার, এসজেডিএ বলছে, এই রাস্তাটি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ছে। আর এই দায় এড়ানোর জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন পথচারী থেকে এলাকাবাসী। কার্যত ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয়রা মঙ্গলবার আশিঘর মোড়ের ঘোগোমালির অভিমুখের রাস্তায় বাঁশ দিয়ে বেঁধে, বেঞ্চ, চেয়ার পেতে অবরোধ করে সংস্কারের দাবিতে সরব হন। ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে শিলিগুড়ি শহরে প্রবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই আশিঘর মোড়। ঘোগোমালি রোড হয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় কর্মব্যস্ত কোর্ট মোড়ে। প্রতিদিন স্কুলবাস, বড়-ছোট গাড়ি, টোটো, অটো সহ প্রায় সবরকম যানবাহন চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। অথচ, এমন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে প্রবেশের রাস্তাটি প্রায় এক বছর ধরে বেহাল। পুজোর সময় বালি ফেলে গর্ত ভরাট করলেও বৃষ্টিতে গর্তে জল জমে বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে। পাশের নালার জল রাস্তায় উঠে গর্তগুলিতে জমছে। গর্তের গভীরতা বুঝতে না পেরে দুর্ঘটনায় পড়ছে যাত্রীবোঝাই টোটো, বাইক-স্কুটার। জখম হচ্ছে স্কুলপড়ুয়া, পথচলতিরা। এতকিছুর পরও না দেখার ভান করে রয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি শিশুকে দত্তক কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ অক্টোবর : বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে কোচবিহারের এক দম্পতিকে অবৈধভাবে দত্তক দেওয়ার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন শিশুটির মা। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের তৎপরতায় শিশুটিকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়িতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, পলাতক মহিলার নাম সূচনা দাস। তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী বর্তমানে সেদেশেই রয়েছেন। তবে তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য কোচবিহারে বসবাস করছেন। কিন্তু সূচনা কীভাবে ভারতে আসেন এবং কেনই বা তিনি সন্তানকে এভাবে দত্তক দিয়েছিলেন সে বিষয়ে বিশদে কিছু জানা যায়নি বলে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তাছাড়া যে দম্পতি ওই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁদের পরিচয় তদন্তের স্বার্থে প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। কী কারণে তাঁরা কন্যাসন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন, এই ঘটনার পিছনে আর্থিক লেনদেন রয়েছে কি না, সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরীর কথায়, 'শিশুটিকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য শিশুটির সুরক্ষা নিশ্চিত করা।' তিনি জানান, শিশু দত্তক নিতে হলে বেশ কিছু সরকারি নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবিষয়ে সাধারণ মানুষের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

> শিশুটিকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য শিশুটির সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
>
> **স্নেহাশিস চৌধুরী**
> *জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক*

কোচবিহারে বসবাস করা সূচনার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, কয়েকবছর আগে অবৈধভাবে কোচবিহারে এসে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। তবে শিশুটির জন্ম বাংলাদেশে। শিশুটি মায়ের সঙ্গে এদেশে এলেও তার বাবা বাংলাদেশেই রয়েছেন। শিশুটির দিদা রেখারানি দাসকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশ থেকে আসার কথা স্বীকার করে নেন তিনি। নাতনিকে দত্তক দেওয়া নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমরা নাতনিকে ফেরত চাই।'

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৬ সেপ্টেম্বর। সেদিন শিশু সুরক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা চাইল্ডলাইনে ফোন আসে খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন রূপনগরে নিঃসন্তান এক দম্পতিকে অবৈধভাবে শিশু দত্তক দেওয়া হচ্ছে। চাইল্ডলাইনের সদস্যরা গিয়ে দম্পতিকে বুঝিয়ে শিশুটিকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেন। এদিকে দিনকয়েক পর শিশুটির শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে সে বিষয়ে তার বাড়িতে গিয়ে জানতে পারেন ওই পরিবারটির সকলেই বাংলাদেশের বাসিন্দা। এমনকি শিশুটির জন্মের প্রমাণপত্রও দেখাতে পারেননি তাঁরা। এরপর গত ১১ অক্টোবর পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ, চাইল্ডলাইনের সদস্যরা গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। শিশু সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, ওই শিশুটিকে একাধিকবার হস্তান্তরের চেষ্টা করেছিলেন তার মা।

দশে দশ, বিশ্বরেকর্ডে ভাগ শুভমানদের

ভারত-৫১৮/৫ ডি. ও ১২৪/৩
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-২৪৮ ও ৩৯০
(ভারত ৭ উইকেটে জয়ী)

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : মঞ্চ তৈরিই ছিল। অন্যথা হয়নি। আহমেদাবাদের পর নয়াদিল্লি, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ পকেটে। অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিলের প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ পাওয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টানা ১০টি টেস্ট সিরিজ জিতে ভাগ বসানো বিশ্বরেকর্ডেও। ২০০২ সালে জয়ের পরম্পরা শুরু হয়েছিল। শুভমানের তরুণ ভারতের হাতে যা অটুট।

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও একটি দলের (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বিরুদ্ধে টানা দশটি সিরিজ জয়ের নজির ছিল। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টেস্টের পঞ্চম দিনে ম্যাচ ও সিরিজ জিতে ভারত আজ যে নজির স্পর্শ করল। একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করে হেডস্যর গৌতম গম্ভীরের জন্মদিনের উপহার সাজাল।

জিততে হলে আজ ৫৮ রান দরকার ছিল। এদিন আরও ১৭.২ ওভার খেলে যে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। ৬৩/১ থেকে শুরু করে দ্রুত ম্যাচ শেষের ছটফটানিতে অবশ্য ফিরতে হয় বি সাই সুদর্শন (৩৯) ও শুভমানকে (১৩)। প্রথম স্লিপে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে একহাতে সুদর্শনের ক্যাচ ধরেন শাই হোপ। শুভমান ফেরেন ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে।

লোকেশ রাহুল (অপরাজিত) অবশ্য সংযমী এবং খারাপ বলে নেওয়া নিয়ন্ত্রিত শটে ম্যাচ ফিনিশ করেই ফেরেন। ৭ উইকেটে বড় জয়। ২-০ সিরিজ জয়। যার সুবাদে অটুট শেষ ১৪ টেস্টে রাজধানীতে ভারতের অপরাজিত থাকার নজির। এর মধ্যে ১২টিতেই জয়। পিচ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও দেশের আর কোনও মাঠে যে রেকর্ড নেই ভারতীয় দলের।

সাতসকালেই অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে উৎসবের সুযোগ শুভমানের। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা ট্রফি তুলে দেন। শুভমান যা নিয়ে দেন নীতীশ কুমার রেড্ডির হাতে। তারপর সবাই মিলে উচ্ছ্বাস, ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশন। এশিয়া কাপ জিতেও যে ছবিটা মিস করেছিল ভারতীয় সমর্থক, সূর্যকুমার যাদবরা।

ম্যাচ শেষে বন্ধুত্বের বার্তা। রবীন্দ্র

জাদেজার ক্লাসে পিয়ের

জাদেজার ক্লাসে ক্যারিবিয়ান বাঁহাতি স্পিনার খারি পিয়েরে। বেশ কিছুক্ষণ চলল যে ক্লাস। কতটা লাভবান হবেন পিয়ের, ভবিষ্যৎ বলবে। তবে অধিনায়ক রোস্টন চেজ কোটলার লড়াই থেকে আগামীর রসদ খুঁজে পাচ্ছেন। বিশ্বাস, কোটলার লড়াই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখাবে।

ম্যাচের পর চেজ বলেছেন, 'এই লড়াই উন্নতির নয়া সোপান। আগামীর যাওয়ার রাস্তা দেখাবে। কোটলা টেস্টে দল যা খেলেছে, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। শক্তিশালী টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে খেলার সময় রসদ জোগাবে। আশাবাদী এই পারফরমেন্স বজায় থাকবে। আর পিছনের দিকে তাকাতে হবে না।'

দলের মূল দুই পেসার শামার জোসেফ ও আলজারি জোসেফকে পায়নি সিরিজে। চেজের বিশ্বাস, দুইজন ফিরলে দলের বোলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে। মূলত ব্যাটিংয়ে উন্নতি দরকার। গত দুই সিরিজে ব্যাটিং ডুবিয়েছে। বোলিং ব্রিগেডও ঠিকঠাক আছে। দরকার ব্যাটিংয়ে উন্নতি। লক্ষ্যপূরণ হলে, আগামী সিরিজগুলিতে শুধু লড়াই নয়, সাফল্যও মিলবে।

ভারতীয় দলের প্রাপ্তি ধ্রুব জুরেল ও সুদর্শন। ইংল্যান্ড সফরে সাফল্য না পেলেও নয়াদিল্লি টেস্টে তিন নম্বরে নিজের দাবি অনেকটা জোরালো করে নিয়েছেন সুদর্শন। ধ্রুব বুঝিয়ে দিয়েছেন, সুযোগ পেলে তিনি উইকেটকিপার-ব্যাটারের দ্বৈত ভূমিকায় আস্থার মর্যাদা রাখতে প্রস্তুত। বলার কথা, ভারতীয় দলের জন্য ধ্রুব জুরেল 'লাকি চ্যাম্প'। যে সাতটি টেস্ট খেলেছেন প্রতিটিতেই জয়ী ভারত!

গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের প্রাপ্তিযোগ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকাতেও। অস্ট্রেলিয়া (১০০%), শ্রীলঙ্কার (৬৬.৬৭%) পিছনে তৃতীয় স্থানে থাকলেও জয়ের শতকরা হার অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে ভারত (৬১.৯%)। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে জোড়া সাদা বলের সিরিজ খেলতে বুধবার অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠে পড়বে টিম ইন্ডিয়া। নয়া লক্ষ্য, নয়া মিশন। অনেক বেশি কঠিন চ্যালেঞ্জও।

ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে ভারতকে জিতিয়ে ফিরছেন লোকেশ রাহুল।

বিশ্বরেকর্ড
একটি দলের বিরুদ্ধে টানা সর্বাধিক টেস্ট সিরিজ জয়

জয়ের সংখ্যা	জয়ী	পরাজিত	সাল
১০	ভারত	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০০২-'২৫
১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৯৪-'২৪
৯	অস্ট্রেলিয়া	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০০০-'২২

> আমরা প্রায় ৩০০ রানে (২৭০) এগিয়ে ছিলাম। তার ওপর প্রায় ডেড পিচ। ভেবেছিলাম, ৫০০ রান হাতে থাকলেও শেষ দিনে ৬-৭টি উইকেট নেওয়া কঠিন হতে পারে। তাই ফলোঅনের ভাবনা।
> -শুভমান গিল

ট্রফি নিয়ে উল্লাস রবীন্দ্র জাদেজা, শুভমান গিল, মহম্মদ সিরাজদের।

বিমানেই সেরে নেব অজি-স্ট্র্যাটেজি : গিল

ব্যাটিং-সাফল্যে গম্ভীরকে কৃতিত্ব জাড্ডুর

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : জোড়া জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে লক্ষ্যপূরণ।

এবার মিশন অস্ট্রেলিয়া। লাল বলের বদলে সাদা বলের দ্বৈরথ। ক্যারিবিয়ান সিরিজের ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠে পড়ার চ্যালেঞ্জ। রবিবার পারথে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ। অপেক্ষায় মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল মার্শের অস্ট্রেলিয়া।

টেস্টের আমেজ ঝেড়ে দ্রুত সাদা বলের ফরম্যাটে ঢুকে পড়া। বদল পরিকল্পনা, টিম কম্বিনেশনেও। যদিও মিশন অস্ট্রেলিয়ায় নামার আগে পরিকল্পনা তৈরির সময় কোথায়? অথচ, শুভমানের জন্য থাকছে প্রথমবার ওডিআই দলকে সামলানোর চ্যালেঞ্জ। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যে প্রশ্নে শুভমানের মজার উত্তর, বিমানেই সবকিছু সেরে ফেলবেন! বলেছেন, 'লম্বা বিমান জার্নি। অনেকটা সময় পাব। বিমানেই কথা বলে নেব আমরা। সেরে ফেলব ওডিআই সিরিজের পরিকল্পনা!'

যত সহজে গিল বললেন, কাজ ততটাই কঠিন। ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ সবসময় কঠিন মঞ্চ সফরকারী দলের জন্য। পঞ্চাশের ফরম্যাটে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সাফল্যও হাতেগোনা। তবে অতীত নয়, সামনের দিকে তাকাতে বদ্ধপরিকর এই ভারত। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে তরুণ শুভমানের কাঁধে নেতৃত্বভার যে ভাবনার ফল।

টেস্টে আস্থার মর্যাদা রেখেছেন শুভমান। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রান পাচ্ছেন। ইংল্যান্ডে ২-২-এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ২-০। অধিনায়ক হিসেবে সাত টেস্টের যে অভিজ্ঞতা নিয়ে শুভমান বলেছেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহসী পদক্ষেপ করতে হয়েছে। আর যে সিদ্ধান্তগুলি নির্ভর করে দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি মাফিক।'

সিরিজ জয়ের দিনেও ফলোঅন বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। যে সিদ্ধান্তের ফলে টানা দুইশো ওভারের বেশি বোলিং করার ধকল নিতে হয়েছে বোলারদের! শুভমানের সাফাই, 'আমরা প্রায় ৩০০ রানে (২৭০) এগিয়ে ছিলাম। তার ওপর প্রায় ডেড পিচ। ভেবেছিলাম, ৫০০ রান হাতে থাকলেও শেষ দিনে ৬-৭টি উইকেট নেওয়া কঠিন হতে পারে। তাই ফলোঅনের ভাবনা।'

আলোচনায় নীতীশ কুমার রেড্ডিও। পেস অলরাউন্ডার হিসেবে দলে থাকলেও বোলার নীতীশে আস্থা দেখাচ্ছে না দল। দ্বিতীয় ইনিংসে যেমন শাই হোপ-জন ক্যাম্পবেলের ম্যারাথন পার্টনারশিপের সময়ও বল দেওয়া হয়নি। অথচ, বল করতে দেখা গিয়েছে যশস্বী জয়সওয়ালকে! শুভমান এভাবে বিষয়টি দেখতে নারাজ। যুক্তি, 'আমরা চাই না কেউ শুধু বিদেশ সফরেই খেলুক। এর ফলে প্লেয়ারের ওপর চাপ তৈরি হবে। আমাদের লক্ষ্য বিদেশের মাটিতে ম্যাচ উইনার তৈরি। এখানে নীতীশ বল না পেলেও, আগামীর ভাবনায় ওকে প্রস্তুত রাখা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।'

> জাড্ডুভাইয়ের সঙ্গে বোলিং করাটা উপভোগ করছি। কঠিন পরিস্থিতিতে সবসময় পাশে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।
> **কুলদীপ যাদব**

অলরাউন্ডার হিসেবে নীতীশ প্রভাব না ফেললেও ব্যাটে-বলে রবীন্দ্র জাদেজার স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। কেরিয়ারের তৃতীয় সিরিজ সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'দলগত প্রয়াস। গত ৫-৬ মাসে কী ধরনের ক্রিকেট খেলছি, সেই সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। সাফল্য বজায় রাখতে পারাটা দল এবং ব্যক্তিগতভাবে ভালো দিক।'

ব্যাটিং সাফল্যের কৃতিত্ব গৌতম গম্ভীরকে দিচ্ছেন। জাদেজার কথায়, আগে ৭-৮-৯ নম্বরে পর্যন্ত ব্যাটিং করতে হয়েছে। সেখানে এখন ৬ নম্বরে ব্যাটিং। বলেছেন, 'আগে আট নম্বরে ব্যাট করতাম। এমনকি ৯ নম্বরেও। এখন সেখানে ছয়ে। গোতিভাই বলে দিয়েছে, নিজেকে যেন স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে দেখি। ব্যাটিং অর্ডারে উন্নতির ফলে অনেকটা সময় ক্রিজে কাটাতে পারছি। বদলেছে ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিও। যার সুফল পাচ্ছি।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবর্তমানে বেশি ওভার বল যেমন পাচ্ছেন, তেমনই তরুণ স্পিন ব্রিগেডকে গাইড করার দায়িত্বও জাদেজার কাঁধে। ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা কুলদীপ যাদবের কথায় সেই সুর। বলেছেন, 'জাড্ডুভাইয়ের সঙ্গে বোলিং করাটা উপভোগ করছি। কঠিন পরিস্থিতিতে সবসময় পাশে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।'

জাপানের কাছে হার ব্রাজিলের

টোকিও, ১৪ অক্টোবর : ২৬ বছর ধরে এশিয়ার দেশের বিরুদ্ধে ব্রাজিল অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেছিল। ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার পর জাপান মঙ্গলবার পেলের দেশকে সেই তিক্ত স্মৃতি ফিরিয়ে দিল। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরে বসে। ২৬ মিনিটে পাওলো হেনরিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাজিলকে। এর ৬ মিনিট পর গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ব্যবধান বাড়ান। ৫২ মিনিটে তাকুমি মিনামিতো জাপানের হয়ে একটি গোল ফেরান। ৬২ মিনিটে খেলায় সমতা আনেন কেইতো নাকামুরা। ৭১ মিনিটে তাদের জয়সূচক গোলটি আয়াসে উয়েদা এনে দেন। এই জয়ের সুবাদে দেশের মাঠে জাপান টানা ২০ ম্যাচ অপরাজিত থাকল।

আটকে গেল ফ্রান্স, জয় জার্মানির

উত্তর আয়ারল্যান্ড-০ জার্মানি-১
আইসল্যান্ড-২ ফ্রান্স-২
ওয়েলস-২ বেলজিয়াম-৪

রেইকজাভিক ও বেলফাস্ট, ১৪ অক্টোবর : বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র। ২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিট আদায়ের অপেক্ষা বাড়ল ফ্রান্সের। অন্যদিকে, উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারাল জার্মানি।

টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর ফ্রান্সের জয়ের ধারায় ছেদ পড়ল। চোটের কারণে দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও ওসমানে ডেম্বেলেকে ছাড়াই আইসল্যান্ডের বিপক্ষে নেমেছিল ফরাসি ব্রিগেড। ৩৯ মিনিটে গোল হজমের পর ৬৩ মিনিটে এনকুনকুর গোলে সমতায় ফেরে দিদিয়ের দেশঁর দল। ৬৮ মিনিটে ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জিন-ফিলিপ মাতেতা। তবে ২ মিনিট পরই সমতা ফেরায় আইসল্যান্ড।

ইউরোপীয় অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে জার্মানি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন নিক ভল্টামাডা। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এল জার্মানরা। '২৬ বিশ্বকাপে খেলা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে বেলজিয়ামও। কেভিন ডি ব্রুয়েনের দুইটি পেনাল্টি, থমাস মুনিয়ের ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে ওয়েলসকে ৪-২ ব্যবধানে হারাল তারা।

আগরকারদের বিঁধলেন সামি

ফিটনেস তথ্য জানানো আমার কাজ নয়

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ওজন কমেছে অনেকটাই। চেহারাটা আগের তুলনায় অনেক ছিপছিপে। ফিটও।

গতকাল কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলার লক্ষ্যে। আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে দীর্ঘসময় নেটে ব্যাটিং-বোলিং স্কিলে শান দিলেন মহম্মদ সামি। বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ছন্দেই রয়েছেন। তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি মরশুমের জন্য তিনি তৈরি।

ইডেনে অনুশীলনের পর সাজঘরে সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সাজঘর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন সামি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, অজিত আগরকারদের জাতীয় নির্বাচক কমিটিকে একের পর এক ইয়র্কার দিলেন। জানিয়ে দিলেন, তিনি ফিট। চারদিনের ম্যাচ খেলতে পারলে একদিনের ম্যাচ খেলতেও তাঁর সমস্যা হবে না। জাতীয় নির্বাচকরা দল নির্বাচনের আগে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করেননি। তাঁর ফিটনেস নিয়ে কোনও তথ্য কাউকে জানানোর কাজটা তাঁর নয়, বরং জাতীয় নির্বাচকদের উচিত সেটা জেনে নেওয়া।

রনজি মরশুমের লক্ষ্য

খুব ভালো প্রস্তুতি হয়েছে আমার। মোরাদাবাদে অনুশীলনের মধ্যেই ছিলাম। আজ বাংলা দলের সঙ্গেও অনুশীলন করলাম। দলের বন্ডিং দারুণ। মাঠে নেমে একশো শতাংশ দেওয়ার জন্য আমি তৈরি।

চোটের পর ব্যক্তিগত লক্ষ্য

একধাপ করে ভাবনা, পরিকল্পনা করে এগোতে চাই আমি। শেষ মরশুমে বাংলার হয়ে খেলেছি। পরে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছি। আইপিএলও খেলেছি। কিছুদিন আগে দলীপ ট্রফিতেও খেলেছি। ফলে আমি খেলার মধ্যে নেই এমন নয়। তবে এটা ঠিক, অনেকদিন পর নিয়মিত ম্যাচ খেলতে চলেছি আমি।

দল নির্বাচন ও আগরকার উবাচ

ভারতীয় দল, জাতীয় নির্বাচকদের কেউ আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি। ফিটনেসের তথ্যও জানতে চাননি। আমি যেচে কাউকে ফিটনেস তথ্য জানাতে যাব না। সেটা আমার কাজ নয়। ওঁদেরই জেনে নিতে হবে। স্পষ্ট বলছি, আমি চারদিনের রনজি ম্যাচ খেলতে পারলে কেন একদিনের ম্যাচ খেলতে পারব না? যদি আমি ফিট না থাকতাম, তাহলে বাংলার রনজি স্কোয়াডে থাকতাম না। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকতাম।

নয়া শুরুর প্রত্যাশা

আমি বরাবরই দেশের জন্য সেরাটা দিয়েছি। যখনই বল হাতে মাঠে নেমেছি, দলের সঙ্গে একশো শতাংশ দিয়েছি। আগামীদিনেও সেটা করব। আশা করেছিলাম, নির্বাচকরা আমার সঙ্গে দল নির্বাচনের আগে কথা বলবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। আমার ফিটনেস নিয়ে না জেনেই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আকাশ দীপের সঙ্গে জুটি

(হাসি) আমার মনে হয়েছিল, আগে আমরা একসঙ্গে বোলিং করেছি। আজ অনুশীলনের সময় আকাশ আমায় জানায়, আগামীকাল প্রথমবার আমরা একসঙ্গে খেলব। আকাশ দুর্দান্ত বোলার। ওকে এখন আর জুনিয়ার বলা যাবে না। ওর সঙ্গে জুটিতে বোলিং করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।

২০২৭ বিশ্বকাপে 'রোকো'

যদি কেউ পারফর্ম করতে পারে, যদি কারও মধ্যে দক্ষতা ও ক্রিকেট স্কিল বজায় থাকে, তাহলে তো অবশ্যই খেলা উচিত ওদের। বাকিটা নির্বাচকরা বলতে পারবেন। দল নির্বাচন তো কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

উত্তরাখণ্ড ম্যাচের প্রস্তুতিতে বোলিং অস্ত্রে শান মহম্মদ সামির। মঙ্গলবার। ছবি : ডি মণ্ডল

'বিশ্বকাপ নয়, বর্তমানে ফোকাস রাখুক বিরাটরা'

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : ক্রিকেট বিশ্বের প্রয়োজন শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

আর ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে হলে টেস্টে সাফল্য জরুরি। অতএব, দেশের জার্সিতে পাওয়া সুযোগ দুই হাত ভরে কাজে লাগাও। সিরিজ শেষে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের প্রতি এমনই আবেগঘন বার্তা গৌতম গম্ভীরের। প্রতিপক্ষ কোচ ড্যারেন স্যামির আমন্ত্রণে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ক্যারিবিয়ান সাজঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কাটানোর ফাঁকে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মাঠ এবং মাঠের বাইরের আচরণ নিয়ে। একইসঙ্গে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সোনালি অতীত ফেরানোর আবেদন। গম্ভীরের কথায়, ক্রিকেট বিশ্বের প্রয়োজন শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

অবশ্য ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে দরকার আছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর ঝুলিয়ে রাখলেন ভারতীয় দলের হেডকোচ। গম্ভীরের যুক্তি, '৫০ ওভারের বিশ্বকাপ এখনও প্রায় আড়াই বছর বাকি। ওদের উচিত তাই বর্তমানে ফোকাস রাখা। দুইজনেই দক্ষ খেলোয়াড়। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরবে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওদের অভিজ্ঞতা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আশবাদী, সফল হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলগতভাবে সাফল্য পাওয়া।'

অধিনায়ক শুভমান গিলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। টেস্টের পর ওডিআই দলের দায়িত্ব। তরুণ শুভমানে আস্থা রেখে গম্ভীর বলেছেন, 'অসম্ভব পরিশ্রম করছে। যেভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ করছে, প্রশংসা প্রাপ্য। কোচ হিসেবে আমি শুধু দিশা দেখাতে পারি। কী কী করণীয় তা বুঝিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মাঠে নেমে বাস্তবায়নের দায়িত্ব অধিনায়কের কাঁধে। যা মোটেই সহজ নয়।'

অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের প্রথম সফর ইংল্যান্ডে। কঠিন চ্যালেঞ্জে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। করেন ৭৫৪ রান। এরমধ্যে, কেরিয়ার সেরা ২৬৯। গম্ভীর বলেছেন, 'নিজেকে এবং দলকে মুনশিয়ানার সঙ্গে সামলেছে। একইভাবে দলও চ্যালেঞ্জের মুখে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। অধিনায়ক-দলের জন্য যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃতিত্বটা শুভমানের, গোটা দলের।'

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বর্তমানে তৃতীয় স্থানে ভারত। ফাইনালের টিকিট পেতে ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ। গম্ভীর বলেছেন, '২০২৭ সালে ডব্লিউটিসি ফাইনাল। লম্বা সময় বাকি। অনেকটা পথ যেতে হবে। তাই ফাইনাল নিয়ে না ভেবে বর্তমানে থাকতে চাই। ফোকাস আসন্ন সিরিজে। সামনে ব্যস্ত সূচি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি। বিশেষত চোখ থাকবে হোম সিরিজে।'

হর্ষিতের 'নিন্দা' শুনতে নারাজ গম্ভীর

বুধবারই নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে উড়ে যাবেন। যে সফরে ভারতীয় দলে থাকা হর্ষিত রানাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড়। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত সহ প্রাক্তনদের অনেকেরই দাবি, পারফরমেন্স নয়, গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার হওয়ার সুবাদে দলে হর্ষিত। জবাবে গম্ভীরের তোপ, 'যেভাবে ২৩ বছরের একটা ছেলেকে (হর্ষিত) আক্রমণ করা হচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের স্বার্থে কাউকে এভাবে আক্রমণ করা অনুচিত।'

> যেভাবে ২৩ বছরের একটা ছেলেকে (হর্ষিত) আক্রমণ করা হচ্ছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের স্বার্থে কাউকে এভাবে আক্রমণ করা অনুচিত।
> -গৌতম গম্ভীর

এখানেই থেমে থাকেননি গম্ভীর। হর্ষিতের পাশে দাঁড়িয়ে আরও বলেছেন, 'ওর বাবা প্রাক্তন চেয়ারম্যান বা প্রাক্তন ক্রিকেটার নয়, কিংবা এনআরআই। যতটুকু ক্রিকেটে খেলেছে, খেলে যাচ্ছে, তা নিজের দক্ষতার জোরেই। দল নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচক, কোচের। তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু বছর তেইশের ছেলেকে এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। যাঁরা এসব করছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত, আগামীদিনে তাঁদের ছেলেকেও কেউ এভাবে নিশানা করতে পারে।' হর্ষিত-ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও গম্ভীরের পাশে। সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও এদিন সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য দিল্লিতে ফিরলেন বিরাট কোহলি। বুধবার দুই ভাগে টিম ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া রওনা হবে।

চার পেসারে আজ রনজি অভিযান শুরু বাংলার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে বুধবার রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। নয়া চ্যালেঞ্জে প্রস্তুত টিম বাংলাও। আজ সকালের ইডেনে ঘণ্টা তিনেক চুটিয়ে অনুশীলন করল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। আর সেই অনুশীলনের আসর হয়ে রইল মহম্মদ সামিময়। মাঠে হাজির হয়ে প্রথমে ব্যাটিং চর্চা সারলেন নেটে। পরে বল হাতে অনেকটা সময় ঘাম ঝরালেন। অতীতের মতোই সাবলীল ছন্দে দেখা গেল সামিকে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে অনুশীলনের মাঝে আলোচনা করলেন নেটের ধারে। বোলিং কোচ শিবশংকর পালের সঙ্গেও নিজের বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলে নিলেন। সামির বোলিং ছন্দ স্বস্তির আবহ তৈরি করেছে বাংলা দলের অন্দরে। সকালের অনুশীলনের পর কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'সামিকে দেখে আগের থেকেও বেশি ফিট মনে হল। আমি নিশ্চিত ও মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। সামি আমাদের দলের বোলিং শক্তিও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

ইডেনের পিচ বেশ শক্ত। ভালোরকম ঘাস রয়েছে। এমন পিচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলা দলের পরিকল্পনা সহজ, টস জিতে ফিল্ডিং করো। বিপক্ষকে দেশের সেরা পেস আক্রমণ দিয়ে দুমড়ে দাও। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'শুরুটা ভালো হওয়া খুব দরকার। আমাদের প্রস্তুতি দারুণ হয়েছে। এবার মাঠে নেমে কাজ করে দেখানোর পালা।' ২০১৯-'২০ মরশুমের পর ফের বাংলার অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন অভিমন্যু। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা পাঁচ বছর আগে রনজি ফাইনালও খেলেছিল। অভিমন্যু অবশ্য অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চান না একেবারেই। বাংলা অধিনায়ক সকালের অনুশীলনের পর বলেছেন, 'আমি অতীত নিয়ে বেশি ভাবতে চাই না কখনোই। সামনে তাকাতে চাই।'

অনুশীলনের ফাঁকে আলোচনায় আকাশ দীপ, মহম্মদ সামি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

চার পেসারে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করে ফেলেছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। সামির সঙ্গে আকাশ দীপ, ঈশান পোড়েল ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালরা থাকছেন। একমাত্র স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন বিশাল ভাট্টি। ওপেন করবেন অধিনায়ক অভিমন্যু। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। তিন নম্বরে সুদীপ ঘরামি। চারে অনুষ্টুপ মজুমদার। পাঁচে উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। ছয়ে সুমন্ত গুপ্ত। সাতে বিশাল। পরে চার পেসার। লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আমাদের প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত। ভালো শুরুর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। সামনে কঠিন লড়াই রয়েছে।'

হকিতে হাই ফাইভ ভারত-পাকিস্তানের

জোহর বাহরু, ১৪ অক্টোবর : এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেননি সূর্যকুমার যাদবরা। মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কাউররাও হাত মেলাননি। কিন্তু মঙ্গলবার মালয়েশিয়ায় সুলতান অফ জোহর কাপ হকিতে ভারত-পাক ম্যাচে জাতীয় সংগীতের পর দুই দলের খেলোয়াড়দের হাই ফাইভ করতে দেখা যায়। অনূর্ধ্ব-২১ পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় ভারত ০-২ পিছিয়ে পড়েও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি দেশের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে। মাত্র ৫ মিনিটে হান্নান শাহিদের গোলে পাকিস্তান এগিয়ে গিয়েছিল। ৩৯ মিনিটে তাদের ২-০ এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। ৪৩ ও ৪৭ মিনিটে অরাইজিৎ সিং হুন্ডাল এবং সৌরভ আনন্দ কুশওয়ারের গোলে সমতা ফেরায় ভারত। ৫৩ মিনিটে মনমিত সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় ভারতীয় দল। কিন্তু ৫৫ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে সুফিয়ান পাকিস্তানকে ১ পয়েন্ট এনে দেন। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ভারত রয়েছে ২ নম্বরে।

এশিয়ান কাপে নেই ভারত

ভারত-১ (ছাঙ্গতে)
সিঙ্গাপুর-২ (সং-২)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষের দেশ কেপ ভের্দে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিল। সেখানে পিছোতে পিছোতে এবার এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব থেকে বিদায় ভারতের। নিজেদের ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারের কোনও ব্যাখ্যা কি এদেশের ফুটবলকর্তা থেকে ফুটবলার, কেউই দিতে পারবেন?

হংকং-বাংলাদেশ ম্যাচ ড্র হওয়ায় এই ম্যাচে অভাবিত এক সুযোগ তৈরি হয় ভারতের। যা কাজে লাগানোর পরিবর্তে ঘরের মাঠে বিশ্রী হারে বিদায়। কারণ এখন পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতলেও হেড টু হেডে পিছিয়ে থাকবে ভারত। পরপর তিনবার এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। শুরুতেই ১ গোলে এগিয়ে থাকা এবং প্রথমার্ধে দাপটের সঙ্গে খেলায় আশা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু লিস্টন কোলাসো-নাওরেম মহেশ সিং-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেদের কাছে এখন ভালো কিছুর আশা না করাই শ্রেয়। খেলার বিপরীতে দুই-দুইটি গোল খেলে ভালো আর কীভাবে হয়? ফতোরদা স্টেডিয়াম এদিন প্রায় খালি। দেশের ফুটবলের অধঃপতন দেখতে রোজ রোজ টাকা খরচ করে মানুষ আসবেনই বা কেন?

দলে একাধিক পরিবর্তন। যে পরিবর্তনগুলো অবশ্যম্ভাবী ছিল। আপুইয়া দলে আসায় মাঝমাঠের শক্তি খানিক বাড়ে। তাঁকে মাঝমাঠে

১৪ মিনিটে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের গোলে ভারত এগিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।

এবং মহেশকে নম্বর ১০ পজিশনে শুরু থেকে নামানোয় ছাঙ্গতে-কোলাসোরা বল পাচ্ছিলেন। কিন্তু খালিদ জামিলের সমস্যা হল, সুনীল ছেত্রী স্কোয়াডে থাকলে তাঁকে দলে রাখতেই হবে। অথচ দেশের এক নম্বর তারকার এখন মন চাইলেও শরীর আর চলে না। ২৮ মিনিটে ছাঙ্গতের ক্রস থেকে নিশ্চিতভাবেই বল জালে চলে যেত। এদিন তিনি বলের নাগালই পেলেন না। তিনি কি শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন? ১৪ মিনিটে ছাঙ্গতের গোলটা প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া বিশ্বমানের শট দুই পক্ষের একঝাঁক ফুটবলারের মাঝখান দিয়ে জালে আশ্রয় নেয়।

এদিন প্রথমার্ধে পাওয়া সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে হয়তো হারতে হয় না। ডিফেন্সের ভুলে ৪৪ মিনিটে গোলশোধ সিঙ্গাপুরের। সং উইইয়ং গোলটা করলেন আনোয়ার আলি ও ভালপুইয়ার মাঝখান দিয়ে। শুভাশিস বসুর মিস হেডে প্রতিপক্ষ বল পায়। ৫৮ মিনিটেও সংয়ের দ্বিতীয় গোলও ডিফেন্সের দোষে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর মাথার উপর দিয়ে। এদিন ডিফেন্সে সন্দেশ ঝিংগানের না থাকা নজরে পড়েছে। শুভাশিস-ভালপুইয়া সেই অভাব ঢাকতে পারেননি। যার খেসারত দিতে হল ভারতকে। স্বান্তনা একটাই, খালিদ দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন।

ভারত ঃ গুরপ্রীত, ভালপুইয়া, ভেকে, আনোয়ার, শুভাশিস, লিস্টন (উদান্তা), নিখিল (ফারুখ), আপুইয়া, ছাঙ্গতে (ব্র্যান্ডন), মহেশ (সাহাল) ও সুনীল (রহিম)।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

তবুও অসন্তুষ্ট কোচ অস্কার

ইস্টবেঙ্গল-২ (রশিদ, বিষ্ণু)
নামধারী এফসি-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে ২-০ গোলে একতরফা জয়। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। তবুও অসন্তোষের আঁচ লাল-হলুদ শিবিরে।

মঙ্গলবার ম্যাচের সিংহভাগ সময় বল ঘোরাফেরা করল নামধারীর অর্ধেই। ১৯ মিনিটে সাউল ক্রেসপোর নিখুঁত সেন্টার মাথা দিয়ে নামিয়ে দেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো। তাঁর হেডার পোস্টে প্রতিহত হয়। ফিরতি বলে মহম্মদ বসিম রশিদের দূরপাল্লার শট নামধারীর এক ডিফেন্ডারের শরীর ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে যায়। ৪১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পিভি বিষ্ণুর। ডেভিড লালহালানসাঙ্গার পাস বক্সে পেয়ে জালে ঠেলে দেন তিনি।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ম্যাচে নামধারীর পক্ষে গোল লক্ষ্য করে প্রথম শট নেন মিখায়েল ওসেই। যদিও তা বাঁচাতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার প্রভসুখান সিং গিলকে। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একবার বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন সেই মিখায়েল। বক্স ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন প্রভসুখান। নামধারী স্ট্রাইকারের পা থেকে ছিনিয়ে ওই বল মহম্মদ রাকিপ যেভাবে বিপন্মুক্ত করলেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

গোলের পর উচ্ছ্বাস পিভি বিষ্ণুর।

এরপর বহু চেষ্টা করেও লাল-হলুদ দুর্গে ভাঙন ধরাতে ব্যর্থ পাঞ্জাবের ক্লাবটি।

ইস্টবেঙ্গলের এই জয়ের পর একথা বলাই যায় যে, অঘটন না ঘটলে শনিবার শিল্ড ফাইনালে ডার্বি হচ্ছে। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর পর থেকেই এমন আলোচনা শুরু হয়ে যাওয়ায় বেশ বিরক্ত অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'আগে থেকেই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফাইনালের কথা বলা হচ্ছে। এটা বাকি দলগুলোর জন্য অসম্মানজনক। এই ধরনের প্রচার প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।'

নামধারী ম্যাচের পর শিল্ড আয়োজন নিয়ে রাজ্য ফুটবল সংস্থার প্রতিও একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন ব্রুজোঁ। অভিযোগ রেফারিং ঘিরেও। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল ২৯ বারের শিল্ড চ্যাম্পিয়ন। সেই দলকে কল্যাণীর খারাপ মাঠে খেলতে পাঠানো হল। রেফারিরা ফুটবলারদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। নইলে এদিন ম্যাচের শেষ পর্যন্ত নামধারীর ১১ জন ফুটবলার মাঠে থাকতে পারত না।' এমনকি যে রেফারিদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এই পর্যায়ে তাঁদের ম্যাচ পরিচালনার যোগ্যতা আছে কি না সেই প্রশ্নও ছুড়ে দেন অস্কার।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, কেভিন, লালচুংনুঙ্গা, জয়, বিষ্ণু (এডমুন্ড), রশিদ, সাউল (জিকসন), বিপিন (সায়ন), মিগুয়েল (হামিদ) ও ডেভিড (জেসিন)।

দল সাজাতে সমস্যায় মোহনবাগান কোচ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : বুধবার ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে দল সাজাতে হিমসিম খাচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

খাতায়কলমে ইউনাইটেড স্পোর্টস অনেকটাই দুর্বল প্রতিপক্ষ। কিন্তু তাদের বেশ সমীহ করছে মোহনবাগান। জাতীয় দলে থাকায় শুভাশিস বসু ও আপুইয়াকে এই ম্যাচে পাবে না সবুজ-মেরুন শিবির। তার ওপর কোচের চিন্তা বাড়িয়েছে মনবীর সিংয়ের চোট। ফলে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে মোহনবাগান।

মঙ্গলবার সবমিলিয়ে ১৭ জন ফুটবলার অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। এদিন অবশ্য বেশ চাপমুক্ত দেখাল বাগান ফুটবলারদের। অনুশীলনের আগে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দিকে নজর ছিল সবুজ-মেরুন শিবিরের। ফাইনালে উঠলে ডার্বি খেলতে হবে, এটা মাথায় রেখেই ইউনাইটেড বধের 'নীল নকশা' তৈরি করছেন মোলিনা।

গোলরক্ষকের ভূমিকায় বিশাল কেইথ থাকবেন। চার ডিফেন্ডার হতে পারেন আশিস রাই, মেহতাব সিং, আলবার্তো রডরিগেজ ও অভিষেক সিং টেকচাম। মাঝমাঠে অভিষেক সূর্যবংশী খেলবেন। অপর মিডিও অনিরুদ্ধ থাপার পায়ে হালকা অস্বস্তি রয়েছে। একান্তই তিনি না খেললে গ্লেন মার্টিন্স দলে আসবেন। দুই উইংয়ে রবসন রোবিনহোর সঙ্গে হয়তো কিয়ান নাসিরি শুরু করবেন। আপফ্রন্টে জেমি ম্যাকলারেনকে রেখে 'নম্বর টেন'-এর ভূমিকায় জেসন কামিন্সকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কামিন্সের বদলে দিমিত্রিস পেত্রাতোসও শুরু করতে পারেন।

প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টসের বড় ভরসা মহম্মদ রফিকের অভিজ্ঞতা। 'সুপারসাব' হিসেবে ম্যাচের রং বদলে দেওয়া অমিত বসাক কোচ লালকমল ভৌমিকের বড় অস্ত্র। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সুজল মুন্ডা, আদিত্য থাপারাও তৈরি রয়েছেন।

বুধবার সকালে অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় দলের ম্যাচ খেলে কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল আহমেদ বাটদের। দল সাজাতে সমস্যায় পড়া মোলিনা তাঁদের না খেলালেও রিজার্ভ বেঞ্চে রাখতে পারেন।

আইএফএ শিল্ডে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

ফাইনালে নৃত্য পরিবেশন ডোনার

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে সৌরভের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নৃত্য পরিবেশন করবেন নারায়ণা স্কুলের ছাত্রীরা। আগেই আইএফএ জানিয়েছিল, ফাইনালের টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ বন্যা দুর্গতদের জন্য দেওয়া হবে। এদিকে, বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হচ্ছেন জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথিউস।

জাতীয় দাবায় বাঁদরের দাপট

গুন্টুর, ১৪ অক্টোবর : বিশ্ব দাবার মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দরা। উলটোদিকে জাতীয় দাবায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে ৬২তম জাতীয় দাবার আসর বসেছিল। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ করেছেন প্রতিযোগীরা। একটিমাত্র তাঁবু খাটিয়ে ৪০০টি দাবার বোর্ড পেতে প্রতিযোগিতা চলে। থেকে থেকে বিদ্যুতের সংযোগ চলে গিয়েছে। সেইসঙ্গে বৃষ্টির জলও চুইয়ে চুইয়ে তাঁবুতে ঢোকে। এখানেই শেষ নয়, তাঁবুর ওপর একদল বাঁদরের দাপাদাপিতে নাজেহাল অবস্থা হয় প্রতিযোগীদের। খাবারের মান নিয়েও অভিযোগ করেছেন প্রতিযোগীরা।

জাতীয় দাবার এই হাল দেখে ক্ষুব্ধ দেশের দাবা মহল। দুইবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ড মাস্টার সেতুরামন সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'এটা দাবা প্রতিযোগিতা নয়, টিকে থাকার লড়াই।' প্রজ্ঞানানন্দ ও তাঁর দিদি বৈশালীর মেন্টর আরবি রমেশ বলেছেন, 'আমাদের দেশের দাবাড়ুরা গোটা বিশ্ব কাঁপাচ্ছে। কিন্তু সেখানে জাতীয় দাবার বেহাল ব্যবস্থা।'

ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের সভাপতি নীতিন নারাং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। গোয়াতে দাবা বিশ্বকাপের আসর বসার আগে জাতীয় দাবার বেহাল দশায় মুখ পুড়ল ভারতের।

সেমিফাইনালে নেহরু ক্লাব

মেখলিগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল চ্যাংরাবান্ধার খেতাবেচা নেহরু ক্লাব ও পাঠাগার। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ভোটবাড়ি সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। নেহরুর উজ্জ্বল রায় ও ভোটবাড়ির প্রণব ওরাওঁ গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয় নেহরুর গোলকিপার সোবাম ওরাওঁ। বুধবা

চতুর্থ ১৩ বছরের অঙ্কিত

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায়, জলপাইগুড়ি চেস অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় ও চেস প্লেয়ার্স প্যারেন্টস ফোরামের সহযোগিতায় আয়োজিত নিতাই ঘোষ ট্রফি আন্তর্জাতিক দাবায় ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন হুগলির অগ্নিভ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় হুগলির রূপম মুখোপাধ্যায়। দুইজনেরই পয়েন্ট ৮। বাখেলস পদ্ধতিতে স্থান নির্ধারণ করা হয়। তৃতীয় কলকাতার সৃজন সাহা।

ট্রফি নিয়ে ওপেন বিভাগের সফলরা। ছবি : অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ির ১৩ বছরের অঙ্কিত দাস সাড়ে সাত পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ হয়েছে। আয়োজকদের তরফে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার বাকি ৯টি ইভেন্টের বিজয়ীদের ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

পিছোল উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবল ৩১ অক্টোবর শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টুর্নামেন্টের যুগ্ম কো-অর্ডিনেটর সৌমিক মজুমদার জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই প্রতিযোগিতার সময় বদলে করা হয়েছে। ৮-১৬ নভেম্বর পর্যন্ত হবে উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ।

MODEL	125 CF	NS 125	N160	NS 160	N250	RS200
100% GST'র লাভ	₹8 091/-*	₹9 381/-*	₹11 773/-*	₹11 993/-*	₹12 651/-*	₹16 252/-*
PF + বিমা সাশ্রয়	₹3 000/-*	₹3 400/-*	₹4 300/-*	₹4 400/-*	₹4 600/-*	₹5 800/-*
হ্যাট্রিক সাশ্রয়	₹11 091/-*	₹12 781/-*	₹16 073/-*	₹16 393/-*	₹17 251/-*	₹22 052/-*

10 YEAR WARRANTY
BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE
72198 21111
HDFC BANK | SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank | BAJAJ AUTO CREDIT | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 22শে সেপ্টেম্বর 2025 থেকে হ্যাট্রিক সাশ্রয় কার্যকর। সর্বমোট সাশ্রয়ের মধ্যে 100% GST'র সুবিধালাভ (এক্স-শোরুম মূল্য এবং প্রযোজ্য আরটিও করে), শূন্য প্রসেসিং ফি এবং 1 বছরের নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতির বিমা অন্তর্ভুক্ত। শূন্য PF এবং ODতে সাশ্রয় ফাইনান্সার/বিমাকারী এবং জায়গা অনুযায়ী বদলাতে পারে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। 5 বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারান্টি + 5 বছরের এক্সটেন্ডেড ওয়ারান্টি @ ₹999/-। বিশেষজ্ঞেরা প্রদর্শিত স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে। এই স্টান্টগুলি করার চেষ্টা করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93. •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 •**Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747.